CMYK

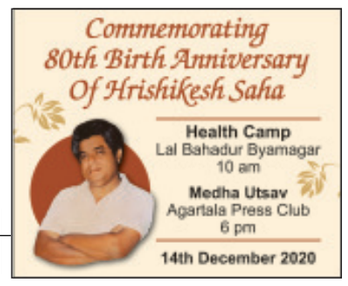

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 9 December, 2020 ■ আগরতলা, ৯ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ■ ২৩ অগ্রহায়ন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নজিরবিহীন ! মুখ্যমন্ত্রী পদে রাজ্যবাসীর পছন্দ জানতে

অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হবেন বিপ্লব

আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.)।। রাজনীতির পাশাখেলায় ত্রিপুরার ইতিহাসে নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী হতে চলেছেন রাজ্যবাসী। মুখ্যমন্ত্রী পদে বিপ্লব কুমার দেব-কে চাইছেন কি ত্রিপুরারবাসী? এই বিষয়টি জনসমক্ষে স্পষ্ট হওয়ার জন্য অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হতে চলেছেন তিনি। খোলা ময়দানে জনগণের রায় নেবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব। ত্রিপুরাবাসী চাইলেই মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন। না চাইলে জনতার রায় মাথা পেতে নিয়ে সমস্ত বিষয় পার্টি হাইকমান্ডের কাছে রাখবেন তিনি। তাতে, দল যা সিদ্ধান্ত নেবে মেনে নেবেন।

প্রসঙ্গত, গত রবিবার রাজ্য অতিথিশালায় বিজেপি-র প্রদেশ প্রভারি বিনোদ সোনকরের সামনে বিপ্লব হটাও, বিজেপি বাঁচাও স্লোগান দিয়েছিলেন দলীয় কর্মীরা। ওই ঘটনা তাঁকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছে। তাই জনতার রায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজ্য সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে নজিরবিহীন ঘোষণা করেছেন তিনি।

তিনি বলেন, ২০১৬ সালে প্রথম বিজেপি সভাপতি হিসেবে ত্রিপুরার দায়িত্ব নেন। তার পর ২০১৮ সালে বিধানসভা নির্বাচনে ঐতিহাসিক জয় হাসিল হয়। ত্রিপুরার জনগণ বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদীর ওপর ভরসা করেন। ফলে ত্রিপুরায় বিজেপি-আইপিএফটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরার জনগণ আমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখেছিলেন। তাই, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাজ শুরু করি।

আবেগের সঙ্গে বিপ্লব বলেন, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে শুধু মানুষের জন্যই কাজ করে গিয়েছি। ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য বানানোর অবিরত চেষ্টা করে যাচ্ছি। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এনএইচআইডিসিএল-এর ১১ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প আনতে সক্ষম হয়েছি। শুধু তা-ই নয়, সাব্রুমে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট, লজিস্টিক হাব, উঁচুতলা ভবন, এমবিবি

মঙ্গলবার মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণ ত্রিপুরার উন্নয়নে পালক যুক্ত হয়েছে। তিনি বলেন, কৃষি ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ত্রিপুরায় এখন ১৩.৯ শতাংশ। রেগায় এখন পর্যন্ত ৫৪ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে। এফসিআই-এর মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় শুরু হয়েছে। তবুও আরও অনেক কাজ বাকি।

তাঁর সাফ কথা, ত্রিপুরার উন্নয়নে কাজ করতে চাই। সময় খুবই কম। এরই মধ্যে ত্রিপুরাকে মডেল বানাতে চাই। এদিন এই কথাগুলি বলার সময় ভীষণ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী। ছলছল চোখে তিনি বলতে থাকেন, ত্রিপুরাবাসী আমাকে মাত্র পাঁচ বছর সময় দিয়েছেন। সরকারি কর্মচারী নই, ২৫-৩০ বছর সুযোগ পাব না কাজ করার জন্য। তাই, নরেন্দ্র মোদীর কায়দায় ত্রিপুরাকে নতুন করে সাজাতে চাই। ত্রিপুরায় উন্নয়নের গতি আনতে চাই।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, করোনার কাঁটা আমাদের কিছুটা পিছিয়ে দিয়েছে। তবুও লড়াই করে এখন অনেকটা ভালো স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। তিনি দৃঢ়তার সাথে এদিন বলেন, জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য কাজ করতে চাই। কিন্তু গত রবিবার রাজ্য অতিথিশালায় একটি ঘটনা আমাকে খুবই ব্যথিত করেছে। তিনি বলেন, স্লোগান উঠেছে, বিপ্লব হটাও বিজেপি বাঁচাও। আমি ত্রিপুরার জনগণের কাছ থেকে সেই স্লোগান শুনতে চাই। তাঁর সাফ কথা, আগামী রবিবার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে জনগণের কাছে জানতে চাইব, আমি মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকব, না চলে যাব। সে বিষয়ে জনতার রায় মেনে নেব আমি।

তিনি সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর আহ্বান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিস্মিত আইপিএফটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। ১৩ ডিসেম্বর আস্তাবল ময়দানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব 'জনপ্রিয়তা' প্রমাণর জন্য যে জন জমায়েতের আহ্বান করে সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা দিয়েছেন তাতে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন রাজস্বমন্ত্রী তথা আইপিএফটি'র সভাপতি এনসি দেববর্মা।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলনের পর এনসি দেববর্মা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, সংসদীয় গণতন্ত্রে একজন মুখ্যমন্ত্রী এই ধরনের জনজমায়েত আহ্বান করে জনপ্রিয়তা জাচাই করা অনেকটাই বেমানান। তিনি বলেন, প্রয়োজনে বিধানসভায় এই সমস্ত বিষয়গুলি করা যেতে পারে। তাছাড়া, পার্টি যদি মনে করে তাহলেও এই ধরনের উদ্যোগ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিন নির্মাণ শ্রমিক অপহরণের ঘটনায় তিন এনএলএফটি জঙ্গি সহযোগী গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/চড়িলাম, ৮ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরার ইন্দো-বাংলা উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণে নিযুক্ত তিন শ্রমিককে অপহরণের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে পুলিশ তিন এনএলএফটি জঙ্গি সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে। পাশাপাশি, অপহৃত শ্রমিকদের খোঁজে তল্লাশি জারি রয়েছে পুলিশ।

সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজে নিযুক্ত তিন শ্রমিক সোমবার সকাল থেকে নিখোঁজ। তাঁরা পানীয় জল সংগ্রহে গিয়ে আর শিবিরে ফিরে আসেননি। এ ঘটনায় ধলাই জেলার আমবাসা মহকুমার অধীন গঙ্গানগর এলাকায় আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

সোমবার ধলাই জেলার গঙ্গানগর থানাধীন মালদা কুমার রোয়াজাপাড়া এবং হরিয়ামুনি পাড়ার মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত ছড়া থেকে জল আনার সময় এনপিসিসি সাইট সুপারভাইজার সুভাষ ভৌমিক, জেসিবি চালক সুবল দেবনাথ এবং শ্রমিক সর্দার গণপতি ত্রিপুরাকে সশস্ত্র এনএলএফটি জঙ্গিরা অপহরণ করেছে। ওই এলাকায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজ চলছে। তাঁরা জল সংগ্রহে গিয়ে অনেক সময় পার হয়ে গেলেও ফিরে না আসায় অন্যান্য শ্রমিকরা বিষয়টি বিএসএফ আধিকারিকদের নজরে নেন। এর পরই তাঁদের খোঁজ শুরু হয়।

স্থানীয় সূত্রের খবর, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সুসজ্জিত নিষিদ্ধ ঘোষিত এনএলএফটি-র সাত জঙ্গি ওই শ্রমিকদের অপহরণে এসেছিল। পাহাড়ের চূড়া থেকে পাঁচ জঙ্গি নেমে এসে শ্রমিকদের বন্দুকের নলের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ওই অপহরণের ঘটনায় পুলিশ গঙ্গানগর থানাধীন মালদাপাড়ার বাসিন্দা জঙ্গি সহযোগী পাঠান মোহন ত্রিপুরা, যতীন্দ্র ত্রিপুরা এবং বৈজয় ত্রিপুরাকে আটক করেছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে অসংলগ্নতা ধরা পড়ায় পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

দীর্ঘদিন পর পুনরায় ত্রিপুরায় অপহরণকাণ্ড শুরু হওয়ায় জনমনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। উগ্রপন্থার সেই কালো অধ্যায়ের কথা অনেকের মনে পড়ে যাচ্ছে।

বিশালগড় মহকুমার চড়িলামের কামরাজ কলোনি এলাকার সুবল দেবনাথ নামে এক যুবককে সোমবার ধলাই জেলার গঙ্গানগর থানাধীন মালদা কুমার রোয়াঙ্গ পাড়ার উগ্রবাদীদের হাতে অপহৃত হয়েছিলেন। মঙ্গলবার সকালে সংবাদমাধ্যমের কর্মী সুবলের বাড়িতে যাওয়াতে মায়ের আর্তনাদ চিৎকার ছেলেকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সুবলের পিতা নারায়ন দেবনাথ। পেশায় দিনমজুর। জেসিবি গাড়ির চালক। গঙ্গানগর মালদা কুমার রোয়াঙ্গ পাড়ায় সপ্তাহ খানেক আগে ওই জায়গায় কাজে যোগ দিয়েছিলেন। সুবলের এক মেয়ে এবং এক ছেলে রয়েছে। মেয়ে প্রথম শ্রেণীতে পড়েন বালুয়াছরি উচ্চ বিদ্যালয়ে। ছেলে এখনো বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি।

মঙ্গলবার সুবলের বাড়িতে যাওয়ার পর মায়ের আর্তনাদ আমার ছেলেকে ফিরিয়ে এনে দাও। এদিকে সুবল দেবনাথ এর অপহরণের ঘটনায় এনএলএফ টি বিশ্ব মোহন গোষ্ঠী জড়িত থাকতে পারে বলে অভিযোগ করেন সুবলের পিতা। গতকাল তিনজন গিয়েছিলেন গঙ্গানগর তার মধ্যে চড়িলামের সুবল দেবনাথ একজন। সুবলের অবুঝ ছেলে মেয়ে বুঝে উঠতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পালিত হাতির আক্রমনে আহত তেলিয়ামুড়া পুর কাউন্সিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৮ ডিসেম্বর।। পালিত হাতির আক্রমনে গুরুতর আহত তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের ১৩নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন ব্লক চৌমুনীর নাট মন্দিরের সামনে মঙ্গলবার বিকালে। হাতির আক্রমণে গুরুতর আহত ওয়ার্ড কাউন্সিলারের নাম রঞ্জন মালাকার। ঘটনার বিবরণে জানা যায় কৈলাশহরের আব্দুলাই মাশুই এর পালিত হাতি তৈদু যাবে গাছের লক টানার জন্য।

সেই মোতাবেক মঙ্গলবার বিকালে মাহুত হাতিটিকে নিয়ে তৈদু যাবার পথে তেলিয়ামুড়ার ব্লক চৌমুনী আসে। এমন সময় পৌর ওয়ার্ড কাউন্সিলার রঞ্জন মালাকার তার নিজের দোকানের জন্য জল আনতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বড়জলায় স্কলছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। দুর্ঘটনা নাকি পরিকল্পিত হত্যা! মঙ্গলবার সাতসকালে এক কিশোরের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এদিন সকালে বড়জলা এলাকায় বিপ্রদীপ দেব নামে এক কিশোরের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত কিশোরের বাড়ি রঞ্জিতনগরে। সে শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিল। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বনধ-এর বন্ধ্যা রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করেছেন ত্রিপুরাবাসী ঃ বিজেপি

আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.)।। বনধ পালন করা বিরোধীদের সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, অস্তিত্ব সংকটের ফলে এ-ছাড়া অন্য কোনও পথ তাঁরা খোলা রয়েছে বলে দেখতে পারছেন না। ভারত বনধ-এর বিরোধিতায় এভাবেই সুর চড়িয়েছেন বিজেপি প্রদেশ সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত। তাঁর দাবি, বনধ-এর বন্ধ্যা রাজনীতি ত্রিপুরাবাসী প্রত্যাখ্যান করেছেন।

তিনি বলেন, গত ২৬ নভেম্বর এমনই বনধ ডেকেছিল বিরোধীরা। কিন্তু, আজকের পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে,

গতদিনের তুলনায় আরও বেশি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ দোকানপাট খুলেছেন। তাতে স্পষ্ট, ত্রিপুরাবাসী এই বনধ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন, বিরোধীরা অস্তিত্ব সংকটে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বনধ অনেকটা সফল, দাবি প্রদেশ কংগ্রেস সহ-সভাপতির

আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.)।। কৃষকদের সর্বনাশ করে পুঁজিপতিদের মুনাফা কমানোর ধান্দায় কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে আহূত ভারত বনধ ত্রিপুরায় অনেকটাই সফল। মঙ্গলবার এই দাবি করেছেন প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি তাপস দে। তিনি বলেন, বনধ-এর বিরোধীতায় বিজেপি কর্মীরা মিশিল করেছেন। তাতে স্পষ্ট, তাঁরা কৃষকদের বিরুদ্ধে রয়েছেন।

এদিন তিনি বলেন, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন অবস্থান থেকে প্রধানমন্ত্রী হয়ে নরেন্দ্র মোদী ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছেন। কৃষি আইন দেখে এমনটাই মনে হচ্ছে। তাঁর কথায়, পুঁজিপতিদের স্বার্থে ওই কৃষি আইন

কোনওভাবেই সমর্থন করা যায় না। তাই, কংগ্রেস কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছে।

তাঁর দাবি, কৃষকদের এই আন্দোলনকে সর্বজনীন রূপ দেওয়ার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইচাবাজারে আগুনে তিনটি দোকান সম্পূর্ণ ভস্মীভূত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন ইচাবাজার রেলক্রসিং এলাকায় অগ্নিকাণ্ডে ৩টি দোকান সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। সংবাদপত্রে জানা গেছে গতকাল রাত পৌনে বারোটা নাগাদ হঠাৎ ইচা বাজার রেল ক্রসিং সংলগ্ন এলাকা বাজারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

আগুনের লেলিহান শিখা দেখে স্থানীয় লোকজন রা বেরিয়ে আসেন। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে।দমকল বাহিনীর চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আসলেও এরই মধ্যে তিনটি দোকান সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত এক ব্যবসায়ী জানিয়েছেন এটি একটি নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের যেকোনো ধরনের আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়েছেন।অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ২ লক্ষাধিক টাকা। পুলিশ এবং দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার গোমতী নদীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। গোমতী জেলার অমরপুর রাঙ্গামাটির এলাকায় গোমতী নদী থেকে অজ্ঞাত পরিচয় এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে ওই এলাকার মানুষজন নদীতে স্নান করতে গেলে তারা লক্ষ্য করেন এক মহিলার মৃতদেহ গোমতী নদীর জলে ভাসে। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি বীরগঞ্জ থানার পুলিশকে জানানো হয়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে গোমতী নদী থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে।মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত মৃতদেহটির শনাক্ত করা যায়নি। গোমতী নদী থেকে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ মহিলার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডিজিটাল ক্ষেত্রে ভারতের সম্ভাবনা বিপুল ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর (হি. স.)।। ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ইন্ডিয়ান মোবাইল কংগ্রেসে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, ডিজিটাল ক্ষেত্রে ভারতের সম্ভাবনা বিপুল। আগামী তিন বছরের মধ্যে ভারতের প্রতিটা গ্রামকে হাই স্পিড ইন্টারনেটের আওতায় নিয়ে আনা হবে। দেশের সম্ভাবনাময় জেলাগুলির থেকে শুরু করে মাওবাদী প্রভাবিত জেলাগুলিতেও এই পরিষেবাকে নিয়ে যাওয়া হবে। এর আওতায় আনা হবে লক্ষদ্বীপকে। উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলোকে এর আওতায় নিয়ে আনা হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মোবাইল পরিষেবা প্রযুক্তি দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য একান্ত ভাবে প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে করোনা মহামারী কালে এই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে বহু মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া হয়েছিল। সমাজে প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষের কাছেও সরকারি পরিষেবাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে বিপ্লব হতে চলেছে আগামী দিনে তার উন্নতি সাধনের জন্য এখন থেকেই চিন্তা ভাবনা করা উচিত। মোবাইল প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে ভাল শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি বান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা যাবে। ওয়াই ফাই হটস্পট গুলিতে ইন্টারনেটের গতি বাড়ানোর জন্য গুরুত্ব দেওয়া উচিত। দেশবাসীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এখন থেকে ৫ জি পরিষেবা জন্য কাজ করা উচিত।

চাকরির সুযোগ হারাবেন না গণঅবস্থানে বসা ১০৩২৩ শিক্ষকদের পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। সুযোগ হারাবেন না, ১০৩২৩ শিক্ষকদের পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মঙ্গলবার মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী ১০৩২৩ শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, গণ অবস্থান আন্দোলন না করে বিভিন্ন শূণ্য পদে যে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে সেখানে আবেদন করার এবং পরীক্ষায় বসার জন্য প্রস্তুতি নিতে। যদি এভাবে আন্দোলন করতে থাকেন তা হলে অন্যকেউ চাকুরির সুযোগ নিয়ে নেবে। বিভিন্ন দপ্তরে প্রচুর শূণ্য পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

এদিকে, শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ গতকাল সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানান, রাজ্য সরকার ২৫০০ গ্রুপ সি এবং ১৫০০ গ্রুপ ডি পদের নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। তারপর আরও ৯৪৫টি গ্রুপ সি পদের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

অন্যদিকে, আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে চাকুরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের যৌথ আন্দোলন কমিটির গণ অবস্থান কর্মসূচি মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিনে পড়লো।

রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা থেকে প্রচুর সংখ্যায় চাকুরিচ্যুত শিক্ষক এই আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। তবে, এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের তরফ থেকে কোন ধরনের যোগাযোগ স্থাপন করা হয়নি আন্দোলনকারীদের সাথে।

বনধকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ কৈলাসহরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৮ ডিসেম্বর।। কৃষক বিরোধী বিলের প্রতিবাদে রাজধানী দিল্লিতে কৃষকদের আন্দোলনের সমর্থনে সারা দেশ ব্যাপী ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং বামপন্থী সংগঠন সিআইটিইউ এর ডাকা মঙ্গলবার বন্ধকে ঘিরে উত্তপ্ত কৈলাসহর। উভয় দলের কর্মীসমর্থকরাই দলীয় পতাকা হাতে রাস্তায় নামে।

বন্ধ ছিল দোকানপাট ছিলনা রাস্তায় কোন যানবাহন। কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে সকাল থেকেই কংগ্রেস ভবনের সামনে রাস্তায় চলাচল করা বিভিন্ন যানবাহন আটক করে। বিজেপি দলের পক্ষ থেকে জেলা শিল্প দপতরের অফিসে তালা খুলতে যায় তখন তখন কংগ্রেস কর্মীরা বাধা দিতে আসে সঙ্গে সঙ্গে দুই দলের মধ্যে মারাত্মক সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। ইট ও বোতল ছুরে মারে একে অপরের উপর। এরপর বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করে পরিবেশ স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। পাশাপাশি পাইতুরবাজার এলাকায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে বনধ-এর তেমন প্রভাব পড়েনি

আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.)।। কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে আহূত মঙ্গলবারের ভারত বনধ-এর প্রভাব ত্রিপুরায় তেমন পড়েনি। যানবাহন চলাচল প্রায় স্বাভাবিক ছিল। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজও খোলা ছিল। তবে, স্কুল-কলেজে এদিন উপস্থিতির হার অনেক কম ছিল। তেমনি, রাস্তায় যাত্রী সংখ্যা অন্যান্য স্বাভাবিক দিনের তুলনায় কিছুটা কম ছিল। কিন্তু, সরকারি অফিসে হাজিরা ছিল যথেষ্ট। শাসক-বিরোধী উভয় দল এ-দিন বনধ-এর পক্ষে-বিপক্ষে মিছিল বের করেছে। উভয় পক্ষই বনধ সাফল্য বলে দাবি করেছে।

এদিন সকালে নাগেরজলা বাস স্ট্যান্ডে যান চালকদের দেখে মনে হয়েছে ত্রিপুরায় বনধ পালিত হচ্ছে না। কিন্তু, বেলা যত গড়িয়েছে বড় যাত্রীবাহী গাড়ির সংখ্যা ততই কমেছে। সকালের দিকে অনেকেই স্ট্যান্ডে গাড়ি নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে ছোট গাড়ি বেশি যাতায়াত করতে দেখা গেছে। যান চালকদের দাবি, ত্রিপুরায় বনধ-এর ছিটেফোঁটাও নজরে আসছে না। অন্যান্য স্বাভাবিক

দিনের মতোই যান চালকরা স্ট্যান্ডে এসেছেন। গাড়িতে যাত্রীও রয়েছেন।রাজধানী শহর আগরতলায় কিছু দোকানপাট সকালের দিকে খুলেনি। কিন্তু বেলা বাড়ার সাথে সাথে সেই সব দোকানপাট খুলতে শুরু করে। কিছু জুয়েলারি দোকান এদিন পুরো ঝাঁপ ফেলে রেখেছে। এছাড়া জামা-কাপড়, প্রসাধনী ইত্যাদির দোকান অনেকটাই খোলা। রাজধানী আগরতলায় অটো, প্যাডেল রিকশা অন্যান্য দিনের মতোই স্বাভাবিক ভাবে রাস্তায় চলাচল করছে। তবে, কোলাহল অনেকটা কম ছিল আজ।

অবশ্য, প্রত্যন্ত এলাকা অনেকটা জনশূন্য হয়ে রয়েছে। বিভিন্ন বাজার আজ খুলেনি। ধলাই জেলায় সবচেয়ে বেশি প্রভাব দেখা গেছে। এছাড়া অন্য জেলায় মানুষের চলাফেরা দেখা যাচ্ছে ঠিকই। কিন্তু, স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটাই কম। বিশেষ প্রভাব পড়েছে এডিসি সদর খুমুলুঙে। এডিসি-র প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন দফতরে এদিন কর্মচারীদের হাজিরা অনেকটা কম ছিল।

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৬১ ▫ ৯ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ▫ ২৩ অগ্রহায়ণ ▫ বুধবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

কেন্দ্রের বিলম্বিত বোধোদয়

কেন্দ্র-রাজ্য সুসম্পর্ক বজায় রাখিতে হইলে কেন্দ্রীয় সরকারকে সদর্থক ভূমিকা পালন করিতে হইবে। রাজ্যগুলিকে একতরফাভাবে দোষারোপ করিল গণতন্ত্রকে কোনদিনই শক্তিশালী করিতে পারিবে না। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের সম্মিলিত প্রয়াসই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী রূপ দিতে পারে। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র। এটা নিঃসন্দেহে গর্বের। কাঠামোর দিক থেকে আমাদের রাষ্ট্র ফেডারেল চরিত্রের। অনেকগুলি রাজ্যকে নিয়া একটি শক্তিশালী কেন্দ্র। এই ব্যবস্থার ভিত্তি হইল বহু দলীয় নির্বাচন ব্যবস্থা। সংসদ হইল সবার উপরে। ক্ষমতাসীন হয় সেই দল বা জোট যে বা যাহারা সবচেয়ে বেশি আসনে জয়ী হয়। যেমন দ্বিতীয় মোদি সরকার গঠনের সময় প্রধানমন্ত্রীর দল একাই অর্ধেকের বেশি আসন পাইয়াছিল। সঙ্গে এটাও মনে রাখিতে হইবে, শাসক দল ভোট পাইয়াছিল কিন্তু মোট প্রদত্ত ভোটের অর্ধেকের অনেক কম। কিন্তু তাহাতেও সরকার গড়িতে এবং পরিচালনা করিতে আইনত কোনও সমস্যা হয়নি, হওয়ার কথাও নয়। তত্ত্বগতভাবে এমন সরকারকে কোনওভাবে সংখ্যালঘু, এমনকী বিপজ্জনকও মনে করা যাইবে না। বরং সদিচ্ছা থাকিলে এমন সরকার অনেক জনমুখী পদক্ষেপ করিয়া দেশবাসীর মন জয় করিয়া নিতে পারে। কারণ, ভারতের প্রতিটি সরকার সমস্ত ব্যাপারে সংসদের কাছে দায়বদ্ধ। প্রতিটি সিদ্ধান্তগ্রহণমূলক পদক্ষেপের জন্য সরকারকে সংসদের অনুমোদন নিতে হয়। এটাই ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। এটাকে বলে 'চেকস অ্যান্ড ব্যালান্স' প্রক্রিয়া। প্রবল প্রতাপশালী সরকারও এই সাংবিধানিক ব্যবস্থা এড়াইয়া চলিতে পারে না। আর এখানেই বিরোধীদের গুরুত্ব। সংসদে অনুষ্ঠিত নানারকম বিতর্কে অংশ নিয়া এবং স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলির সদস্য বা কর্তা রূপে বিরোধী সদস্যরা সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারেন। এ তাঁহাদের অধিকার। প্রত্যক্ষভাবে সরকারের অংশ না-হইয়াও তাঁহারা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে পারেন, দেশগঠনে বিরোধীদের এই ভূমিকা অনবদ্য।

কিন্তু সমস্যা হইল শাসকরা বেশিরভাগ সময়েই ক্ষমতার দম্ভে তাঁহাদের এই সাংবিধানিক দায়বদ্ধতার কথাটি বিস্মৃত হইয়া যান। ভুলে যান তাঁহারা ক্ষমতাসীন বটে, কিন্তু দেশের সব মানুষের, এমনকী অর্ধেকের বেশি মানুষের সমর্থন তাঁহাদের প্রতি নয়। যাঁহারা শাসক দলকে সমর্থন করেননি দেশটা তাঁহিদেরও, তাঁহাদের মত এবং চাওয়া-পাওয়ার মূল্যও সমান। শাসকের উচিত বিরুদ্ধস্বরের প্রতিও সমান শ্রদ্ধাশীল থাকা। পরিতাপের বিষয়, মোদি সরকারও সংবিধানের এই অন্তর্নিহিত নির্দেশ বারবার অস্বীকার করিয়াছে। এর খতিয়ান দীর্ঘ। সে অন্য প্রসঙ্গ। তবে এই মুহূর্তে দু'টি জ্বলন্ত সমস্যার কারণ মোদি সরকারের ওই নেতিবাচক ভূমিকা। একটি হইল নয়া কৃষি আইনের জেরে কৃষক বিদ্রোহ। অন্যটি হইল বেহাল অর্থনীতি। বেহাল অর্থনীতির পীড়নে রাজ্যগুলিও যে সমান ক্ষতবিক্ষত হইতেছে। ঘুরে দাঁড়াইবার জন্য রাজ্যগুলির একটি ন্যায্য দাবি ছিলজিএসটি ক্ষতিপূরণ সময়মতো মিটাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু মহামারীর দোহাই দিয়া অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন দায়িত্বটি নানাভাবে পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাতে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে রাজ্যগুলি, বিশেষ করিয়া এনডিএ-বিরোধীরা। তাহাদের লাগাতার দাবির পর কেন্দ্র আংশিক জিএসসি ক্ষতিপূরণের অর্থ দিয়া বলিয়াছিল, এর অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হইলে রাজ্যগুলিকেই ঋণ করিতে হইবে। কেন্দ্রকে বোঝানো যাইতেছিল না কেন্দ্র যত সহজে ঋণ করিয়া সামাল দিতে পারে রাজ্যগুলির সেই সাংবিধানিক ক্ষমতা নেই। রাজ্য সরাসরি ঋণ করিলে তাহাকে অনেক বেশি আর্থিক দায় বহন করিতে হয়।

এই নিয়ে দীর্ঘদিন জলঘোলা হওয়ার পর অবশেষে অর্থমন্ত্রী দ্বন্দ্বটি মেটাতে রাজি হইয়াছেন। রাজ্যগুলির ন্যায্য প্রাপ্য জিএসটি ক্ষতিপূরণের টাকা মিটাইতে কেন্দ্রই এবার ঋণ নেবে। দেশের সবক'টি রাজ্য এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইল। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক এবং আর্থিক ক্ষেত্রের জন্য এই খবর স্বস্তিদায়ক। কেন্দ্রের উচিত ছিল আগেই এই বাস্তবোচিত পদক্ষেপটি করা। তাহা হইলে আর্থিক পুনর্গঠনের কাজে রাজ্যগুলি আরও ভালো পারফর্ম করিতে পারিত। দেরিতে হইলেও মোদি সরকারের এই বোধোদয়কে স্বাগত। কৃষি বিলের ব্যাপারেও সরকার নরম হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট আইনগুলি আংশিক সংশোধনে রাজি হইয়াছে তাহারা। যদিও 'কৃষকের স্বার্থ-বিরোধী' আইনগুলি পত্রপাঠ বাতিলের দাবিতে এখনও অনড় আন্দোলনকারীরা। পরিস্থিতি ক্রমে ঘোরালোই হইতেছে। বিরোধী মতের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকিলে পরিস্থিতি এতটা খারাপ হইতো না। এত বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে সংসদের মাধ্যমে বিরোধীদের মতামত গ্রহণই ছিল উপযুক্ত পদক্ষেপ এখনও উপায় আছে, বিরোধীদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সরকার এমন পদক্ষেপ করুক যাহাতে কৃষকদের প্রতিবাদ সম্মানিত হয়, ভারতীয় অর্থনীতির সবচেয়ে ভরসাস্থল কৃষিও স্বাভাবিক বিকাশের রাস্তাটি ফিরিয়া পায়। একথা অস্বীকার করা করা যাইবে না যে ,দেশেরর কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত না হইলে দেশ উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না। এ কথা মাথায় রাখিয়াই সরকার এবং কৃষকদের অগ্রসর হইতে হইবে। এক্ষেত্রে উভয় পক্ষকেই নরম মনোভাব পোষণ করিতে হইবে।

হলদিয়া পৌরসভার কাউন্সিলরদের নিয়ে বৈঠক করলেন পুরমন্ত্রী

কলকাতা, ৮ ডিসেম্বর (হি. স.): হলদিয়া পৌরসভার কাউন্সিলরদের মন বুঝতে মঙ্গলবার জরুরী বৈঠক ডেকেছিলেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।এদিন তৃণমূল ভবনে হলদিয়া পুরসভার ২৩ জন কাউন্সিলর এবং পুরসভার চেয়ারম্যান শ্যামল আদক ও উপ পৌরপ্রধান সুধাংশু মন্ডলের উপস্থিতিতে বৈঠক হয়।

পুরসভা নির্বাচন কবে হবে তার দিনক্ষণ আগামী ১০ দিনের মধ্যে জানাতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। এর মধ্যেই শুভেন্দু অধিকারীর দল বিরোধী ব্যবহারের পর কার্যত নির্বাচনের আগে কিছুটা চাপে পড়ে গিয়েছে রাজ্যের শাসক দল। সেই কারণে চারিদিকের অবস্থা বুঝে নিতে এদিন বৈঠক ডাকলেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সূত্রের খবর, এদিনের বৈঠকে কাউন্সিলরদের সঙ্গে আধ ঘন্টা বৈঠক করেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এখানে তিনি তাদের সাফ জিজ্ঞেস করেন, এই মুহূর্তে তারা দলে থাকছেন নাকি অন্য দিকে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করছেন। কারণ বর্তমান পরিস্থিতিতে যেভাবে একের পর এক নেতা মন্ত্রী দল বিরোধী কথাবার্তা বলছেন তাতে নির্বাচনের আগে জল মেপে নিতে চাইছে রাজ্যের শাসক দল।

অন্যদিকে বৈঠক শেষে উপ পৌরপ্রধান সুধাংশু মন্ডল জানান, 'সব কাউন্সিলর এসেছেন। আমরা জানিয়েছি আমরা দিদির অনুগামী। কেউ কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত অনুগামী নই। দলের বাইরে যদি কেউ যায় সেখানে আমরা নেই'।

কৃষি আইনের প্রতিবাদে বনধের সমর্থনে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে রাস্তা বন্ধ করে চলছে খেলা

কলকাতা, ৮ ডিসেম্বর (হি স) : দেশজুড়ে কৃষি আইনের প্রতিবাদে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে কৃষক সংগঠনগুলি। পাশাপাশি ধর্মঘটের আঁচ এসে পড়েছে খাস কলকাতাতেও। কৃষি আইনের প্রতিবাদে বনধের সমর্থন জানিয়ে ধর্মঘট পালন চলছে যাদবপুরেও। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে রাস্তা বন্ধ করে বিভিন্ন খেলা করছে পড়ুয়ারা।

কৃষি আইন নিয়ে বেশ কয়েক দিন ধরেই উত্তপ্ত দিল্লি। কিছুদিন আগেই কৃষি আইনের প্রতিবাদে পথে নেমেছিল কৃষক সংগঠন। এরই মাঝে ফের মঙ্গলবার কৃষি আইনের প্রতিবাদে ভারত বনধের ডাক দিয়েছে কৃষক সংগঠনগুলি। কৃষক সংগঠনগুলির সেই বনধকে সমর্থন জানাচ্ছে বাম কংগ্রেস। আর সেই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে কলকাতার বেশ কিছু জায়গায় মিছিল, মিটিং চলছে। এমনকি কৃষি আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে প্রতিবাদ জানায় রাজ্যের শাসক দলও। অন্যদিকে এদিন বনধের সমর্থনে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সামনের রাস্তা বন্ধ করে গাড়ি যাতায়াত আটকে ক্রিকেট কেরাম নানান ধরনের খেলায় মেতে ওঠে পড়ুয়ারা।

রাজনীতিকদের এত ঔদ্ধত্য আসে কীভাবে

অশোক সেনগুপ্ত

আবার বিতর্কের মুখে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। এবার সরাসরি আক্রমণ হেনেছেন সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে। অশালীন, উদ্ধত উক্তি করেই ক্ষান্ত হননি। প্রবল বিতর্কের পরেও 'বেশ করেছি বলেছি' গোছের মনোভাব। সামাজিক মাধ্যম এ কারণে দু'দিন ধরে উত্তাল। কিন্তু মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত আপত্তি জানিয়েছেন আমার জানা মাত্র তিন জন রাজনীতিক। বিজেপি-র, বাবুল সুপ্রিয় এবং অমিত মালব্য। আর নবীন বনমন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জী, এই মুহূর্তে দলে যাঁর অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন, মহুয়া মৈত্রর 'অসভ্যতার' সমালোচনা করেছেন। এ ছাড়া তৃণমূল কংগ্রেসের দুই বরিষ্ঠ সদস্য কুণাল ঘোষ এবং বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল। আদতে এঁরা দু'জনই প্রাক্তন সাংবাদিক, আমাদেরই পেশার। কিন্তু মঙ্গলবার তৃণমূল ভবনে প্রেস কনফারেন্সে প্রবীণ মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় কৌশলে প্রতিক্রিয়া এড়িয়ে গিয়েছেন। তবে দিন শেষে মুখ্যমন্ত্রীর জবাব, প্রেসের সম্মান আছে-ওঁরা মানুষকে সাহায্য করে! লেখার শুরুতে 'আবার বিতর্কের মুখে' কথাটা লিখলাম কারণ এর আগে অন্তত তিনবার বিতর্কের মুখে পড়েছিলেন মহুয়া। সেগুলোর প্রসঙ্গ এনে লেখার কলেবর বাড়ালাম না। এবারের ঘটনাটার উৎসটা কী? আসলে ভোট যত এগিয়ে আসছে নদিয়ায় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তত প্রকট হচ্ছে। রবিবার গয়েশপুরে করিমপুর ২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সম্মেলনে মেজাজ হারিয়ে সংবাদমাধ্যমকে আক্রমণ করেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র। নদিয়া জেলা তৃণমূল সভানেত্রীর দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে প্রতি মাসে জেলার বিভিন্ন বুথের কর্মীদের নিয়ে সম্মেলন করছেন তিনি। এমন একটি সম্মেলনে দলীয় কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন মহুয়া। আর সেখানেই আপত্তিকর ভঙ্গীতে সংবাদমাধ্যমকে কটূক্তি করেন। সহকর্মীদের বলেন, "দু পয়সার প্রেস, সরা ওদের; কে ডাকে ওদের"। সভা থেকে সাংবাদিকদের বার করে দেন। দলের আভ্যন্তরীণ বিষয় সংবাদমাধ্যম কেন ঢুকবে? দলীয় বৈঠকে সংবাদমাধ্যমকে ঢোকার অনুমতি কে দিয়েছেন, জানতে চান দলের নেতা-কর্মীদের কাছে। উদ্যোক্তাদের উদ্দেশে বলেন, "কে এই দু'পয়সার প্রেসকে ভেতরে ডাকে? কর্মী বৈঠক হচ্ছে। আর সবাই টিভিতে মুখ দেখাতে ব্যস্ত। আমি নির্দেশ দিচ্ছি, প্রেসকে সরান!" মহুয়ার সেই বক্তব্যই রেকর্ড করা হয়। যা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তৃণমূল সাংসদকে কটাক্ষ করা শুরু করেন অনেকে।

প্রবল আলোড়ণের পর তাঁকে বয়কটের ঘোষণা করেছে একাধিক নামী চ্যানেল। মহুয়াকে প্রচারমাধ্যমের সর্বস্তরে বয়কটের ডাক দেওয়া হয়েছে। 'জি ২৪ ঘন্টা'-র তরফে মৌপিয়া নন্দী প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন, "আমরা মহুয়া মৈত্রের ঔদ্ধত্যের প্রতিবাদে তাঁকে বয়কটের সিদ্ধান্ত নিলাম। জনগণের করের টাকায় নেতা-নেত্রীদের কোটি টাকার সিকিউরিটি গার্ড তুলে নিলেই ভুল বকা উবে যাবে। এই সব নেতা-নেত্রীদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠুক সারা বাংলার সাংবাদিকরা।" ইতিমধ্যে তাঁকে বয়কটের ঘোষণা করেছে 'কলকাতা টিভি' ও সিএন চ্যানেল। প্রতিবাদ জানিয়েছে সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠন। প্রতিবাদী সংগঠনের সংখ্যা বাড়ছে। সোমবার দিনভর হইচইয়ের পর সন্ধ্যাতেই সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্টের মাধ্যমে ব্যঙ্গ করে ক্ষমা চান মহুয়া। তাতে অনেকটা আগুনে ঘিয়ের কাজ করে। টুইটার বা হোয়াট্‌সঅ্যাপ ডিপি-তে; তিনি 'ক্ষমা' চাইলেও তাঁর মন্তব্য যে 'সঠিক'; সে কথাও স্পষ্ট জানান তিনি। অর্থাৎ নিজের মন্তব্যে অনড় থাকেন।

তার পরেই, সোমবার রাতের পর সামাজিক মাধ্যম ছেয়ে যায়; "তুই দু পয়সার সাংসদ" ছবিতে। কলকাতা প্রেস ক্লাব সোমবারই মহুয়ার আচরণের প্রকাশ্য প্রতিবাদ জানায়। ঔদ্ধত্যের সীমা ছাড়িয়ে মহুয়া সেই প্রতিবাদ নিয়ে র্রকাশ্যেই প্রশ্ন তোলেন।

মহুয়াকে একহাত নিয়েছেন টলিউড পরিচালক কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। ফেসবুকে একটি পোস্ট করে পরিচালকের মন্তব্য, "উপার্জনের 'দু পয়সা' তোলাবাজির দু কোটির থেকে অনেক দামি।" সাংবাদিকদের পাশে দাঁড়িয়ে পরিচালকের এমন মন্তব্যে অনেকেই সমর্থন জানিয়েছেন।

বরিষ্ঠ সাংবাদিক দেবাশিস দাশগুপ্ত প্রশ্ন তুলেছেন, "মহুয়ার অসভ্যতা নিয়ে বুদ্ধিজীবীরা চুপ কেন? দুই পয়সার তৃণমূল সাংসদ মিডিয়াকে দু"পয়সার প্রেস বলছেন। কলকাতা প্রেস ক্লাব তার নিন্দা করায় আবার সাংবাদিকদের মান নেমে যাচ্ছে বলে জ্ঞান দিয়েছেন। এরপরও শাসক দলের অনুপ্রাণিত বুদ্ধিজীবীরা মুখে কুলুপ এঁটে বসে রয়েছেন। আর কৌশিক সেন, অপর্ণা সেন, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তরাই বা চুপ কেন?"

আর এক বরিষ্ঠ সাংবাদিক অরূপ কালী 'মহুয়া এবং সোজাসাপটা' শিরোনামে লিখেছেন, "কথায় অহংকার। কথায় অন্যকে অবজ্ঞা। কথায় অন্যকে অপমান। না তারপরেও অনুতপ্ত নন। নিজের কু কথায় অনড় মহুয়া মৈত্র। প্রশ্নটা ঠিক এখানেই। সাংবাদিকদের অপমান কী প্রথম তৃণমূল এর এই সাংসদ করলেন? একেবারেই নয়। বিগত কয়েক বছরে সাংবাদিকদের অপমান সহ্য করা গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। নেতা, নেত্রীদের প্রশ্ন অপছন্দ হলে, অবলীলায় অন্য 'দলের ' বলে দেগে দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিককে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেক সময় লাল চোখ দেখানো হয়েছে। রিপোর্ট অপছন্দ হলে সোজা সংবাদমাধমের মালিকের কাছে ফোন গিয়েছে। সঙ্গে দাবি, অমুক রিপোর্টারকে আর পাঠানো চলবে না। চলছে, এভাবে চলছে। মহুয়ার দুই পয়সার সাংবাদিক মন্তব্য সেই মানসিকতার প্রতিফলন। দমিয়ে রাখার চেষ্টা। সংসদে বক্তব্যের পরে তৃণমূলের এই সংবাদ ছুটে বেড়িয়েছেন বিভিন্ন চ্যানেলে। জানিনা দাম মেপে সেখানে গিয়েছিলেন কিনা। তবে কেন্দ্র বিরোধিতার মুখ হিসেবে যখন তুলে ধরা হচ্ছিল, উপভোগ করছিলেন। বিরক্তি ছিল না, হাসি মুখে উত্তর দিচ্ছিলেন। নিজেকে কীভাবে প্রচারে রাখতে হয় ভালো জানেন সাংসদ। আদর্শের বিষয়টি গৌণ। তাই দলবদল অনায়াসে করতে পারেন। উদার মানসিকতা, তৃণমূলে থেকে রাজ্য সভাপতিকে ফোন করে নিজের দলের বিধায়ককে বিজেপিতে নেওয়ার অনুরোধ করতে পারেন।

মহুয়া মৈত্রর বক্তব্যের সমালোচনা হচ্ছে। হওয়া উচিত. কিন্তু উনি এতো বড় নেত্রী নন, অনবরত আলোচনা চলতেই থাকবে. রাজ্য রাজনীতির বইতে একটি লাইন ওনার জন্য বরাদ্দ থাকবে না।

প্রতিবাদটা জরুরি। আশা করি মহুয়ার বক্তব্যের প্রতিবাদেই বিষয়টি থেমে থাকবে না. প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিবাদ হবে। প্রতিবাদের আমরা গু ওরা নয়। কারোর কথায় নিজের দাম ধার্য্য করতে পারলাম না।"

অসংখ্য প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নজর কেড়েছে জি এবং আনন্দবাজার প্রিকার প্রাক্তন সাংবাদিক, দিল্লি বিশ্ববিথ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত মনুজেন্দ্র কুন্ডুর লেখা। তিনি লিখেছেন, "মাননীয়া সাংসদ, সবাই আপনাকে ধিক্কার-টিক্কার দিচ্ছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি মনেই করি না, আপনি কোনো দোষ করেছেন। ঠিকই করেছেন। কারণ, আপনি তো দেখেছেন, বুঝেছেন এবং বিশ্বাস করেছেন সেই অমোঘ নিদানগুলো: ''আনন্দবাজার পড়বেন না, টেলিগ্রাফ পড়বেন না, গণশক্তি পড়বেন না। এবিপি আনন্দ দেখবেন না। ২৪ ঘণ্টা দেখবেন না।'' বেশি দিনের কথা তো নয় এগুলো। সবাই ভুলে গেলেও আপনি কিন্তু ভোলেননি। আপনি ভোলেননি যে কী ভাবে সরকারি গ্রন্থাগারগুলো থেকে দৈনিকগুলো অনেক দিন ধরে প্রত্যাহৃত হয়েছিল।

তখন আপনি কোথায়? কেই-বা জানত আপনার কথা! কিন্তু আপনি অদৃশ্য থেকেও শুনেছেন। মনে রেখেছেন। আপনার প্রখর স্মৃতিশক্তি এবং সেই সব অমোঘ বাণীগুলো আত্তীকরণ এবং আত্মীকরণের শক্তি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আপনাকে সাধুবাদ জানানো ছাড়ানো আজ আমাদের আর কী-ই বা করণীয়, বলুন। ঠিকই বলেছেন। সাংবাদিকেরা, শুধু সাংবাদিকরাই কেন, অধ্যাপক অম্বিকেশ, ছাত্রী তানিয়া, চাষি শিলাদিত্য, ''রাত-পসারিণী'' সুজেট--এঁরা, এঁদের মতো সব্বাই দু''পয়সারই।

শুধু বলছিলাম, আজ যাঁদের জন্য আপনারা ভারত বনধ সমর্থন করছেন, তাঁরা কি দু''পয়সার বেশি? আসলে তাঁরা আপনাদের কাছে গুরুত্ব পাচ্ছে কি না। তাই ভাবলাম, হয়তো তাঁদের দাম দু''পয়সার চেয়ে কিঞ্চিতবেশি। আজকাল সব গুলিয়ে যায়। তাই ঠাহর করতে হিমশিম খেয়ে যাই কি না। কিছু মনে করবেন না। আপনি ঠিকই করেছেন। ঠিকই করে আসছেন আপনারা। ''পরিবর্তনের'' ১১ বছর ধরে। আপনারা এগিয়ে যান। আমরা আপনাদের ছয়ের পাতায়

বাইডেনের বিজয় এক বিস্ময়কর ম্যাজিক

দীপক ঘোষ

বাইডেনের বিজয় কি কোনো বিস্ময়কর ম্যাজিক? নাকি তার চেয়েও বেশি কিছু? বলা হচ্ছে, এটা কেবল ভোটার ফ্রড কিংবা ইলেকট্রল সিস্টেম ফডের ব্যাপার নয়! তাহলে কি বিরাট ক্রাইম? পুরো আমেরিকাকে বোকা বানিয়ে, Dominion Machinc ব্যবহার করে ২০২০-এর ওরা নভেম্বর, মঙ্গলবার, সুপারপাওয়ার আমেরিকায় যে জেনারেল ইলেকশন অনুষ্ঠিত হল, বিশ্বের ইতিহাসে আজ অবধি তার জুড়ি মেলা ভার। আমেরিকান ত্যাটি এবং প্রাক্তন ফেডারেল প্রসিকিউটর সিডনি পাওয়েল, সব সুয়িং স্টেটে ভোট অনিয়মের ধরনধারণ যাচাই করে সেই রকমই জানিয়েছেন। পাওয়েল রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাট, দুই ধরে। সুদীর্ঘ তার অভিজ্ঞতা। বলেছেন, নির্বাচন নিয়ে এতবড় প্রতারণা ইতিহাসে এর আগে কেউ কখনো দেখেননি।

পাওয়েল সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন, টেকনোলজিতেত্ত পছন্দের উপস্থিতি বেদনাদায়কভাবে বিস্ময়কর। কোথাও কোথাও অ্যাবসেন্টি কিংবা মেইল- ইন ব্যালটের এনভেলপ যতগুলো এসেছে, ভোটের সংখ্যা তার দ্বিগুণ, তিনগুণ, এমনকী আরো বেশি। পাওয়েল বলেছেন, এই পাথরের নীচে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে রিপাবলিকান দলের ভোট। ৪ঠা ডিসেম্বর নিউইয়র্ক থেকে নতুন ব্যালট এসেছে পেনসিলভেনিয়ায়। মিশিগানেত্ত কোথাও কোথাও বাইডেনের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ৯৯.৪ শতাংশ, সেখানে ট্রাম্পের ০.৬। এছাড়াও বহু বিচিত্র অনিয়ম প্রত্যক্ষ করেছেন অজস্র পোল ওয়াচার। যাদের নানারকম ভয়ভীতি দেখিয়ে ভোট সেন্টার থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শী রয়েছেন শত শত সাধারণ ভোটারও। ব্যালট বহনকারী ট্রাক ড্রাইভাররা। পোস্টাল সার্ভিসের কর্মচারীরা। যারা এখন সুয়িং স্টেটগুলোর স্টেট লেজিসলেচারদের সামনে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য দিতে শুরু করেছেন।

ভোটের হিসেবনিকেশেও গরমিল ব্যাপক। ট্রাম্প ২০১৬-য় ৬৩ মিলিয়ন ভোট পেয়ে ৩০৬টি ইলেকট্রল কলেজ জিতেছিলেন। ২০২০-তে পেয়েছেন ৭৪ মিলিয়নের বেশি। কারো কারো কথায়, সংখ্যাটা ৭৫ মিলিয়ন। যাই হোক, ওবামা ২০১২-য় ৬৭ মিলিয়ন ভোট পেয়ে ল্যান্তযাইড বিজয় অর্জন করেছিলেন। তিনি কৃষ্ণাঙ্গদের ৯৮শতাংশ এবং ল্যাটিনোদের ৭১ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। ট্রাম্প ২০১৬-য় ৮ শতাংশ ব্ল্যাক ভোট এবং ৩২০ লাভ করেছিলেন ল্যাটিনোদের কাছ থেকে। ২০২০-তে ১৩ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গ এবং ৩৭ শতাংশ ল্যাটিনোরা সমর্থন জানিয়েছেন

সিটিং প্রেসিডেন্টকে। এছাড়াও তার পক্ষে সাপোর্ট রয়েছে সব ধরনের ছোট ছোট ব্যবসায়ী, খনির দিনমজুর আর তৃণমূল মানুষের। শহরতলির খেটেখাওয়া সিংহভাগ নারীপুরুষের সমর্থনও তার দিকে।

সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট বাইডেনবেশিরভাগ ভোট পেয়েছেন ধনীক শ্রেণির আর এলিট সমাজের। টেকনোক্রন্যাট, ব্যুরোক্র্যাট, মাস মিডিয়া আর ধনী ব্যবসায়ীদের শতভাগ সমর্থন রয়েছে তার দিকে। কিন্তু ওবামার থেকে ২১২টি কাউন্টিতে অনেক ভোট পাওয়া সত্বেও বাইডেনের ভোট সংখ্যা ৮০ মিলিয়ন পৌছলো কী করে, এই জিজ্ঞাসার উত্তর স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যানালিসিসে কিছুতেই মিলছে না। কারা এই মিলিয়ন মিলিয়ন শুরু হয়েছে তদন্ত। কারণ এক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যতটা না গুরুত্বপূর্ণ, তার চাইতে বেশি জড়িত মার্কিন জনগণের নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন। তাই জবাব জানার প্রত্যাশা কেবল ৭৯ শতাংশ রিপাবলিকানদের নয়, ৩৫ পার্সেন্ট ডেমোক্র্যাটদেরও। তাঁরা সবাই জানতে চান, এই বিস্ময়কর সৃষ্টির পিছনে কাদের কী ভূমিকা রয়েছে। কোন উদ্দেশ্য আর অভিপ্রায় থেকে ভোটিং সিস্টেমে এমন বিপর্যয় ঘটানো হওয়ার পরেও কেন তারা সাক্ষ্য দিতে এতটা উদগ্রীব হয়েছেন? জবাবে প্রত্যেকেরই উত্তর ছিল- এটা রিপাবলিকান কিংবা ডেমোক্র্যাট দলের জয়-পরাজয়ের বিষয় নয়। চোখে যা দেখেছি তার নেগেটিভ প্রভাব আরও অনেক গভীরে। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হয়, স্বচ্ছ এবং সঠিকভাবে জনগণের ভোটাধিকার স্বীকৃতি পায়, সে কারণেই সবকিছু পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। তাদের সবার কথায় এটা স্পষ্ট, ইলেকশনে ভোটিং সিস্টেম নিয়ে সাধারণ মানুষের উদ্বিগ্নতা বাড়ছে। এবারের নির্বাচনের ফলাফলে আস্থা নেই বিরাট সংখ্যক মানুষের। অনেক ভোটার অভিযোগ করেছেন, তাদের নামে অবৈধ ভোট অন্যরা দিয়েছেন এমন ষ্টান্তের অভাব নেই। প্যাট্রিক জে বুকানন, প্রায় দুই যুগ আগে তীর বিখ্যাত গ্রন্থ The Death of the west' এ লিখেছিলেন--- The west is dying collapsing birth rates in Europe and U.S coupled with population explosions in Africa, Asia and Lation America are set to cause cataclysmic shifts in world power, as unchecked immigration swamps and polanizes every westem society and cations.

বুকানন তিনজন মার্কিন প্রেসিডেন্টের সিনিয়র উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে নমিনেশন পেতে প্রতিযোগিতা করেছেন দু''বার। কিন্তু বুকাননের ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জ এখানে আলোচ্য বিষয় নয়। আমেরিকা তার গভীর থেকে থার্ড ওয়ার্ল্ডআমেরিকা'' হয়ে উঠছে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে, এই বাস্তবতা অস্বীকার করার উপায় নেই আজ। গোয়েন্দা বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ, সব ধরনের মিডিয়া থেকে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, ব্যরোক্র্যাট থেকে টেকনোক্র্যাট সবার ক্ষেত্রেই সেটা প্রযোজ্য। সেই ভবিষ্যতেরও ছবি এঁকেছিলেন, যখন আমেরিকান ডেমোক্র্যাসি, নাগরিকের ব্যকতস্বাধীনতা, সততা, সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং নৈতিক আদর্শের অবসান হতে হতে এক নতুন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। ২০২০- এর নির্বাচনের পরেও প্রশ্ন নতুন যে ডেমোক্র্যাটিক দলটি নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্র আদর্শ আসলে কোনটি? প্রগতিবাদ? সমাজতন্ত্র? ধনতন্ত্র? ফ্যাসিজম? কম্যুনিজম? নাকি বিশৃঙ্খলাবাদ? স্টানফোর্ড ইউনিভাসিতটির স্কলার, ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডসহ অন্যান্য পুরস্কার ভূষিত ভিক্টর ডেভিড হ্যানসনের নতুন ডেমোক্র্যাটিক দল সম্পর্কে তাই মন্তব্য ছিল No party has ever been so radiacal !

একুশ শতকের মার্কিন রাজনীতিতে সবচাইতে প্রভাবশালী এবং কার্যকরী ভূমিকা রয়েছে বিভিন্ন নিউজ মিডিয়া এবং ক্ষমতাশালী বিগ টেক আর বিগ ব্যাঙ্কের।মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করায়, বিরতিহীন অপপ্রচার চালিয়ে যাওয়ায় মিডিয়া যেমন হাইলি ট্রেইনড, তেমনি হাই টেকও সিদ্ধহ, ভোটিং সিস্টেমকে সফটওয়্যারের কারসাজিতে বদলে ফেলায়। সিলিকন ভ্যালির বিলিয়োনেয়ারদের সেই সক্ষমতা রয়েছে, যারা ইচ্ছে করলেই প্রকাশিত সংবাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারেন। আমেরিকান জার্নালিজম এক যুগ ধরে পলিটিক্সের গুদামধরে বন্দি। সেখানে সুস্থ অক্সিজেন প্রবেশের সুযোগ নেই কোনো। ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে মিথ্যা সংবাদকে সত্য নেই। পাবলিকের অগোচরে নির্বাচনের ফলাফল পছন্দমতো নির্ধারণ করায়, প্রতারণার জাল ছড়িয়ে প্রমাণ লোপাট করা কৌশল টেকনোক্রযাটদের রপ্ত। ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার তথ্য র প্রফেসর রমেশ শ্রীনিবাস, একে সরকারের ডেমোক্র্যাটিক সিস্টেমের বিরুদ্ধে এক ভয়ঙ্কর হুঁশিয়ারি বলে মনে করছেন।

২০১৯. এর জুলাই, মাসে ভুরি বালাই ডক্টরেট, Ariflcial Intelligence এর ওপর ১৫টি বইয়ের লেখক, গবেষক, সাংবাদিক এবং আচরণ মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক রবার্ট এপস্টিন তার গবেষণায় দেখিয়েছিলেন, ২০১৬-য় প্রেসিডেনসিয়াল ইলেকশনে উন্নত প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে কীভাবে, কতটা পরিমাণ ভোট হিলারি কন্টনের নামে শিফট করেছিল গুগল। সংখ্যাটা ছিল ২.৬ মিলিয়নের বেশি। একটি রাজনৈতিক দলের প্রতি টেকনোলজি কোম্পানিগুলোর, মাস মিডিয়ার এভাবে পক্ষপাতিত্ব করা, পড়া যুক্তরাষ্ট্রকে ক্রমশ তৃতীয় বিশ্বের সব ধরনের চরিত্রের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সিলিকনভ্যালির হাতে গোনা কয়েকজন বিলিয়োনেয়ার মার্কিন অর্থনীতির ট্রিলিয়ন স্বার্থে ছড়ি ঘোরাচ্ছেন সর্বত্র। অথচ কোনো হয়না।

এমন পরিস্থিতিতে শত শত বছর ধরে অর্জিত, সংস্কৃত এবং চরিত গণতন্ত্র কতটা অনিরাপদ অবস্থায় চলে যেতে পারে, তাই খেয়ে ত্তলেগেছেন, তাদের আগের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার। ২০১৯-এর জুলাইতে সিনেট জুডিশিয়ারি কমিটিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরে এপস্টিন তখনই তাই বলেছিলেন In 2020 Election if all these companies are supporring the same candidate, there are 15 million votes on the line that can be shifred without people's knowledge and without leaving a paper trail for authorities to trace. রিপাললিকান সিনেটররা অভিযোগ তুলেছেন যুক্তরাষ্ট্রকরে বদলে ফেলার চক্রান্ত চলছে। সেটা কেউ করছেন সম্পূর্ণ সচেতনভাবে সুদুরপ্রসারী এজেন্টা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে। কেউ অচেতনভাবে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার অভিপ্রায় থেকে কিন্তু সুপার পাওয়ার আমেরিকাকে দুর্বল করার পলিসি সত্যি কি কোনো শুভ পরিণতি বয়ে আনবে আমেরিকার জন্য? নাকি গোটা বিশ্বকেই উত্তপ্ত অস্থিরতার পথে ঠেলে দেবে? জোসফ বাইডেনের অ্যাডমিনিস্টেশনে বিগ মিডিয়া আর হাইটেকের প্রতিনিধিরা যাতে বিশেষ বিশেষ জায়গা পান, সেই নির্দেশ দুর্বল ব্যক্তিত্ব বাইডেনকে ইতিমধ্যেই, দেওয়া হয়েছে। ওবামা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের অবস্থান যাতে পাকাপোক্ত থাকে, সেই বিষয়েও মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে কৌশলীভাবে। শোনা যাচ্ছে, হোম সেক্রেটারির পদ যাকে দেওয়া হচ্ছে গ্রিনকার্ড বিক্রির ব্যবসা চালিয়েছেন দীর্ঘকাল। তবে সব শেষে এখনো যে প্রশ্নটা অনিশ্চয়তায় ঝুলে রয়েছে, সেটা হল জোসেফ বাইডেনের বিস্ময়কর এবং অবিশ্বাস্য বিজয় যে উদ্দেশ্যে বিগ বিগ খেলোয়াড়রা ঘটালেন, তাদের সবার প্রতিনিধিরা নতুন ক্যাবিনেটে প্রবেশ করতে না পারলে ডেমোক্র্যাট দলের ভাঙন ঠেকানো শেষ অবধি সম্ভব হবে তো?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার আগরতলায় সিপিএম সমর্থকরা সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ছবি- নিজস্ব।

করিমগঞ্জে ‘বধূ নির্যাতনকারী’ স্বামী অর্ণব ও তার পরিবারের শাস্তির দাবিতে সোচ্চার নারী সংগঠন, স্কুল কলেজের ছাত্রী

করিমগঞ্জ (অসম), ৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : ‘যৌতুকের দাবিতে বধূ নির্যাতনকারী’ স্বামী অর্ণব পালচৌধুরী তার বাবা অনুপ পালচৌধুরীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছেন ভুক্তভোগী দীপান্বিতার মা সহ বিভিন্ন নারী সংগঠন এবং স্কুল কলেজের ছাত্রী।

একদিকে ভারত বনধকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার গোটা করিমগঞ্জ শহর যখন একপ্রকার নিস্তব্ধ, তখন নারী নির্যাতনের প্রতিবাদ জানিয়ে আজ অফিসপাড়া কাঁপিয়ে তুলে জেলার বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিবাদী কণ্ঠ। সুভাষনগর এলাকার রাধারমণ আশ্রম লেনের গৃহবধূ দীপান্বিতা রুদ্রপাল মূলত শহরের দাসপট্টি এলাকার ফরেস্ট রোডের বাসিন্দা। প্রতিবেশী দীপান্বিতাকে বিচার পাইয়ে দিতে স্বাভাবিকভাবেই এই আন্দোলনে এগিয়ে এসেছেন প্রাক্তন উপ-পুরপতি পার্থসারথি দাস। নারী নির্যাতনের পাশাপাশি ধর্ষণ, অপহরণের মতো ঘটনায় অতিপরিচিত প্রতিবাদী কণ্ঠ পূর্ণিমা চৌধুরী সহ রবীন্দ্র সদন মহিলা কলেজের অধ্যাপিকা তনুশ্রী ঘোষ ও ছাত্রীরা এদিনের আন্দোলনে শামিল হয়ে একের পর এক স্লোগানে অফিসপাড়া এবং সদর থানা চত্বর কাঁপিয়ে তুলেন।

গৃহবধূ নির্যাতনকারী স্বামী অর্ণব পালচৌধুরী এবং তার পরিবারের লোকজনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মঙ্গলবার দুপুর বারোটা নাগাদ প্রথমে পুলিশ সুপারের হাতে একটি দাবি সংবলিত স্মারকপত্র তুলে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পুলিশ সুপার সে সময় কার্যালয়ে অনুপস্থিত থাকায় প্রতিবাদকারীরা গিয়ে হাজির হন সদর থানায়। সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রতিবাদকারীরা অর্ণবের শাস্তির দাবি জানিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন। পরিবর্তীতে আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে প্রাক্তন উপ-পুরপতি পার্থসারথি দাস, পূর্ণিমা চৌধুরী, রবীন্দ্র সদন মহিলা কলেজের অধ্যাপিকা তনুশ্রী ঘোষ, বিএড কলেজের জনাকয়েক ছাত্রীদের উপস্থিতিতে সদর থানার ওসি ভোলারাম তেরনের হাতে একটি স্মারকপত্র তুলে দেওয়া হয়।

আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে পূর্ণিমা চৌধুরী বলেন, করিমগঞ্জ জেলায় একের পর নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। কিছুদিন আগে শহরের শিববাড়ি রোডের এক গৃহবধূকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করা হয়। ওই ঘটনার অভিযুক্ত স্বামী সহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে লঙ্গাই আম্বরখানা এলাকায় এক যুবতীকে অপহরণ করে হত্যা করা হয়। এবার বছর কুড়ির নববিবাহিতা গৃহবধূকে যৌতুকের দাবিতে অকথ্য নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। লোকলজ্জার ভয়ে এ ধরনের ঘটনা থেকে নিস্তার পেতে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়েছে সুভাষনগর রাধারমণ আশ্রম লেনের গৃহবধূ দীপান্বিতা রুদ্রপালকে। যদিও ঈশ্বরের কৃপার সময়োচিত পদক্ষেপে অল্পের জন্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে মেয়েটি। এই ঘটনার জন্য দায়ী স্বামী অর্ণব পালচৌধুরী, তার মা, বাবা সহ পরিবারের লোকজন। তাই আগামী দিনে এ ধরনের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া দরকার। এদিকে আন্দোলনকারীদের আশ্বস্ত করে সদর থানার ওসি ভোলারাম তেরন জানান, পুলিশ আইনের পথেই চলবে। এই ঘটনার তদন্তে যারা দোষী সাব্যস্ত হবেন তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।উল্লেখ্য, করিমগঞ্জ শহরের ফরেস্ট রোড এলাকার দীপান্বিতা রুদ্রপাল স্বামী ও তাঁর শ্বশুর বাড়ির সদস্যদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন গত বৃহস্পতিবার রাতে। পরের দিন তাঁর মা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শায়িত মেয়েকে উদ্ধার করে সিভিল হাসপাতালে ভরতি করেন। বর্তমানে গৃহবধূ দীপান্বিতার শারীরিক অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে বলে জানা গেছে।

নয়া কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে আহূত ভারত বনধ-এর মিশ্র প্রভাব করিমগঞ্জ জেলায়

করিমগঞ্জ (অসম), ৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : কেন্দ্রের তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে আহূত ভারত বনধ-এ মিশ্র প্রভাব পড়েছে করিমগঞ্জ জেলায়ও। জেলা সদর সহ বিভিন্ন অঞ্চলে দোকানপাট, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, হাট-বাজার আংশিক খোলা ছিল আজ। দূরপাল্লার কোনও যানবাহন চলাচল না করলেও, স্থানীয় যাত্রীবাহী গাড়ি চলাচল করেছে যথারীতি।

নয়া কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে কোনোও ফল না হওয়ায় সংযুক্ত কৃষক মোর্চার আহ্বানে আজ ১২ ঘণ্টার ভারত বনধ-এর ডাক দিয়েছিল। সকাল থেকেই করিমগঞ্জ শহরের বিভিন্ন এলাকায় বাম শ্রমিক সংগঠন সিআইটিইউ, এসইউসিআই, সিপিআই, সিপিএম সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠনের কর্মকর্তারা পিকেটিং করেন। শহর সংলগ্ন লঙ্গাই এলাকায় মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক পিকেটার জবরদস্তি দোকানপাট বন্ধ করেছেন। পরে সদর সার্কল অফিসার তথা প্রশাসনিক ম্যা জিস্ট্রেট রাকেশ ডেকা পুলিশ নিয়ে ২০ জন পিকেটারকে আটক করে করিমগঞ্জ থানায় নিয়ে আসেন। বিকেলের দিকে অবশ্য ম্যাজিস্ট্রেট রাকেশ ডেকা পিকেটারদের ব্যক্তিগত জামিনে মুক্ত করে দিয়েছেন।

এদিকে বদরপুর, ভাঙ্গা, ফকিরাবাজার, নিলামবাজার, পাথারকান্দি, রাতাবাড়ি সহ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয় ও পূর্ত সড়কের ওপর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের কর্মকর্তারা কৃষক বিরোধী আইন বাতিলের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বদরপুরে জাতীয় সড়কের ওপর কংগ্রেস নেতা দাইয়ান হুসেনের নেতৃত্বে পিকেটাররা করেছেন বিক্ষোভ প্রদর্শন। পরে বদরপুর থানার পুলিশ দাইয়ান হুসেন সহ বেশ কয়েকজন পিকেটারকে আটক করে থানায় নিয়ে যান। বনধ-এর নির্ধারিত সময়ের পর ব্যক্তিগত জামিনে তাঁদেরকেও ছেড়ে দিয়েছে বদরপুর পুলিশ। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি আইনের বিরোধিতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুশপুতুল দাহ করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেন প্রতিবাদকারীরা। করিমগঞ্জ শহরে সকালের দিকে কিছুক্ষণের জন্য এসইউসিআই-এর নেতা কর্মীরা বিভিন্ন কার্যালয়ের সামনে পিকেটিং করেছেন। করিমগঞ্জ শ্রম ও পূর্ত কার্যালয় সহ অন্যান্য অফিসে গিয়ে তাঁরা কর্মচারীদের বের করে দেন। তবে বেলা বাড়ার সাথে সাথে পিকেটাররাও বাড়িমুখো হয়ে যান।

এদিকে, সিপিআই-এর করিমগঞ্জ জেলা কমিটির উদ্যোগে এদিন শহরের রাজপথে এক প্রতিবাদী মিছিল বের করা হয়। এর পর প্রতিবাদী নেতৃবর্গ দেশের কৃষকদের স্বার্থ পরিপন্থী তিনটি কৃষি আইনের প্রতিবাদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুশপুতুল পোড়ান। সেখানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে সিপিআই নেতা চন্দন চক্রবর্তী বলেন, কৃষকদের বিক্ষোভে কাঁপছে গোটা দেশ। কেন্দ্রীয় সরকার শীঘ্র বিতর্কিত তিনটি কৃষি আইন প্রত্যহার না করলে আন্দোলন আগামী দিনে আরও জোরদার করা হবে। কৃষকদের স্বার্থ পরিপন্থী তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে করিমগঞ্জ সিপিআইও দিল্লি চলো অভিযানে শামিল হবে বলে হুমকি দেন চন্দন চক্রবর্তী।

উল্লেখ্য, আজকের এই ভারত বনধ-এর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিল বামপন্থী সহ সব বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো। সংগঠনগুলোর মধ্যে মটর চালক সংস্থা এবং ডাক কর্মচারী সংস্থাও বনধকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিল।

শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের নির্মাণকাজে ক্ষুব্ধ এআইসিসি নেতা জীতেন্দ্র সিং

হাফলং (অসম), ৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা অসম দলের তত্ত্বাবধায়ক জীতেন্দ্র সিং। সোমবার দুদিনের ডিমা হাসাও সফরে এসেছিলেন কংগ্রেস নেতা জীতেন্দ্র।

হাফলং আবর্ত ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জীতেন্দ্র সিং বলেন, প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে শুরু হয়েছিল ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের কাজ। কিন্তু আজও তা বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। বেহাল রাস্তার দরুন শিলচর থেকে হাফলং আসতে তাঁর সময় লেগেছে পাঁচ ঘণ্টা। প্রায় ৪০ কিলোমিটার রাস্তা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। রাস্তার কিছু অংশ তাঁকে পায়ে হেঁটে পার হতে হয়েছে। কিন্তু বিজেপি সরকার এই ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের নির্মাণকাজ শেষ করতে উপযুক্ত কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না বলে অভিযোগ তুলেছেন তিনি। বলেন, বিজেপি সরকারের আমলে মানুষের মধ্যে অবিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে।

এমন-কি জাতপাত-ধর্মের নামে বিভাজনের রাজনীতি করছে বিজেপি, এমন অভিযোগ এনে জীতেন্দ্র সিং বলেন, সামনেই অসমে বিধানসভা নির্বাচন। তাই তিনি বরাক উপত্যকা, ডিমা হাসাও, কারবি আংলং জেলা সফর করে নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করেছেন। তাছাড়া মানুষের কাছে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছেন তিনি এবং তাঁর দলের কর্মীরা। তবে এবার বিধানসভা নির্বাচনে অসমে কংগ্রেসেরই সরকার গঠন হবে বলে দাবি করে তিনি বলেন, বিজেপি দলের কাজকর্ম নিয়ে এই রাজ্যের মানুষ অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছেন।

জীতেন্দ্র সিং বলেন, বিজেপি সরকার বেকার সমস্যা সমাধানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কাছাড় কাগজ কল বিক্রি করে দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার। তাছাড়া ডিমা হাসাও জেলায় চলছে মাফিয়ারাজ ও প্রতিটি ক্ষেত্রে সিন্ডিকেট। কংগ্রেস নেতা বলেন, উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদে ক্ষমতায় রয়েছেন দাগি অপরাধী, যাঁর বিরুদ্ধে হত্যার মামলা চলছে। তাই বিজেপি দলের বিরুদ্ধে আমজনতার মধ্যে এক অসন্তুষ্টির জন্ম নিয়েছে বলে মন্তব্য করেন বক্তা। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক জীতেন্দ্র সিং সোমবার ডিমা হাসাও জেলা সফরে এসে জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে এক দলীয় সভায় যোগ দিয়েছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ সভায় কংগ্রেস নেতা কর্মীদের সঙ্গে আসন্ন রাজ্য ছয়ের পাতায়

পাথারকান্দিতে ভারত বনধ-এর মিশ্র প্রভাব, নেই ধরপাকড়

পাথারকান্দি (অসম), ৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : বারেটি শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন আহূত মঙ্গলবারের ১২ ঘণ্টার ভারত বনধ-এর মিশ্র প্রভাব পড়েছে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বৃহত্তর পাথারকান্দিতে। আজকের বনধকে পূর্ণ সর্মথন জানিয়েছিল বিভিন্ন বিরোধী দল ও সংগঠন। কিন্তু এদিন সকাল থেকে এই অঞ্চলের দীর্ঘ জাতীয় সড়ক কিংবা অন্যত্র পিকেটার্সদের বিশেষ উপস্থিতি ছিল না। তবে বনধ-এর ফলে যাত্রীবাহী বড় যানবাহন চলাচল না করলেও শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে যাত্রীবাহী এপি ও অটো গাড়িগুলো যথারীতি চলাচল করেছে।

আজ সকালের দিকে বৃহত্তর পাথারকান্দির লোয়াইরপোয়া, বাজারিছড়া, কটামণি, রাঙ্গামাটি, চাঁদখিরা, সোনাখিরা, কাঁঠালতলি, সলগই, হরিবাসর, রাধাপ্যা রী, বৈঠোখাল এলাকাগুলিতে বিভিন্ন দোকানপাট বন্ধ থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো খুলতে শুরু করে। সরকারি অফিস-কাছারিতে উপস্থিতির হার ছিল অতি নগন্য। তবে আজকের বনধ-এর ফলে বেশ কয়েটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বিভিন্ন ব্যাংক বন্ধ ছিল।

এদিনের কৃষক সংগঠনগুলোর ডাকা ভারত বনধ-কে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে মাঠে নেমেছিল মুসলিম স্টুডেন্টসফেডারেশন (এমএসএফ)-এর বরাক জোনাল কমিটি। ফেডারেশনের কর্মীরা পাথারকান্দি থানাধীন আসিমগঞ্জ তেমাথায় এক বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। এমএসএফ-এর বরাকভ্যালি জোনাল কমিটির ইনচার্জ তথা ছাত্র নেতা বদরুল হকের নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন বনধ সমর্থনকারী শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে নানা স্লোগানে গোটা এলাকা কাঁপিয়ে তুলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই অবিলম্বে নয়া কৃষি বিল প্রত্যাহারের দাবিতে মোদী সরকারের কাছে জোরালো দাবি জানান।

এদিকে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অসম-ত্রিপুরা ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বনধ সমর্থকরা। এতে এক উত্তপ্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে দলবল নিয়ে অকুস্থলে ছুটে যান পাথারকান্দি থানার ওসি সঞ্জীব তেরান। তাঁর হস্তক্ষেপে বনধ সমর্থকরা জাতীয় সড়ক থেকে সরে যান। অন্যদিকে আজকের বনধ-কে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে একইভাবে এর পক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পাথারকান্দি মণ্ডল। পাথারকান্দি বাইপাসের কাছে কংগ্রেসের উদ্যোগে স্থানীয় কৃষকদের সোনালী ধানের জমিতে নেমে অভিনব কায়দায় দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুশপুতুল নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তাঁরা। তাঁরা প্রত্যেকে নয়া কৃষি বিলের বিরোধিতা করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে নানা প্রতিবাদী স্লোগানে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলেন। তাঁদের মতে, এই বিল দেশের লক্ষ লক্ষ গরিব কৃষকদের মৃত্যু পরোয়ানা ডেকে আনবে। ফলে আজকের দিনে মোদী সরকার এই কৃষি বিল প্রণয়ন করে কৃষকদের সঙ্গে অন্যায় অবিচার করছে। যা কংগ্রেস কোনও দিন মেনে নেবে না, চরম হুঁশিয়ারি দেন দলের কর্মী-সমর্থকরা।

আজ বনধকে ঘিরে সকাল থেকেই পাথারকান্দি পুলিশ সক্রিয় ছিল। ফলে কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হয়নি। এমন-কি কোনও পিকেটার্সকেও গ্রেফতার করেনি পাথারকান্দি পুলিশ।

কৃষি আন্দোলনে বিরোধীদের রাজনৈতিক স্বার্থ নিহিত : স্মৃতি ইরানি

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর (হি. স.): ভোটে হারার পর রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করতে উঠেপড়ে লেগেছে বিরোধী দলগুলি। মঙ্গলবার ভারত বনধ প্রসঙ্গে বিরোধী দলগুলির সমর্থনকে কটাক্ষ করে এই কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বস্ত্র, নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি।

এদিন স্মৃতি ইরানি জানিয়েছেন, অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করার লক্ষ্যে এই আন্দোলনের পেছনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ রয়েছে। সংসদের যখন নতুন আইনের জন্য বিল হিসেবে পেশ করা হয়েছিল তখন বিরোধী দলগুলি ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য এবং এপিএমসিকে বিলোপ করে দেওয়ার অভিযোগ এনেছিল। কিন্তু সরকার তেমন কিছুই করেনি। সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য যেরকম আগে ছিল তেমনি থাকবে। প্রয়োজনে নতুন আইনে সংশোধন করা হবে। বিরোধীরা ক্রোধে উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। কৃষি আন্দোলন নিয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে কটাক্ষ করে স্মৃতি ইরানি জানিয়েছেন, সরকার যখন নতুন কোন আইনকে প্রয়োগ করে তখন সেই সংক্রান্ত গেজেট বিবৃতি আগে থেকেই প্রকাশ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে অরবিন্দ কেজরিওয়াল আগে নতুন কৃষি আইনে নিজের সম্মতি জানিয়েছিল। এখন ভিন্ন সুরে কথা বলছেন তিনি।

কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে বিক্ষোভ প্রদর্শন আইনজীবীদের

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর (হি. স.): কৃষকদের ডাকা ভারত বনধকে সমর্থন জানিয়ে বিক্ষোভ দেখান দিল্লির আইনজীবীরা। রাজধানীর তিস হাজারী আদালত এবং করকরডুমা আদালত চত্বরে অল ইন্ডিয়া ল” ইয়ার ইউনিয়নের ব্যানারের তলায় দাঁড়িয়ে অবস্থান বিক্ষোভ দেখান আইনজীবীরা। কেন্দ্রের নতুন তিনটি কৃষি আইনকে কৃষি বিরোধী হিসেবে অভিহিত করার পাশাপাশি এই আইন আইনজীবীদের বিরুদ্ধে গিয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

সংগঠনের সম্পাদক সুনীল কুমার জানিয়েছেন এই আইন নিয়ে কোনও রকমের আলোচনা না করে ধ্বনি ভোটে পাশ করিয়ে দেওয়া হয়। স্বামীনাথন কমিটির প্রস্তাবগুলিকে অগ্রাহ্য করে এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। নতুন কৃষি আইন কৃষক, শ্রমিক এবং আইনজীবিদের বিরুদ্ধে গিয়েছে। ফসল বিক্রি করার নিয়ে বিবাদ দেখা গেলে এসডিএম কে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য কোন আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। চুক্তি ভিত্তিক কৃষি কাজের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের গুণগত মান নির্ধারণ করবে পুঁজিপতিরা।

বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত বরিষ্ঠ আইনজীবী ঘনশ্যাম নাগার কেন্দ্রীয় সরকারকে পুঁজিপতিদের হাতের পুতুল বলে অভিহিত করেছেন।

কাছাড় জেলায় মিশ্র প্রভাব ভারত বনধ, পিকেটার্সদের মিছিল শিলচরে

শিলচর (অসম), ৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : দিল্লির কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে আহূত আজকের ভারত বনধ-এর প্রভাব শিলচর শহর সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় সর্বাত্মক ছিল। ১২টি শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনের সমর্থনে মঙ্গলবার শিলচর শহরের দোকানপাট, হাট-বাজার, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, যানবাহন চলাচল ছিল বন্ধ। তবে জেলার সাতটি বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন এলাকায় বনধ-এর মিশ্র প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

ধোয়ারবন্দ অঞ্চলে চা বাগানগুলোতেও বনধ-এর আংশিক প্রভাব পড়েছে। সকালে চা শ্রমিকদের কাজে নিয়ে আসার জন্য গাড়ি গেলেও শ্রমিকরা আসেননি। সোনাইবাজারে ছাত্ররা আন্দোলনের সমর্থনে পথে নেমেছিলেন। শিলচর শহরে দোকানপাট সহ অধিকাংশ সরকারি অফিস বন্ধ ছিল। তবে শহরের রাস্তায় ছোট বড় গাড়ি চলাচল করেছে। কালাইন ও কাটিগড়ায় বনধ-এর তেমন প্রভাব পড়েনি। জেলার অন্যান্য স্থানে জনগণকে এগিয়ে এসে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সংবাদ পাওয়া গিয়েছে।

আজকের বনধ সফল করায় শ্রমিক সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে সমীরণ আচার্য, মাধব ঘোষ, রঞ্জন দাস, লোকনাথ দেবরায়, অরিন্দম দেব, মৃণালকান্তি সোম, মানস দাস, হায়দার হুসেন চৌধুরী, অসীম নাথরা জনগণকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

এদিকে আজ শিলচর শহরে সকাল থেকেই পিকেটার্সরা কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে মিছিল বের করেন। মিছিলে শ্রমিক সংগঠনের পাশাপাশি পা মিলিয়েছিলেন এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের কাছাড় জেলা সম্পাদক ভবতোষ চক্রবর্তী, সিপিআই (এম) দলের জেলা সম্পাদক দুলাল মিত্র, এআইকেএস নেতা আনসারুল হক, মহিলা সংগঠনের নেত্রী আতরজান বিবি, আরাধনা মিত্র, খাদেজা ছয়ের পাতায়

কৃষক সংগঠন আহূত ভারত বনধ-এর মিশ্র প্রভাব গুয়াহাটি সহ গোটা অসমে

গুয়াহাটি, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : কৃষক সংগঠনের যৌথ মঞ্চ আহূত মঙ্গলবার (৮ ডিসেম্বর)-এর ১২ ঘণ্টার ভারত বনধ-এর মিশ্র প্রভাব পড়েছে অসমের রাজধানী গুয়াহাটি সহ রাজ্যের অন্যান্য জেলা ও মফসসলে। গুয়াহাটিতে সাধারণ জনজীবন প্রায় সচল ছিল। বেশিরভাব এলাকার দোকানপাট ছিল খোলা, রাস্তায় সরকারি ও ব্যক্তিগত যানবাহন, অটোরিকশা যথারীতি চলাচল করলেও বেসরকারি সিটিবাস রাজপথে নামেনি। মহাগনগরের বেশ কয়েকটি এলাকা থেকে বহু পিকেটার্সকে আটক করেছে পুলিশ।

এদিকে কাছাড় জেলা সদর শিলচর শহরের দোকানপাট, হাট-বাজার, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, যানবাহন চলাচল ছিল বন্ধ। তবে জেলার সাতটি বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন এলাকায় বনধ-এর মিশ্র প্রভাব পড়েছে। ধোয়ারবন্দ অঞ্চলে চা বাগানগুলোতে সকালে চা শ্রমিকদের কাজে নিয়ে আসার জন্য গাড়ি গেলেও শ্রমিকরা আসেননি। সোনাইবাজারে ছাত্ররা আন্দোলনের সমর্থনে পথে নেমেছিলেন। কালাইন ও কাটিগড়ায় বনধ-এর তেমন প্রভাব পড়েনি। জেলার অন্যান্য স্থানে জনগণকে এগিয়ে এসে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সংবাদ পাওয়া গেছে।

করিমগঞ্জ জেলায়ও মঙ্গলবারের ১২ ঘণ্টার ভারত বনধ-এর মিশ্র প্রভাব পড়েছে। আজকের বনধকে পূর্ণ সর্মথন জানিয়েছিল বিভিন্ন বিরোধী দল ও সংগঠন। বৃহত্তর পাথারকান্দি অঞ্চলে এদিন সকাল থেকে দীর্ঘ জাতীয় সড়ক কিংবা অন্যত্র পিকেটার্সদের বিশেষ উপস্থিতি ছিল না। তবে বনধ-এর ফলে যাত্রীবাহী বড় যানবাহন চলাচল না করলেও শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে যাত্রীবাহী এপি ও অটো গাড়ি গুলো যথারীতি চলাচল করেছে। আজ সকালের দিকে বৃহত্তর পাথারকান্দির লোয়াইরপোয়া, বাজারিছড়া, কটামণি, রাঙ্গামাটি, চাঁদখিরা, সোনাখিরা, কাঁঠালতলি, সলগই, হরিবাসর, রাধাপ্যা রী, বৈঠোখাল এলাকাগুলিতে বিভিন্ন দোকানপাট বন্ধ থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো খুলতে শুরু করে। সরকারি অফিস-কাছারিতে উপস্থিতির হার ছিল অতি নগন্য। তবে আজকের বনধ-এর ফলে বেশ কয়েটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বিভিন্ন ব্যাংক বন্ধ ছিল। অনুরূপ দৃশ্য ছিল জেলার অন্য প্রান্তেও।

গুয়াহাটিতে আজ সকাল থেকে নির্দিষ্ট স্থানে বনধ সমর্থকরা পিকেটিঙে বসেন। বাম ও কংগ্রেস সহ অন্য বিরোধী দল ও সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা নানা এলাকায় নয়া কৃষি আইনের প্রতিবাদে মিছিল-বিক্ষোভ সংগঠিত করেছিলেন। দিশপুরে ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের মুখ্য কার্যালয়ের প্রবেশপথে এসএফআই সদস্যরা ব্যারিকেড তৈরি করে আধিকারিক-কর্মচারীদের বাধা দেন। তখন পুলিশ বেশ কয়েকজন এসএফআই কর্মীকে আটক করে তুলে নিয়ে যায়। দিশপুরের সুপার মার্কেট, গণেশগুড়ি, পল্টনবাজার, পানবাজার, ফ্যান্সিবাজার ইত্যাদি বহু এলাকায় দোকানপাট সম্পূর্ণ খোলা ছিল।

তবে জনসমাগম বিশেষ ছিল না। বন্ধ ছিল ওলা-ওবের সার্ভিসও। খোলা ছিল পেট্রোল পাম্প। রাজপথে বেসরকারি সিটিবাস চলেনি, তবে অসম রাজ্য পরিবহণের সরকারি বাস যাত্রী পরিষেবা দিয়েছে।

অন্যদিকে শিবসাগর, যোরহাট, তিনসুকিয়া, লামডিং, নগাঁও, হোজাই, গোলাঘাট, মঙ্গলদৈ, দরং প্রভৃতি এলাকা বিশেষে বনধ ছিল কোথাও আংশিক, কোথাও সর্বাত্মক।

বনধে মিশ্র সাড়া বিজেপি শাসিত কর্ণাটকে

ব্যাঙ্গালুরু, ৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : কৃষকদের ডাকা ভারতজোড়া বনধে মিশ্র ছবি ধরা পড়ল দক্ষিণ ভারতের বিজেপি শাসিত কর্ণাটকে। ভারতের সিলিকন ভ্যালি হিসেবে খ্যাত ব্যাঙ্গালুরুতে কংগ্রেস কর্মীরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভ চলাকালীন কেন্দ্রের কৃষি আইনের বিরুদ্ধে ব্যাপক স্লোগান দেওয়া হয়। শহরের মৌর্য সার্কেলে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর মূর্তির পাদদেশে বসে অবস্থান-বিক্ষোভ করেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া, ডিকে শিবকুমার, রামালিঙ্গ রেড্ডি সহ একাধিক কংগ্রেস নেতাকর্মীরা। শিবকুমার দাবি করেছেন সরকার বলপ্রয়োগ করলেও এদিনের বনধ সফল হয়েছে।সিদ্দারামাইয়া দাবি করেছেন কৃষকদের দুর্দশা দূর করতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার। রাজ্যের কৃষক সংগঠন কর্ণাটক কিষান সংঘের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে এদিনের বনধ সর্বাত্মক হয়েছে। সর্বত্র দোকানপাট বন্ধ ছিল। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে। অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদদুরাপ্পা দাবি করেছেন বনধের প্রভাব রাজ্যে পড়েনি। রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য বনধ ডাকা উচিত নয়। রাজ্যবাসীকে বনধ নিয়ে অযথা মাথা না ঘামিয়ে নিজের কাজ করে যেতে বলেন ইয়েদুরাপ্পা।

কৃষি মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর (হি. স.): দেশজোড়া কৃষকদের ডাকা ভারত বনধ এর মধ্যেই রাজধানী দিল্লিতে এসে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমরের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন হরিয়ানার মনোহর লাল খাট্টার। বুধবার দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে ষষ্ঠ দফায় কৃষক সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী। তার আগে এদিন কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ছয়ের পাতায়

মঙ্গলবার টিআরটিসি পরিদর্শন করেন টিআরটিসির চেয়ারম্যান দীপক মজুমদার। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

পাকিস্তান সরকার কিনছে রাজ কাপুর ও দীলিপ কুমারের বাড়ি

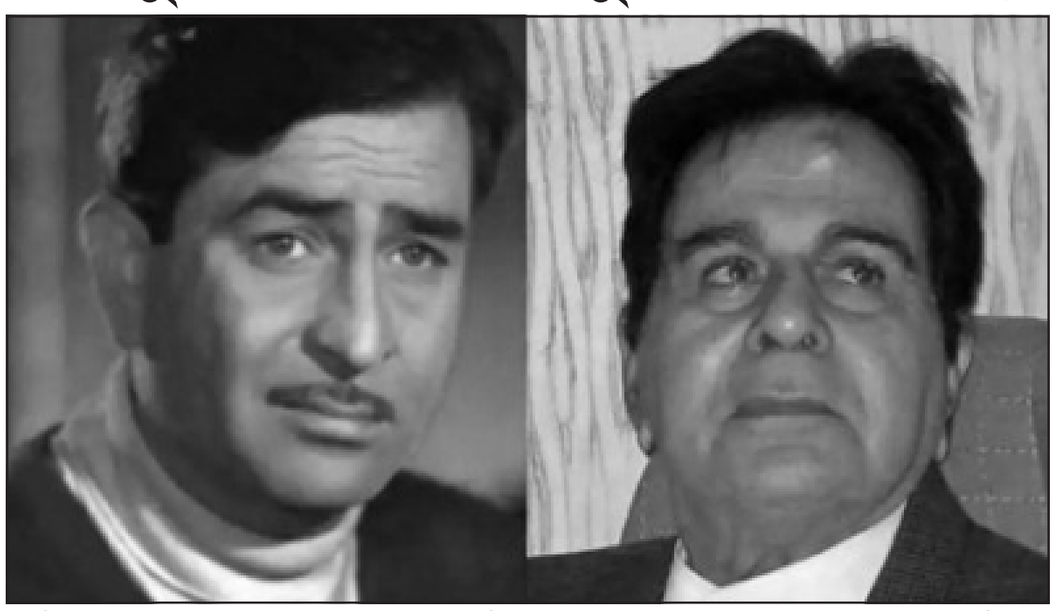

ভারতীয় চলচ্চিত্রের দুই উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম রাজ কাপুর ও দিলীপ কুমার। দুজনেরই জন্ম পাকিস্তানের পেশোয়ারে। ১৯৪৭ সালে ভারত আর পাকিস্তান ভাগ হওয়ার সময় এই দুই অভিনেতা ভারতে চলে যান। সাদাকালো থেকে রঙিনটানা কয়েক দশক হিন্দি চলচ্চিত্রের দুনিয়ায় সফলভাবে রাজত্ব করেন।পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়াতে রয়েছে এই দুই বলিউড কিংবদন্তির পৈতৃক বাড়ি। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ভবন দুটিকে জাতীয় ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হবে। বাড়ি দুটিতে তৈরি করা হবে স্মারক ভবন। পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রদেশটির বড় শহর পেশোয়ারের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই দুই ভবন কেনার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই বাড়ি দুটির বর্তমান মালিক স্থানীয় দুই ব্যক্তি। পেশোয়ারের কিসা খোয়ানি বাজার এলাকায় দুটি বাড়িই ভগ্নদশা। তবে পদ্মভূষণজয়ী 'ট্র্যাজেডি কিং' দিলীপ কুমারের পারিবারিক বাড়িটির অবস্থা বেশি খারাপ। একটি ব্লগপোস্টে অমিতাভ বচ্চন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে আখ্যায়িত করেন দিলীপ কুমারকে। ভবন দুটিকে ইতিমধ্যে বিপজ্জনক বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার (পিটিআই) খবরে বলা হয়েছে, দেশভাগের আগে তৈরি হওয়া ২৫টি ভবন কেনার পরিকল্পনা নিয়েছে খাইবার পাখতুনখাওয়ার প্রাদেশিক সরকার। ওই সরকার মোট ৭৭টি ভবন সেখানকার জাতীয় ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত করেছে। এর মধ্যে ৫২টি ভবন সরকারের মালিকানায় আছে। বাকি ২৫টি আছে স্থানীয় কিছু অধিবাসীর মালিকানায়। এই ২৫ ভবন এবার কেনার উদ্যোগ নিয়েছে প্রাদেশিক সরকার। ২৫টি ভবনের মধ্যেই রয়েছে রাজ কাপুর ও দিলীপ কুমারের পূর্বপুরুষের বাড়ি।

বাড়ি দুটি ভেঙে নতুন করে বানানো হবে। আর সে জন্য এর বর্তমান মালিকদের কাছ থেকে সরকার বাড়িটি কিনে নেবে।

এর আগে তিনবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারসহ ১১টি ফিল্মফেয়ারজয়ী রাজ কাপুরের বাড়িটি খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশ সরকারের কাছে বিক্রি করতে ২০০ কোটি টাকা দাবি করেছেন এর বর্তমান মালিক আলী কাদর।

সরকারকে দুই দফায় পারিশ্রমিক দিতে হবে। বাড়ি দুটির বর্তমান দুই মালিককে এবং পুরাতত্ত্ব বিভাগকে নতুন করে এই বাড়ি ভেঙে বানানোর জন্য। ১৯১৮ সালে রাজ কাপুরের 'কাপুর হাভ্যালি' ও ১৯২২ সালে দিলীপ কুমারের বাড়িটি বানানো হয়। ২০১৪ সালে বাড়ি দুটিকে জাতীয় ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ২০১৮ সালে ঋষি কাপুর ভারত সরকারকে রাজ কাপুরের বাড়িটিকে জাদুঘর বানাতে অনুরোধ করেন। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকার এ সিদ্ধান্তের ঘোষণা দিয়েছিল। সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে কাজ শুরু করতে প্রায় দুই বছর সময় লেগে গেল।

'অন্ধকার জগতে' শ্রীদেবীর মেয়ে জাহ্নবী

ক্যারিয়ারের প্রথম ছবিতে নরম, হাসিখুশি রাজস্থানি এক তরুণীর চরিত্রে দেখা গিয়েছিল জাহ্নবী কাপুরকে। শশাঙ্ক খৈতান পরিচালিত 'ধড়ক' ছবির মাধ্যমে বড় পর্দায় অভিষেক হয় তাঁর।এবার অন্ধকার জগতের এক কুখ্যাত বাসিন্দার চরিত্রে দেখা যাবে শ্রীদেবী কন্যাকে। প্রযোজক আনন্দ এল রাইয়ের আগামী ছবিতে ড্রাগ মাফিয়া হিসেবে দেখা যাবে তাঁকে। বলিউডে পা রাখার পর থেকে 'স্বজনপোষণ' শব্দটি ক্রমাগত তাড়া করে বেড়াচ্ছে জাহ্নবীকে। অনলাইন দুনিয়ার আক্রোশ বারবার সামলেছেন তিনি। করণ জোহর প্রযোজিত 'গুঞ্জন স্যাক্সেনা: দ্য কার্গিল গার্ল' ছবিতে অভিনয় দিয়ে নিন্দুক আর সমালোচকের মুখ বন্ধ করতে পেরেছেন জাহ্নবী। ভারতীয় বিমানসেনার প্রথম নারী বৈমানিকের চরিত্রে অভিনয় করে সবার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছেন তিনি। এবার জাহ্নবী তাঁর ইমেজ ধুয়ে-মুছে সাফ করে এক অন্য ধারার চরিত্রে আসতে যাচ্ছেন।

'তনু ওয়েডস মনু', 'মনমর্জিয়া', 'রঞ্জনা'-এর মতো ছবিগুলোর প্রযোজক আনন্দ এল রাইয়ের সঙ্গে কাজ করতে যাচ্ছেন জাহ্নবী। দক্ষিণ ভারতের সুপারহিট ছবি 'কোলামাভু কোলিলা'র রিমেক হিসেবে তৈরি হতে যাচ্ছে ছবিটি। ২০১৮ সালে মুক্তি পাওয়া এই ছবি পরিচালনা করেছিলেন নেলসন দিলীপ কুমার। দক্ষিণি এই ছবির নায়িকা ছিলেন নয়নতারা। রিমেক ছবিতে নয়নতারার জায়গাতেই দেখা যাবে জাহ্নবীকে। অপরাধ জগৎ নিয়ে নির্মিত ছবিটি এক তরুণীকে কেন্দ্র করে, যে অল্প সময়ে অর্থ উপার্জনের লোভে মাদক চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। পর্যায়ক্রমে জড়িয়ে পড়ে তার পুরো পরিবার। রহস্য আর রোমাঞ্চে ভরা এই ছবি নিয়ে ভীষণ আশাবাদী আনন্দ। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ছবির শুটিং শুরু হবে। দক্ষিণের এই রিমেক ছবিটি পরিচালনা করবেন সিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত। এর আগে 'ওয়ে লাকি, লাকি ওয়ে', 'অগ্নিপথ', 'হার্টলেস' ছবিতে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন সিদ্ধার্থ। তাই পরিচালক হিসেবে সিদ্ধার্থের এটা হবে অভিষেক ছবি।

এদিকে নির্মাতা বনি কাপুর মেয়ে জাহ্নবীকে নিয়ে 'বোম্বে গার্ল' ছবির ঘোষণা দিয়েছিলেন। আপাতত বন্ধ রয়েছে সেই প্রকল্প। 'বোম্বে গার্ল' ছবিটি এক বিদ্রোহী কিশোরীর জীবনের ওপর নির্মিতব্য। ছবিটি পরিচালনা করবেন সঞ্জয় ত্রিপাঠী। জাহ্নবীকে নিয়ে বনি কাপুর আরও একটি ছবি নির্মাণের কথা ভেবেছেন। সেই ছবিটি মালয়ালম ছবি 'হেলেনে'র রিমেক। কিন্তু এই ছবির কাজও এগোয়নি। দীনেশ ভিজানের ভৌতিক-হাসির ছবি 'রুহি আফজানা' মুক্তির জন্য প্রস্তুত। সেখানে জাহ্নবীর সঙ্গে রাজকুমার রাওকে দেখা যাবে।

তারকা হতে কঠিন যুদ্ধ করেছিলেন জুলিয়া

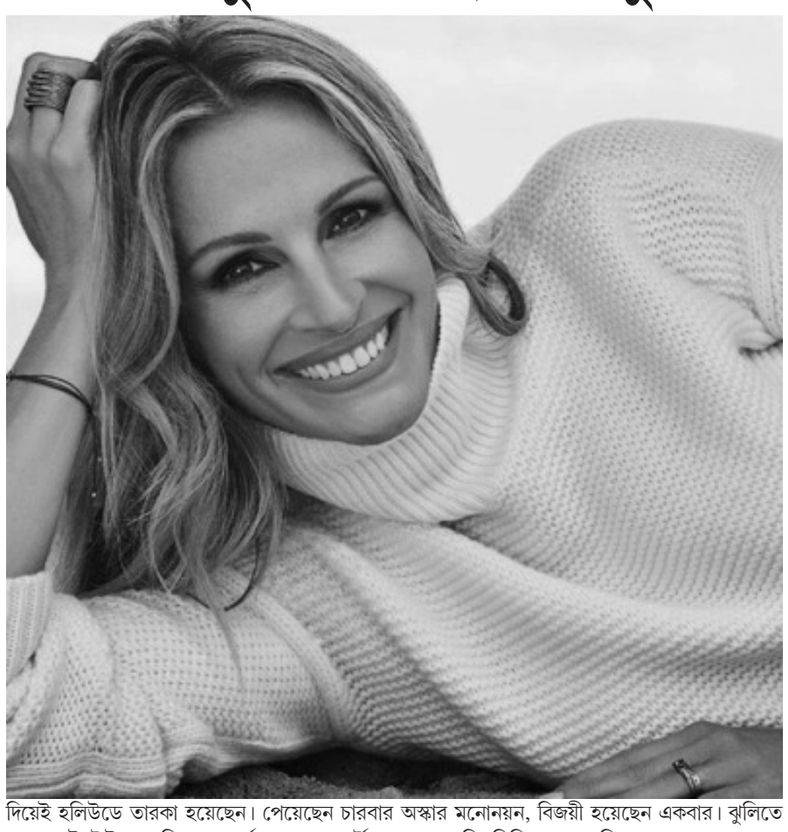

হলিউড তারকা জুলিয়া রবার্টস ঘরের কোথায় তাঁর অস্কার রেখেছেন, জানলে অবাক হতে হয়। তাঁর ১৬ বছরের মেয়ে যে ঘরে পিয়ানো বাজায়, সেই ঘরে পাওয়া যাবে এই ট্রফি। অথচ এই ট্রফি অর্জন করতে জীবনের কঠিন কিছু পর্ব পেরিয়ে যেতে হয়েছে।

অস্কার জয়ের আগের কথা। তখনো হলিউডের রাস্তায় হাঁটা শুরু করেননি তিনি। কাজ করতেন একটা জুতার দোকানে। যদিও জুলিয়া হতে চেয়েছিলেন পশু চিকিৎসক। বয়স যখন পাঁচ, তখন তাঁর মা---বাবার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। সৎবাবা ছিলেন বেকার। তাঁর একমাত্র কাজ ছিল মাতাল অবস্থায় জুলিয়ার মাকে মারধর করা। ১০ বছর বয়সে ক্যানসারে মারা যান জুলিয়ার আসল বাবা। ২০০৪ সাল পর্যন্ত জুলিয়ার সঙ্গে দেখা হয়নি তাঁর বড় ভাই এরিক রবার্টসের। ২০১৪ সালে অতিরিক্ত মাদকের প্রভাবে মারা যান জুলিয়ার সৎবোন ন্যান্সি। সম্প্রতি এলেন ডিজেনারাসের শোতে এসে সফল এই হলিউড তারকা এক ঝলক ভ্রমণ করে এলেন ফেলে আসা দিনগুলোয়।

জীবনের এত সব কঠিন পর্ব পাড়ি দিয়েই হলিউডে তারকা হয়েছেন। পেয়েছেন চারবার অস্কার মনোনয়ন, বিজয়ী হয়েছেন একবার। ঝুলিতে আছে প্রাইমটাইম অ্যামি অ্যাওয়ার্ডও। নরমাল হার্ট আর হোমকামিং সিরিজ করেও মিলেছে সফলতার দেখা।

'বেকার' অভিষেকের দিন কাটছে ট্রলের জবাব দিয়ে

অমিতাভপুত্র অভিষেককে নিয়ে নানান কৌতুক চলে বলিউডে। এমনও বলা হয়, ঘরে বেকার ছেলে থাকার বেদনা ভদ্রলোক অমিতাভ হাড়ে হাড়ে টের পান! করোনা জয় করে অভিষেক স্বাভাবিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হতে শুরু করলেন, ঠিক তখনই তাঁকে নিয়ে আবার ট্রল। বলা হলো সিনেমা হল খুললে তাঁর লাভ নেই, তিনি তো বেকার!

অমিতাভপুত্র অভিষেককে নিয়ে নানান কৌতুক চলে বলিউডে। কখনো কখনো সেসব নির্মমও। এমনও বলা হয়, ঘরে বেকার ছেলে থাকার বেদনা ভদ্রলোক অমিতাভ হাড়ে হাড়ে টের পান! করোনা জয় করে অভিষেক স্বাভাবিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হতে শুরু করলেন, ঠিক তখনই তাঁকে নিয়ে আবার ট্রল। বলা হলো সিনেমা হল খুললে তাঁর লাভ নেই।

বড় তারকার পুত্রক্যারিয়ারটা শুরু হয়েছিল এমন তকমা নিয়ে। বছরের পর বছর কাজ করলেন বলিউডে। প্রায় দুই যুগ। এত বছর পরেও বচ্চনপুত্র হিসেবে আজও অনেকের কাছে পরিচিত তিনি। আবার কখনো কখনো ঐশ্বরিয়ার স্বামী হিসেবে। এসব কারণে প্রায়ই ট্রলিংয়ের শিকার হন অভিষেক বচ্চন।তবে 'বাপকা বেটা' বলে কথা! পারিবারিক ঐতিহ্য আছে তাঁর। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রলিংয়ের যোগ্য জবাব দিতেও সময় নেন না অভিষেক। যেমনটা দিলেন গতকাল।

ভারতে সম্প্রতি ঘোষণা দেওয়া হলো, ১৫ অক্টোবর থেকে সিনেমা হল খুলবে। নিঃসন্দেহে ভারতের বিনোদন জগৎ এবং বিনোদন দুনিয়ার মানুষদের জন্য বড় খবর, খুশির খবর এটি। অভিষেকের জন্যও নিশ্চয়। এই খবরেই নিজের আনন্দ চেপে রাখতে পারেননি তিনি। এনডিটিভির অনলাইনে প্রকাশিত একটি খবরের স্ক্রিনশট নিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন টুইটারে। আর এটা নিয়ে হলো রসিকতা আর ট্রল।

তাঁর টুইটের পরিপ্রেক্ষিতে একজন লেখেন , 'সিনেমা হল খুললেও আপনার উচ্ছ্বাস অযথা। কারণ আপনি তারপরেও ঠিক আগের মতোই জবলেস (বেকার) থাকবেন। তবে এসব গা সওয়া হয়ে গেছে অভিষেকের কাছে। নিয়মিতই এমন সব ট্রলের জবাব দেন তিনি। মোটেও দমে যাননি, বিচলিত হননি তিনি। কড়া জবাব দিয়ে লিখেছেন, 'হায়! কী দুর্ভাগ্য যে আমাদের কাজের সাফল্য নির্ভর করে আপনাদের মতো দর্শকদের হাতে। আমাদের কাজ আপনাদের ভালো না লাগলে আমরা পরের কাজে সুযোগই পাই না। সে জন্য আমাদের সবটুকু দিয়েই আমরা আপনাদের মন জোগানোর চেষ্টা করি।'

প্রসঙ্গত, আগেও নিজের উপস্থিত বুদ্ধির জোরে এ ধরনের পরিস্থিতি সামলেছেন এ অভিনেতা। এমনকি করোনায় আক্রান্ত হয়ে যখন অমিতাভের সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন, সেই সময়েও ট্রল করতে ছাড়েননি নেট দুনিয়ার নাগরিকরেরা।

একজন টুইট করেন, 'এখন তো আপনার বাবাও হাসপাতালে ভর্তি, এবার কার ভরসায় বসে বসে খাবেন?' জবাবে অভিষেক লিখেছেন, 'আপাতত তো বসে নয়, শুয়েই খাচ্ছি, তা—ও আবার বাবার সঙ্গে একছাদের তলায়।'

গত মাসেই কৌতুক করে একজন পোস্ট করেছিল, অভিষেকের ফলোয়ারের সংখ্যা অভিনেত্রী প্রাচী দেশাইয়ের মতো ট্যালেন্টেড নায়িকার চেয়েও বেশি!

উত্তরে অভিষেক জানান, একজন অভিনেতার সাফল্যের মাপকাঠি কখনোই তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া ফলোয়ারের সংখ্যার দ্বারা নির্বাচিত হতে পারে না। প্রাচী একজন দক্ষ শিল্পী এবং সুযোগ্য অভিনেত্রী। সর্বোপরি সে আমার খুব ভালো বন্ধু।

অভিষেককে শেষ দেখা গিয়েছিল আমাজন প্রাইমের ওয়েব সিরিজ 'ব্রিদ : ইনটু দ্য শ্যাডোস'—এ। গত ১২ জুলাই অভিষেকের কোভিট পজিটিভের খবর প্রকাশের পর বাংলাদেশের একজন ভক্ত ফেসবুকে লিখেছেন, 'অভিষেকের "ব্রিদ টু" শেষ করে ফেসবুকে ঢুকে দেখি অমিতাভ বচ্চন কোভিড-১৯ পজিটিভ। আমি শুরুতেই ধরে নিয়েছিলাম, অভিনয়ের দিক থেকে আর মাধবনের উচ্চতা কোনোভাবেই "জুনিয়র এবি" ছুঁতে পারবে না। অমিতজি বরং আপনি জলদি সুস্থ হয়ে ফিরে আসুন। আপনার অভিনয়ের অনেক অনেক তেলেসমাতি দেখা বাকি।

'বিলির মহাতারকা হওয়ারই কথা ছিল'

পপতারকা বিলি আইলিশ একের পর এক রেকর্ড গড়ে যাচ্ছেন। কত কম সময়ে, কতবড় তারকা হওয়া যায় তার অনন্য উদাহরণ বিলি। ৬২তম গ্রামি অ্যাওয়ার্ডের রাতে সেরা নতুন শিল্পী, সেরা গান, সেরা রেকর্ড আর সেরা অ্যালবামসব কটি পুরস্কার উঠেছে বিলির হাতে।

এবার রেকর্ড করেছেন বন্ড সিরিজের 'সবচেয়ে জনপ্রিয় থিম সং' গাওয়ার তকমা পেয়ে। বন্ড সিরিজের ২৫তম সিনেমা নো টাইম টু ডাই-এর থিম সং মুক্তি পায় চলতি বছরের গোড়ার দিকে। এরপরই যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে টপচার্টে চলে আসে এটি। দীর্ঘদিন টপচার্টে থেকে বন্ড সিরিজের সবচেয়ে জনপ্রিয় থিম সংয়ের রেকর্ড গড়ে এটি। শুধু তা—ই নয়, সবচেয়ে কম বয়সে বন্ড সিরিজের 'থিম সং' গেয়েও রেকর্ড গড়েছেন এই শিল্পী।

করোনা না থাকলে এই সময় বিলি থাকতেন 'হোয়ার ডু উই গো'—এর ওয়ার্ল ট্যুরে। লকডাউনে কাটানো জীবনযাপন নিয়ে বিলি আর তাঁর গীতিকার ও সংগীত প্রযোজক বড় ভাই ফিনেল ও'কনেল দীর্ঘ এক সাক্ষাৎকার দিয়েছেন গণমাধ্যমে। লকডাউনে কী করলেন বিলি?

এমন প্রশ্নের উত্তরে প্রচারবিমুখ আর লাজুক বিলি জানান, 'অন্যরা অনেক কিছু করেছে। কিন্তু আমি বলার মতো কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। লকডাউন শুরুর আগের দুই বছর খুবই ব্যস্ততা গেছে। তাই লকডাউনের প্রথম দুই সপ্তাহ ভালোই লেগেছিল। কিন্তু তা ছয় মাস পেরিয়ে যাওয়ায় সবকিছুই কেমন যেন স্থবির লেগেছে।'

ফিনেল জানান, লকডাউনের শুরুতে বিলি রাস্তা থেকে একটি পোষ্য কুকুর উদ্ধার করেছেন। আরেকটি কুকুর বিলির আগে থেকেই ছিল। কুকুর দুটো লালন—পালন করে কেটেছে বিলির দিন। এ ছাড়া ফিনেলের ঘরটাকে দুই ভাই—বোন মিলে বানিয়ে ফেলেছেন স্টুডিও। সেখানেই চলেছে নতুন গান নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

নিজের বোনের প্রশংসা করে ফিনেল বলেন, বিলির চমৎকার আর ঐশ্বরিক একটা কণ্ঠ আছে। তাঁর নিজস্ব আর সবার থেকে আলাদা করার মতো ফ্যাশন সেন্স আছে। তাঁর তো মহাতারকা হওয়ারই কথা ছিল।৬২তম গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডের রাতে মাত করে দিয়েছিলেন ১৮ বছরের বিলি আইলিশ। দুই হাত ভর্তি করে সেরা চার ক্যাটাগরির সব কটি পুরস্কার বাগিয়েছেন তিনি।

মঙ্গলবার আগরতলায় স্বচ্ছ ত্রিপুরা অনুষ্ঠান পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী। ছবি- নিজস্ব।

স্বাভাবিক মুম্বই ! বনধে মিশ্র সাড়া মহারাষ্ট্রে

মুম্বই, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): কেন্দ্রের নতুন তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে কৃষকদের ডাকা ভারত বনধকে সোমবার সমর্থন জানিয়েছিল মহারাষ্ট্রের মহাবিকাশ আঘাড়ি জোট সরকার। এই জোটের মধ্যে থাকা শিবসেনা, এনসিপি এবং কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য দলীয় নেতা-কর্মীদের আহ্বান জানিয়েছিল। কিন্তু বুধবার বনধে মিশ্র সাড়া পাওয়া গেল মহারাষ্ট্র থেকে। দেশের বাণিজ্যনগরী মুম্বইতে বনধের কোনো প্রভাব পড়েনি। মেট্রো, রেল, মনোরেল ও অন্যান্য গণপরিবহন ব্যবস্থা স্বাভাবিক ছন্দে চলেছে। কিন্তু বাণিজ্য নগরী পাশের শহর থানেতে বনধের প্রভাব চোখে পড়ার মতন ছিল। মলকাপুরে স্থানীয় কৃষক সংগঠনের তরফ থেকে বনধের সমর্থনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। নবজীবন এক্সপ্রেসওয়েকে অবরুদ্ধ করার চেষ্টা করে বনধ সমর্থনকারীরা। এদিন রাজ্য প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি বালাসাহেব থরাট জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন তিনটি কৃষি আইন কৃষকদের স্বার্থ বিরোধী। এতে মুনাফা হবে পুঁজিপতিদের। সেই কারণেই কংগ্রেস এর বিরুদ্ধাচরণ করছে। বিজেপির তরফ থেকে গোটা বিষয়টিকে নিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। শিবসেনা মুখপাত্র সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, রাজনৈতিক স্বার্থ দেখে এই বনধ হচ্ছে না। কৃষকদের সমর্থনে এই বনধ হচ্ছে। প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে এই বনধকে সমর্থন করা। মুম্বইয়ের স্বাভাবিক যান চলাচল প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শিবসেনা মুখপাত্র জানিয়েছেন, বনধের নামে মুম্বইকে অবরুদ্ধ করে রাখা সম্ভব নয়। বাণিজ্য নগরী জনজীবন ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ফলে একে স্তব্ধ করে রাখা যাবে না। সচল রাখতে হত।

উল্লেখ করা যেতে পারে মুম্বইতে বনধের প্রভাব না পড়লেও রাজ্যের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহর যেরকম পুনে, কোলহাপুরে বনধের প্রভাব চোখে পড়ার মতন ছিল। পুনেতে ছোট ব্যবসায়ীদের সংগঠন বেপারী মহাসংঘ বনধকে সমর্থন জানিয়েছিল। শহরের অন্যতম ব্যাস্ত সড়ক লক্ষ্মী রোড এদিন শুনশান ছিল। শহরের কৃষি বাজার সমিতি পুরোপুরি বন্ধ ছিল। বনধে সর্বাত্মক প্রভাব পড়ে নাসিকে। অন্যান্য সাধারণ বাজার পুরোপুরি বন্ধ থেকেছে। কোলহাপুরে শাভিমানি শেতকারি (কৃষক) সংগঠনের তরফ থেকে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। কেন্দ্রীয় কৃষি আইনের কুশপুতুল পোড়ানো হয়।

করোনা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির নির্দেশ যোগী আদিত্যনাথের

লখনউ, ৮ ডিসেম্বর (হি. স.): প্রত্যাশা মতই শীতকাল পড়তেই বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য রাজ্যের সাতটি জেলা হাসপাতালকে শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্য নাথ। যেসব জেলা হাসপাতালগুলোকে শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর জন্য বলা হয়েছে সেইগুলি হল লখনউ, মেরঠ, বারাণসী, কানপুর, নাগপুর, ঝাঁসি, গাজিয়াবাদ, গোরক্ষপুর।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্য নাথ করোনা সংক্রমণ রোধে করার জন্য আমলাদের পদক্ষেপ নিতে বলেছেন। কন্টাক্ট ট্রেসিং এবং স্ক্রিনিং এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিষেধক না আসা পর্যন্ত করোনা রোধে সতর্ক থাকতে হবে। কোনও গাফিলতি করলে চলবে না।। করোনা রোধে পরিকাঠামো সম্প্রসারণের কথা বলেছেন তিনি।

মধ্য অসমের নগাঁওয়ে কামরূপ পুলিশের জালে নগদ টাকা সহ পাঁচ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হ্যাকার

রঙিয়া (অসম), ৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : কামরূপ পুলিশের জালে পড়েছে পাঁচ সদস্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হ্যাকারের দল। ধৃত পাঁচজনকে মধ্য অসমের নগাঁও জেলার কামপুর থেকে গ্রেফতার করে কামরূপ গ্রামীণ জেলার রঙিয়া থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। তাদের হেফাজত থেকে মোটা অঙ্কের নগদ টাকা এবং সংশ্লিষ্ট বহু সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতদের কামপুরের বাসিন্দা সয়েদ আহমেদ লস্কর, ফায়েজ আহমেদ লস্কর, তাইমুস আলি লস্কর, গুলজার আহমেদ লস্কর এবং পার্শ্ববর্তী হোজাই জেলার অন্তর্গত যমুনামুখের রশিদ আহমেদ বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। রঙিয়া থানার ওসি জানান, গত প্রায় মাস-দুয়েক আগে রঙিয়ার তিন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের স্টেট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে লুট হয়েছিল বহু লক্ষ টাকা। ঘটনা সম্পর্কে ভুক্তভোগীরা ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে এর বিহিত ব্যবস্থা নিতে আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাদের অপারগতার কথা জানান। এর পর ভুক্তভোগী তিন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক পৃথক পৃথকভাবে তাঁদের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা লুট সংক্রান্ত ঘটনার বর্ণনা দিয়ে থানায় এফআইআর করেছিলেন। এফআইআর-এর ভিত্তিতে উপযুক্ত ধারা বলে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়। তদন্তের সূত্রে দু মাসের মাথায় এই পাঁচ হ্যাকারকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে, জানান ওসি।

তিনি জানান, তাদের হেফাজত থেকে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা, একটি ল্যাপটপ, একটি প্রিন্টার, আটটি মোবাইল হ্যান্ডসেট, বহু ভুয়ো ভোটার কার্ড, রবার স্টাম্প, স্পাই ক্যামেরা, অসংখ্য এটিএম কার্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

বনধে আংশিক সাড়া ওডিশায়

ভুবনেশ্বর, ৮ ডিসেম্বর (হি. স.): কেন্দ্রীয় কৃষি আইনের বিরুদ্ধে কৃষক সংগঠনগুলির ডাকা ভারত বনধের আংশিক সাড়া পাওয়া গেল ওডিশায়। কৃষকদের সমর্থনে মঙ্গলবার সকালে রাজ্যের শ্রমিক সংগঠনগুলির তরফ থেকে ভুবনেশ্বরে রেল অবরোধ করার চেষ্টা করা হয়। ফলে ব্যাহত হয় রেল পরিষেবা। দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয় নিত্যযাত্রীদের। শহরের কয়েকটি জায়গায় বনধ সমর্থনকারীরা পথ অবরোধ করে বসে। এর জেরে যানজটের সৃষ্টি হয়।

এদিন, সকালের দিকে বনধ সর্বাত্মক করার চেষ্টা করা হলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে মানুষের সমাগম বাড়তে থাকে রাজপথে। বহু মানুষ নিজস্ব বাহনে করে কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। বেশিরভাগ এলাকায় খোলা হয় দোকান। কংগ্রেস এবং বামপন্থী দলগুলোর কর্মী-সমর্থকরা ভুবনেশ্বরের মাস্টার, কান্টিন, বারমুডা, জয়দেব বিহার, রাজভবন চক সহ বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সাধারণ জনজীবনে সচল রাখতে রাজ্যের একাধিক এলাকায় বিপুল পরিমাণ পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয় রাস্তায়। শহরের জয়দেব বিহারে পথ অবরোধ করার জেরে বিপুল পরিমাণে পণ্যবাহী ট্রাক আটকে পড়ে। ফলের যানজটের সৃষ্টি হয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে, কৃষকদের ভারত বনধকে সমর্থন জানিয়েছে কংগ্রেস ও বামপন্থী দলগুলো। এছাড়াও বিভিন্ন বামপন্থী মনোভাবাপন্ন ট্রেড ইউনিয়ন এর তরফ থেকেও এই বনধকে সমর্থন জানানো হয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আগেই আশংকা প্রকাশ করা হয়েছিল বনধের গণপরিবহন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হতে। স্বল্প পরিমাণে যানবাহন চললে বাসে ভিড় বাড়তে পারে। তাই মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের সমস্ত দফতর বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু জরুরী অত্যাবশ্যক বিভাগ খোলা ছিল এদিন।

অন্নদাতাদের পাশে দাঁড়ান : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর (হি. স.): কৃষক সংগঠনগুলির ডাকা ভারত বনধকে সমর্থন জানিয়েছে কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজ পার্টি, আম আদমি পার্টি সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এদিন কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কংগ্রেসের এই অবস্থানকে তীব্র কটাক্ষ সোমবার করেছিলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ। তিনি জানিয়েছিলেন কেন্দ্রে যখন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার ছিল তখনই কৃষিক্ষেত্রে বাণিজ্যিককরণ ও শুল্কহীন রফতানির কথা বলা হয়েছিল। বর্তমানে কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি দ্বিচারিতা করছে। বিজেপির এই দাবিকে পাত্তা না দিয়ে মঙ্গলবার দেশবাসীকে কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর আহবান করেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। এদিন তিনি টুইট করে লেখেন, ' কৃষকদের থেকে চুরি করা বন্ধ করা উচিত নরেন্দ্র মোদীর। সকল দেশবাসী জানে আজকে যে ভারত বনধ। সকলের উচিত সম্পূর্ণ সমর্থন করে অন্নদাতাদের এই সংঘর্ষকে সাফল্যমন্ডিত করা।

বিজেপি নেতা উলেন রায়ের মৃত্যু বিজেপির গুলিতে হয়েছে : সুব্রত মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ ডিসেম্বর (হি. স.): বিজেপির গুলিতে মৃত্যু উলেন রায় এর। দাবি করলেন বর্ষিয়ান তৃণমূল নেতা তথা পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে ডেকে তৃণমূল ও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে তিনি বলেন, ''পুলিশের গুলিতে বিজেপি কর্মী উলেন রায়ের মৃত্যু হয়নি।

উল্লেখ্য এদিন সকালে টুইটের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশ ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট উল্লেখ করে দাবি করেছে, শটগানের গুলির আঘাতেই মৃত্যু হয়েছে উলেন রায়ের। আর সেই বন্দুক রাজ্য পুলিশ ব্যবহার করে না। এদিন বেলায় সাংবাদিক বৈঠকে এ কথাই দাবি করেছেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়।

পঞ্চায়েতমন্ত্রী এদিন বলেন, 'পুলিশের গুলিতে উলেন রায় খুন হয়েছে বলে দাবি করে নতুন ইস্যু তৈরি করার চেষ্টা করছে বিজেপি। এ ব্যাপারে দল ও সরকারের তরফ থেকে খুব বিস্তারিতভাবে অনুসন্ধান করা হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, পুলিশের গুলিতে ওই ব্যক্তি মারা যাননি। এবং আজকে যে রিপোর্ট পুলিশের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি, তাতে জানানো হয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী শটগানের গুলির আঘাতে জখম হয়ে মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যক্তির। আর পুলিশ শটগান ব্যবহার করেনি।

সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের দাবি, 'সোমবার বিজেপি—র উত্তরকন্যা অভিযানে ওই ব্যক্তি ছাড়াও আরও কয়েকজনের কাছে শটগান ছিল। সশস্ত্র ওই ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য ছিল পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে আতঙ্ক তৈরি করা।

কিন্তু নিজেদের শটগানেই উলেন রায় নামে ওই ব্যক্তি আহত এবং পরে নিহত হন।' বিভিন্ন ভিডিও ফুটেজ খতিয়ে দেখে সুব্রতবাবু জানিয়েছেন, 'ওই ঘটনার সময় পুলিশ ছিল একদিকে আর মৃত ব্যক্তি ছিলেন অন্যদিকে। যদি খুব কাছ থেকে পরপর বেশ কয়েকটি গুলি না করা হয় তবে এই ধরনের বন্দুকে কারও মৃত্যু হয় না।'

এদিন বিজেপি—র প্রতি নিন্দা জানিয়ে সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি আগে সিপিএম করেছিল। কিন্তু কোনও দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দল সাধারণভাবে এটা করে না। কিন্তু আজ লক্ষ্য করছি, ক্ষমতার লোভে বিজেপি পাগল হয়ে গিয়েছে। দিল্লির ক্ষমতা থেকেও বড় ক্ষমতা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা। তারা বেপরোয়া হয়ে গিয়েছে।'

এদিকে, নিহত ব্যক্তির কাছেও একটি শটগান ছিল বলে পুলিশের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানিয়ে সুব্রত মুখোপাধ্যায় এদিন বলেন, 'আমরা যে কোনও মৃত্যুকেই দুঃখের মনে করি। কিন্তু ওইদিন বিজেপি—র মূল উদ্দেশ্য ছিল, কোনও মিটিং, প্রতিবাদ সভা নয়, প্ররোচনা তৈরি করা যাতে পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয়। কিন্তু হাজারো প্ররোচনা থাকলেও পুলিশ প্ররোচিত হয়নি। লাঠি উচিয়ে তাড়া করা ছাড়া পুলিশের পক্ষ থেকে আর কিছু পদক্ষেপ করা হয়নি।

তবে দু—একটা লাঠির আঘাতও কেউ কেউ খেয়ে থাকতে পারে।' পুলিশের ভূয়সী প্রশংসা করে পঞ্চায়েতমন্ত্রী বলেন, 'পুলিশের ধৈর্য্য দেখে আমি নিজেও অবাক হয়ে গিয়েছি।

পুলিশ নিজে মার খেয়েছে, কিন্তু তারা গুলি ব্যবহার করেনি।'

ব্রিটেনে শুরু করোনার টিকাকরণ

লন্ডন, ৮ ডিসেম্বর (হি. স.): ইংল্যান্ডে শুরু হয়ে গেল ফাইজার করোনা টিকার যাত্রা। মঙ্গলবার ৯০ বছরের মার্গারেট কিনানকে করোনার টিকা দেওয়ার মাধ্যমেই ব্রিটেনে শুরু হয় ফাইজারের করোনা টিকাকরণ।

এতদিন করোনা ট্রায়ালে অনেক স্বেচ্ছাসেবকরা ভ্যাকসিন পেয়েছেন। কিন্তু এবার প্রথমবার ফাইজারের করোনা টিকা পেলেন একজন সাধারণ ব্যক্তি। এদিন সকাল সকাল উঠে নিজের বাড়ি কভেন্টির নিকটবর্তী হাসপাতালে গিয়ে টিকা নেন ৯০ বছরের মার্গারেট কিনান। সেই সঙ্গে আজ থেকেই শুরু হল ব্রিটেনে করোনার টিকাকরণ। গত সপ্তাহেই ফাইজার ও বায়োঅ্যান্ডটেকের প্রস্তুত টিকাকে ছাড়পত্র দেয় ব্রিটিশ সরকার।

এদিন টিকা পেয়ে খুব খুশি মার্গারেট। তিনি বলেন যে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে এই টিকা পাওয়ায় খুব ধন্য বোধ করছেন। এটিকে সেরা জন্মদিনের উপহার বলে বর্ণনা করেন আর মাত্র সাতদিন পরে জন্মদিন আসতে চলা মার্গারেট। তিনি বলেন টিকা দেওয়ার ফলে পরিবারবর্গের সঙ্গে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে পারবেন তিনি।

ইংল্যান্ডে করোনায় মৃত্যু হয়েছে৬১ হাজার জনের। কিন্তু আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের আগে টিকা দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে বরিস জনসন সরকার। প্রাথমিক ভাবে চারকোটি ফাইজারের শট কিনেছে ব্রিটেন। দুটি করে ডোজ নিতে হবে, অর্থাৎ দুই কোটি মানুষ প্রাথমিক ভাবে টিকা পাবেন। দেশের মোট জনসংখ্যা ৬.৭ কোটি।

জম্মুতে কৃষকদের পাশে দাঁড়াল পরিবহন কর্মীরা

জম্মু, ৮ ডিসেম্বর (হি. স.): কেন্দ্রের নতুন তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে কৃষক সংগঠনের ডাকা ভারত বনধের জেরে বিপর্যস্ত জম্মু। এখানে গণপরিবহন কর্মী ইউনিয়নের কর্মীরা কৃষকদের এই বনধকে সমর্থন জানিয়েছে। ফলে মঙ্গলবার সকাল থেকে চূড়ান্ত দুর্ভোগের মুখে নিত্যযাত্রীরা।

জম্মুর বিভিন্ন এলাকায় এদিন সকাল থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। অল জে অ্যান্ড কে ট্রান্সপোর্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে কৃষকদের এই ভারত বনধকে সমর্থন জানানো হয়। তারা চাক্কা জামের পক্ষে থেকেছে দিনভর। ফলে যান চলাচল পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। নিত্যযাত্রীদের অসুবিধা হচ্ছে দেখে জে অ্যান্ড কে রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন এর তরফ থেকে কয়েকটি বাস চালানো হয়। কিন্তু চাহিদার তুলনায় বাসের সংখ্যা ছিল অপ্রতুল।

এদিন সকালে জম্মু শহরের বিক্রম চকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ধরনা প্রদর্শন করে। বিক্রম চক থেকে বনধ সমর্থককারীরা মিছিল বার করে। মিছিল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন তিনটি আইনের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানানো হয়। অল জে অ্যান্ড কে ট্রান্সপোর্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান টি এস ওয়াজির জানিয়েছেন, নতুন কৃষি আইন দেশে পুঁজিপতিদের আরও সুবিধা করে দেবে। কৃষকরা নিজেদের পরিশ্রমের ফল পাবে না। কৃষকদের এই আন্দোলনে জম্মুর পরিবহন কর্মীরা পাশে রয়েছে। সরকার আইন প্রত্যাহার না করলে আন্দোলন" জারি থাকবে।

কৃষক সংগঠন আহূত ভারত বনধ-এর মিশ্র প্রভাব গুয়াহাটিতে, আটক বহু পিকেটার্স

গুয়াহাটি, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : কৃষক সংগঠনের যৌথ মঞ্চ আহূত মঙ্গলবার (৮ ডিসেম্বর)-এর ১২ ঘণ্টার ভারত বনধ-এর মিশ্র প্রভাব পড়েছে অসমের রাজধানী গুয়াহাটিতে। গুয়াহাটিতে সাধারণ জনজীবন প্রায় সচল ছিল। বেশিরভাব এলাকার দোকানপাট ছিল খোলা, রাস্তায় সরকারি ও ব্যক্তিগত যানবাহন, অটোরিকশা যথারীতি চলাচল করলেও বেসরকারি সিটিবাস রাজপথে নামেনি। মহাগনগরের বেশ কয়েকটি এলাকা থেকে বহু পিকেটার্সকে আটক করেছে পুলিশ।

আজ সকাল থেকে নির্দিষ্ট স্থানে বনধ সমর্থকরা পিকেটিঙে বসেন। বাম ও কংগ্রেস সহ অন্য বিরোধী দল ও সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা নানা এলাকায় নয়া কৃষি আইনের প্রতিবাদে মিছিল-বিক্ষোভ সংগঠিত করেছেন। দিশপুরে ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের মুখ্য কার্যালয়ের প্রবেশপথে এসএফআই সদস্যরা ব্যারিকেড তৈরি করে আধিকারিক-কর্মচারীদের বাধা দেন। তখন পুলিশ বেশ কয়েকজন এসএফআই কর্মীকে আটক করে তুলে নিয়ে যায়।

দিশপুরের সুপার মার্কেট, গণেশগুড়ি, পল্টনবাজার, পানবাজার, ফ্যান্সিবাজার ইত্যাদি বহু এলাকায় দোকানপাট সম্পূর্ণ খোলা ছিল। তবে জনসমাগম বিশেষ ছিল না।

ভারত বনধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ সমর্থন নিয়ে প্রশ্ন তথাগত রায়ের

কলকাতা, ৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : বিজেপি-বিরোধী নানা দলের ডাকা মঙ্গলবারের ভারত বনধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ সমর্থন নিয়ে প্রশ্ন তুললেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

তথাগতবাবু টুইটে লিখেছেন, "সিপিএমের মেধাবী ছাত্রী হঠাৎ তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলছেন,'সব বেচে দে'উ ব্যাপারটা কি ? সরকারি মালিকানায় ব্যবসা চালাতে গিয়ে সোভিয়েত উঠে গেল। চিন বেসরকারি ব্যবসায় বিরাট সাফল্য পেয়েছেউ আমাদের সরকারি ব্যবসা চালাবার ফল হয়েছিল ৯১ সালে দেউলিয়াপনাউ এখন "বেচে দে" বলে ন্যাকামো ?"

কয়লা পাচার কাণ্ডে মূল অভিযুক্তর বিরুদ্ধে লুকআউট বিজ্ঞপ্তি জারি সিবিআইয়ের

কলকাতা, ৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : কয়লা পাচার কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত অনুপ মাজি ওরফে লালার বিরুদ্ধে মঙ্গলবার 'লুকআউট' বিজ্ঞপ্তি জারি করল সিবিআই।

বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে রাজ্য ও ভিন রাজ্যে কয়লা পাচার নিয়ে তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। পাচারচক্রের উৎখাতে আসানসোলে শিবির করে চব্বিশ ঘন্টা ধরে তল্লাশি চালাচ্ছে এই বাহিনী। প্রতিক্ষেত্রে অভিযুক্ত লালা। তাঁর সন্ধানে কলকাতা ও পুরুলিয়ায় হানা দিয়ে লালাকে নাগালে পায়নি সিবিআই। সোমবার বেলা এগারোটায় সময়ে তাঁকে নিজাম প্যালেসে হাজির হওয়ার জন্য নোটিস পাঠিয়েছিল সিবিআই।

সোমবার অসুস্থতা দেখিয়ে সিবিআই দফতরে হাজিরা এড়িয়ে যান লালা। নিজেকে অসুস্থ জানিয়ে উকিলকে দিয়ে নিজাম প্যালেসে চিঠি পাঠান তিনি। তিনি আদৌ অসুস্থ কিনা, তা নির্ণয় করে পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এই পরিস্থিতিতে দেশের সমস্ত বিমানবন্দরে পাঠানো হয়েছে ছবি-সহ ওই বিজ্ঞপ্তি। লালা যাতে বিদেশে পালাতে না পারে তাই এই পদক্ষেপ করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। এছাড়া, লালার এক সহযোগী ব্যবসায়ী নীরজ সিংকেও তলব করেছে সিবিআই। সূত্রের আশঙ্কা, ইতিমধ্যে লালা মুম্বই পালিয়েছে বলে অনুমান। মুম্বইয়ে সিবিআই আধিকারিকদের সতর্ক করেছে কলকাতার দফতর।

কৃষি বিক্ষোভ নিয়ে পাল্টা বিরোধীদের কটাক্ষ প্রকাশ জাভড়েকরের

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর (হি. স.): কৃষকদের ডাকা ভারত বনধকে সমর্থন জানিয়েছে কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজ পার্টি, বামপন্থী দলগুলো, আরজেডি সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি। বিরোধীদের এই অবস্থানকে তীব্র কটাক্ষ করেছে কেন্দ্র তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর। তিনি দাবি করেছেন বিরোধীরা দ্বিচারিতা করছে।

সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ দাবি করেছিলেন কৃষি ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিসর বৃদ্ধি করা হয়েছিল ইউপিএ সরকারের আমলে। এদিন সেই কথার পুনরাবৃত্তি করে প্রকাশ জাভড়েকর জানিয়েছেন, কৃষকদের নাম করে ডাকা ভারত বনধকে রাজনৈতিক দলগুলি সমর্থন দ্বিচারিতা ছাড়া আর কিছু নয়। আর যেসব রাজনৈতিক দল বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যস্ত তারাই এপিএমসি- কে শেষ করে দেওয়ার জন্য উদ্যত হয়েছিল। এই সব রাজনৈতিক দলগুলির শাসিত কয়েকটি রাজ্যে কনট্রাক্ট ফার্মিংকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল। আজ তারাই বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। দ্বিচারিতার একটা সীমা থাকা উচিত।

মঙ্গলবার নিজের টুইট বার্তায় তিনি আরও দাবি করেছেন ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য যেমন ছিল তেমনি আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। বিগত ৫৫ বছর ধরে ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য থেকে কৃষকরা যে ভাবে লাভবান হচ্ছে আগামী দিনেও ঠিক সেই ভাবেই হবে। কৃষকদের সমৃদ্ধি কেন্দ্রের কর্তব্য। নতুন কৃষি আইন কৃষকদের পক্ষে রয়েছে।

মাউন্ট এভারেস্টের নতুন উচ্চতা ৮৮৪৮.৮৬ মিটার : নেপাল সরকার

কাঠমাণ্ডু, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ড এভারেস্টের উচ্চতা কত? এতদিন এই প্রশ্নের উত্তর ছিল-৮ হাজার ৮৪৮ মিটার। কিন্তু, মঙ্গলবারের পর থেকে এই উত্তর দিলে তা পুরোপুরি ভুল হবে। কারণ, মঙ্গলবার নেপাল সরকারের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে, মাউন্ট এভারেস্টের নতুন উচ্চতা এখন ৮৮৪৮.৮৬ মিটার। বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা নিয়ে কয়েক দশক ধরে বিতর্ক চলছিল, অবশেষে নেপাল সরকার জানিয়ে দিল, মাউন্ট এভারেস্টের নতুন উচ্চতা ৮৮৪৮.৮৬ মিটারই।

নেপাল ও চিনের যৌথ উদ্যোগে পরিমাপের পর মাউন্ট এভারেস্টের নতুন উচ্চতা ঘোষণা করা হয়েছে। ২০১১ সাল থেকেই মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা মাপার কাজ করছিল নেপাল। নেপালের বিদেশমন্ত্রী প্রদীপ গয়ালি জানিয়েছেন, "ঐতিহাসিক দিন। মাউন্ট এভারেস্টের নতুন উচ্চতা হল ৮৮৪৮.৮৬ মিটার।" একইসঙ্গে চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ইয়ি জানিয়েছেন, পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ড এভারেস্টের উচ্চতা ৮৮৪৮.৮৬ মিটার।

কন্যাশ্রী প্রকল্পের রূপায়ণে প্রতিটি স্কুলে নিয়োগ হবে নোডাল অফিসার

কলকাতা, ৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : বিধানসভা ভোট এগিয়ে আসার সাথে সাথে সরকারের জনমোহিনী নীতির রূপায়ণে বাড়তে গুরুত্ব দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। এই অবস্থায় কন্যাশ্রী প্রকল্পের কাজ আরও গুরুত্ব সহকারে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রতিটি স্কুলে একজন করে নোডাল অফিসার নিয়োগ করা হবে।

কন্যাশ্রী প্রকল্প অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারকে নগদ সহায়তার মাধ্যমে মেয়েদের জীবন ও অবস্থার উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গের সরকার কর্তৃক গৃহীত একটি উদ্যোগ, যাতে অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে কোনও পরিবার আঠারো বৎসর আগে তাদের মেয়ে সন্তানের বিয়ের ব্যবস্থা না করে।

কন্যাশ্রী পোর্টালের আওতায় থাকা রাজ্যের সবকটি স্কুলকে এই অফিসার নিযুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জানানো হয়েছে, প্রতিটি স্কুল একজন করে শিক্ষককে কন্যাশ্রী প্রকল্পটি দেখভাল করার জন্য দায়িত্ব দেবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের হাতে ওই স্কুলের কন্যাশ্রী সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ দেখভালের দায়িত্ব থাকবে। সম্প্রতি সরকারের তরফে নির্দেশিকা জারি করে এই বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে স্কুলগুলিকে।

সূত্রের খবর, ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভের সাম্প্রতিক রিপোর্টে দেখা গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে পড়ুয়াদের মধ্যে স্কুলছুটের প্রবণতা ক্রমশই কমছে। শুধু তা-ই নয়, স্কুলছুটের অসুখ কাটিয়ে দেশের সেরা ৬-৭টি রাজ্যের মধ্যে ঠাঁই করে নিয়েছে এই রাজ্যের পড়ুয়ারা। তাদের মধ্যে বেশি সাফল্য মেয়েদের শিক্ষার মাপকাঠিতে। সেখানে রাজ্যে স্কুলছুটের হার আরও কম। তামিলনাড়ু, কেরালা, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশের পরেই গোটা দেশের নিরিখেও বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। জাতীয় স্তরে ৩.২৩ু ছাত্রী স্কুলছুট হয়। ছেলেদের হার (২.৭৭ু) কিছুটা কম। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ৩.৫১ু ছেলে ও ১.২৮ু মেয়ে স্কুলছুট। অনেকের মতে, এই সাফল্যের অন্যতম কারণ কন্যাশ্রী প্রকল্প। কন্যাশ্রী প্রকল্প অনুসারে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীরা নাম নথিভুক্ত করলেই বছরে ৫০০ টাকা মেলে।

সূত্রের খবর, সম্প্রতি জেলাশাসকদের দফতর থেকে শিক্ষা (ডিআই) দফতরের কাছে নির্দেশিকা পাঠানো হয়। এরপর স্কুলগুলির কাছেও পৌঁছায় এই নির্দেশনামা। এবার স্কুলের কন্যাশ্রী পোর্টালের আওতাভুক্ত স্কুলগুলির যিনি প্রধান তিনি শিক্ষকদের মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নিয়ে নোডাল অফিসারের দায়িত্ব দেবেন। সেই অফিসারের হাতে এই প্রকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব অর্পণ করা থাকবে। জেলাশাসকের দফতর থেকে স্কুলশিক্ষা দফতরের সঙ্গেও সমন্বয় সাধন করবেন সংশ্লিষ্ট ওই আধিকারিক।

ছয়ের পাতায়

বাংলার মানুষ জানেন সন্ত্রাস কারা করে, নাম না করে তৃণমূলকে কটাক্ষ শমীক ভট্টাচার্যর

কলকাতা, ৮ ডিসেম্বর (হি স): বর্তমানে রাজ্য রাজনীতি উত্তাল বিজেপির উত্তরকন্যা অভিযানে বিজেপি কর্মীর উলেন রায়ের মৃত্যু ঘিরে। বিজেপি কর্মীর মৃত্যু হয়েছে পুলিশের গুলিতে অভিযোগ বিজেপির। যদিও সেই অভিযোগ উড়িয়ে বিজেপিই তাদের দলের কর্মীকে মেরেছে পাল্টা অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। আর তারপরেই মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করে নাম না করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "বাংলার মানুষ জানেন সন্ত্রাস কারা করে "।

এই প্রসঙ্গে শমীক ভট্টাচার্য আরও বলেন, "বাংলার মানুষ জানেন সন্ত্রাস কারা করে। গুলি আসবে কিভাবে আসবে আমাদের কর্মীদের কাছে? মিছিলের সামনে ছিলেন উলেন রায়।গুলি করা হয়েছে সামনে থেকে। সামনে ছিল পুলিশ বাহিনী। বিজেপি গুলি চালালে পুলিশের শরীরে লাগল না কেন? আজ বনধেও উত্তরবঙ্গে পুলিশ হামলা চালিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মই হয়েছে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে"।

এরপরেই গুজরাটের প্রসঙ্গ

ছয়ের পাতায়

অবৈধভাবে আটকে রাখা কেন্দ্রের প্রিয় পছন্দে পরিণত হয়েছে : মেহবুবা

শ্রীনগর, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): নিজ বাসভবনে ফের আটকে রাখা হল জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতিকে। মঙ্গলবার টুইটারে "গৃহবন্দী" থাকার একটি ভিডিও আপলোড করে মেহবুবা মুফতি নিজেই এই দাবি করেছেন। ভিডিও-তে দেখা যায়, তালা লাগানো গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি বলছেন, এটা কেমন ধরনের তামাশা হচ্ছে? গেট খুলে দিন আমাকে বাইরে যেতে হবে, তালা খুলে দিন।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আমাকে দেখান আপনাদের কাছে কী কাগজ রয়েছে, এভাবে বেআইনিভাবে আমাকে আটকে রাখা যায় না। যদিও গেটের উলটোদিক থেকে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। টুইটারে

ছয়ের পাতায়

বঙ্গের বিভিন্ন স্টেশনে রেল অবরোধ, জেলাতেও প্রতিবাদ-বিক্ষোভ

কলকাতা, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): কৃষি আইনের প্রতিবাদে কৃষক সংগঠনের ডাকা "ভারত বনধ"-এর ভালোই প্রভাব পড়ল পশ্চিমবঙ্গে। "ভারত বনধ"-এর সমর্থনে মঙ্গলবার সকাল থেকেই কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় রেল ও সড়ক অবরুদ্ধ করে বনধ সফল করার চেষ্টা করেছেন সমর্থনকারীরা। মঙ্গলবার সকালেই যাদবপুর স্টেশনে রেল অবরোধ করেন বামেরা। ফলে ক্যানিং, ডায়মন্ড হারবার, লক্ষ্মীকান্তপুর, সোনারপুর প্রভৃতি শাখার ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে সকাল ৯টা বেজে ৭ মিনিটে যাদবপুরে অবরোধ উঠে যায়। শিয়ালদহ শাখার ডায়মন্ড হারবারে রেল অবরোধ করা হয়।

হোটর এবং বারুইপুরের মধ্যে রেললাইনে কলাপাতা বিছিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বনগাঁ সেকশনের অশোকনগরেও রেল অবরোধ করা হয়। হুগলির রিষড়া স্টেশনে রেল অবরোধ করেন বাম সমর্থকরা। মধ্যমগ্রাম স্টেশনেও রেল অবরোধ করেন বামেরা। আটকে পড়ে আপ ও ডাউন ট্রেন। অবরোধের জেরে শিয়ালদহ-বনগাঁ ও শিয়ালদহ-হাসনাবাদ ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়।

যাদবপুরের এইট বি বাসস্ট্যান্ডের কাছে এদিন সকালেই জমায়েত করেন বামপন্থী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। এলাকায় মিছিল করা হয়। কলেজস্ট্রিট চত্বরের ট্রাম, বাস আটকে দেন বনধ সমর্থকরা। ধর্মতলায় বাম ছাত্র-যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআইয়ের সদস্যরা রাস্তা অবরোধ করেন। কৃষকদের ডাকা বনধের সমর্থনে লেকটাউন, বাঙ্গুরের যশোর রোড অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। মোদী, আদানি-আম্বানীর কুশপুতুল দাহ করা হয়। তার জেরে দীর্ঘ সময় যশোর রোডে যান চলাচল কার্যত বন্ধ হয়ে যায়।

গৃহবন্দী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ আপ-এর

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): দিল্লিতে নিজ বাসভবনেই গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (আপ)-র সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে। মঙ্গলবার সকালে টুইট করে এমনই দাবি করেছে কেজরিওয়াল দল আম আদমি পার্টি। টুইটে লেখা হয়েছে, "সোমবার সিংঘু সীমান্তে কৃষকদের সঙ্গে দেখা করার পর থেকেই নিজ বাসভবনে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে বন্দী করে রেখেছে দিল্লি পুলিশ। কাউকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, বেরোতেও দেওয়া হচ্ছে না।" প্রসঙ্গত, সোমবার সকালেই সিংঘু সীমান্তে গিয়ে আন্দোলনকারী কৃষকদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন কেজরিওয়াল, কৃষকদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি। একইসঙ্গে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন কেন্দ্রের বিরুদ্ধেও।

অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে "গৃহবন্দী" করে রাখার বিষয়ে এদিন সকালেই সাংবাদিক সম্মেলন করে আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ জানিয়েছেন, "সোমবার সিংঘু সীমায় কৃষকদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেছিলেন আমরা কৃষকদের সেবাদারের মতো সেবা করব এবং সমর্থন করব। তিনি বাড়িতে ফিরে আসার পর থেকেই, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশেই দিল্লি পুলিশ সমস্ত দিক থেকে তাঁর বাসভবন ব্যারিকেড করে ঘিরে ফেলেছে, একেবারে গৃহবন্দী করে রাখার মতো পরিস্থিতি।" সৌরভ ভরদ্বাজ আরও বলেছেন, "মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রীকেও বাইরে বেরোতে দেওয়া হচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া বিধায়কদের মারধর করা হয়েছে, কর্মীদেরও ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাংক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংঘ :** ৯৭৭৪৯৮৯০৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৫৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্টাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৬৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন :** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘণ্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম :** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৯৯৭৫০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শবরাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৯৪৩৬৪৬৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৭৫২১, ৯৮৫৬৮৭৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৫৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৩৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৫৯৮৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৯৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৯১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৮১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪০৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৪০৩৩, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩ **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৪৫ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভারতে ৯৭-লক্ষ ছাড়াল করোনা-সংক্রমণ, মৃত্যু বেড়ে ১,৪০,৯৫৮

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): সুস্থতার সামগ্রিক হার দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে ভারতে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত সুস্থতার হার ৯৪.৫৪ শতাংশে পৌঁছেছে। মোট সংক্রমিতের সংখ্যা ৯৭.০৩-লক্ষ। বিগত ২৪ ঘণ্টায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটাই কমেছে, যা ৩০ হাজারের নীচে রয়েছে। তবে, সংক্রমণ ও মৃত্যুতে রাশ টানাই যাচ্ছে না। বাড়তে বাড়তে ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৯৭-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। ভারতে বিগত ২৪ ঘণ্টায় (সোমবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৩৮৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২৬,৫৬৭ জন।

৩৮৫ বেড়ে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৪০,৯৫৮ জন। ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৯৭ লক্ষ ০৩ হাজার ৭৭০-এ পৌঁছে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৩৯,০৪৫ জন, ফলে এযাবৎ দেশে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৯১,৭৮,৯৪৬ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ৮৩ হাজার ৮৬৬ জন, বিগত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কমেছে ১২,৮৬৩ জন। বিগত ২৪ ঘণ্টায় দেশে মোট করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা ১০,২৬,৩৯৯।

সরকারের যদি হৃদয় থাকে, কৃষকদের সঙ্গে কথা বলা উচিত : সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): বিতর্কিত কৃষি আইনের প্রতিবাদে লাগাতার ১৩ দিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন অন্নদাতারা। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠকের পরও সমাধানসূত্র বের হয়নি। ফলে কৃষকদের আন্দোলন জারি রয়েছে। এমতাবস্থায় কৃষক আন্দোলন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করলেন শিবসেনার রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত। মঙ্গলবার রাউত জানিয়েছেন, "সরকারের যদি হৃদয় থাকে, কৃষকদের সঙ্গে কথা বলা উচিত।" সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে সঞ্জয় রাউত বলেন, "সরকারের যদি হৃদয় থাকে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হোক অথবা প্রধানমন্ত্রী, তাঁদের সেখানে যাওয়া উচিত এবং কৃষকদের সঙ্গে কথা বলা উচিত।"

কৃষক সংগঠনের ডাকে মঙ্গলবারের "ভারত বনধ" প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, "এটি কোনও রাজনৈতিক বনধ নয়। এটা আমাদের আবেগ ও অনুভূতি। দিল্লিতে আন্দোলনরত কৃষক সংগঠন কোনও রাজনৈতিক পতাকা বহন করছে না। কৃষকদের পাশে থাকা আমাদের কর্তব্য এবং তাঁদের আবেগের সঙ্গে যুক্ত থাকা আমাদের দায়িত্ব। এখানে কোনও রাজনীতি হচ্ছে না এবং রাজনীতি হওয়া উচিতও নয়।"

শমীক ভট্টাচার্যর

পাচের পাতার পর

টেনে শমীক ভট্টাচার্য আরও বলেন, "গণতন্ত্র যেখানে সবথেকে বেশি কার্যকর, সেই রাজ্য হল গুজরাট"।

পুরভোটই প্রসঙ্গ টেনে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "কবে পুরভোট রাজ্যের কাছে জানতে চেয়েছে আদালত। কলকাতা সহ সব পুরসভায় প্রশাসক নিয়োগ ঠিক হয়নি। আমাদের অভিযোগই প্রমাণিত হল সুপ্রিম কোর্টে"।

নোডাল অফিসার

পাচের পাতার পর

এই নোডাল অফিসার পদের মূল লক্ষ্য থাকবে, কন্যাশ্রীকে আরও নির্ভুল ও দ্রুততার সঙ্গে উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য সভাপতি দিব্যেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "কন্যাশ্রী প্রকল্প দেখভালের জন্য একজন নোডাল অফিসারকে দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি। স্কুলে কে-ওয়ান স্তরে কোনও ছাত্রী যদি কন্যাশ্রীর আওতাভুক্ত না হন তাহলে কে-টু স্তরে গিয়ে তাঁর নাম নথিভুক্তিকরণে সমস্যা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। স্কুলের তরফে একজন আধিকারিক যদি কন্যাশ্রী প্রকল্পটি দেখভাল করেন, তাহলে কোনও ছাত্রীকে বঞ্চিত হতে হবে না।

মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ মিত্র বলেছেন, "স্কুলের কাজ সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যেতে এবং কন্যাশ্রী প্রকল্প ছাত্রছাত্রীদের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে নোডাল অফিসার নিযুক্ত করার পদক্ষেপের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। শিক্ষক সংগঠনের তরফ থেকে সরকারের কাছে এই দাবি আমরা জানিয়েছিলাম। সেই দাবি পূরণ হওয়ায় আশ্বস্ত বোধ করছি।'

মিছিল শিলচরে

তিনের পাতার পর

লস্কর, ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র অসম রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি হিল্লোল ভট্টাচার্য, জেলা সম্পাদক গৌরচন্দ্র দাস, পল্লব ভট্টাচার্য, ফোরাম ফর সোশ্যাল হারমনি-র বিশ্বজিৎ দাস, ডিওয়াইএফআই-এর রাজেশ সরকার, বিজিত কুমার সিংহ প্রমুখ।

জীতেন্দ্র সিং

তিনের পাতার পর

বিধানসভার প্রস্তুতি নিয়ে মতবিনিময় করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা, অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক মানভে রুপি প্রমুখ।

মঙ্গলবার সাংসদ জীতেন্দ্র সিং হাফলং থেকে কারবি আংলঙে গিয়ে সেখানে কংগ্রেসের নেতা কর্মীদের সঙ্গে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। বুধবার তিনি যোরহাট যাবেন, প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের উদ্দেশ্যে শান্তি সম্ভাবনা যাত্রায় যোগদান করতে।

মুখ্যমন্ত্রীর

তিনের পাতার পর

হরিয়ানায় জোটসঙ্গী জননায়ক জনতা পার্টি ভূমিকা নিয়ে বিজেপির অন্দরে ক্ষোভ বেড়েছে। জননায়ক জনতা পার্টির একাধিক বিধায়ক কৃষকদের পক্ষে সওয়াল করেছে। ফলে অস্বস্তি বেড়েছে দুই দলের মধ্যে। কৃষক আন্দোলনের জেরে হরিয়ানা - দিল্লি সীমান্ত অবরুদ্ধ হওয়া নিয়েও দুইজনের কথা হয়। বৈঠক থেকে বেরিয়ে উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে কোনও কথা বলেন নি মুখ্যমন্ত্রী।

কীভাবে

দুইয়ের পাতার পর

পিছনেই আছি। চোখ বন্ধ করে!"

সাংবাদিক দেবময় ঘোষ লিখেছেন, "সব বিষয়ে মন্তব্য করতে পছন্দ করি না। এক তৃণমূল সাংসদের অসভ্যতার পরেও তাই একটি শব্দও খরচ করিনি। শুধু অপেক্ষা করে আছি ওই সাংসদের প্রতি তৃণমূলের অবস্থান জানতে ..." সাংবাদিক সুমিত চৌধুরী লিখেছেন, "আমি যতদূর জানি এই মহুয়া রানাঘাটের পাল চৌধুরী জমিদার বাড়ির বংশধর। সামন্ততান্ত্রিক অবশেষের হ্যাংওভার কাটেনি।

বাম আমলে অনেক দিন নামী দৈনিকের সাংবাদিক হিসাবে মহাকরণ বিট করেছি। সাংবাদিকদের সম্পর্কে অশ্রীতিকর মন্তব্য অবশ্যই কেউ কেউ এক-আধ সময়ে করেছেন। কিন্তু সে সব গভীর রেখাপাতের মতো হয়নি। সামগ্রিক বিতর্কে উঠে আসছে সাংবাদিকদের ভাল-মন্দের প্রসঙ্গ। সেগুলো অন্য প্রসঙ্গ। এই আলোচনার সঙ্গে একেবারেই সংপৃক্ত নয়।

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় ছিলেন সকলেই। অবশেষে এ বিষয়ে রানিগঞ্জের সভায় মুখ খুললেন তিনি। প্রেসের সম্মান আছে-ওঁরা মানুষকে সাহায্য করে!" মহুয়াকে "নীরব" জবাব মমতার।

রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে সরকার কাজ করছেঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে সরকার কাজ করছে। বর্তমান রাজ্য সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকেই জন কল্যাণে ধারাবাহিকভাবে উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। রাজ্য সরকারের এই সাফল্য নিয়ে আগামী ১৩ ডিসেম্বর দুপুর ২টায় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে রাজ্যের সকল অংশের জনগণের সাথে এক মতবিনিময় সমাবেশে মিলিত হবেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যের সকল অংশের জনগণকে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার গঠন হওয়ার পর থেকে শিক্ষা, পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, মার্ট সিটি, সাবমে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন, আধুনিক ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট নির্মাণ সহ প্রতিটি সেক্টরে উন্নয়ন হচ্ছে। এছাড়াও রেগায় ও কৃষিক্ষেত্রের অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য হলো জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জনগণের উন্নয়নে কাজ করা। রাজ্যে বিগত ৪০ বছর ধরে যে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো সেটা পরিবর্তন করে রাজ্য সরকার নতুন এক দিশা নিয়ে কাজ করছে। বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যে কোনও ধরণের অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে আপোস করবে না। রাজ্যের জনগণের সার্বিক বিকাশই হচ্ছে রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী চাকরিচ্যুত ১০,৩২৩ শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, রাজ্য সরকার সম্প্রতি বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। ঐ সমস্ত পদে চাকরি পাওয়ার জন্য আপনারাও প্রস্তুতি নিন।

সক্রিয় রোগী ৭,৬৯৬ জন, তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১,৪৭৭

হায়দরাবাদ, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): করোনার মৃত্যুমিছিল ধীরে ধীরে কমছে তেলেঙ্গানায়। বিগত ২৪ ঘণ্টায় তেলেঙ্গানায় করোনা-আক্রান্ত মাত্র ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে, সংক্রমণে রাশ টানা যাচ্ছে না। দক্ষিণ ভারতের রাজ্য তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৬৮২ জন। ফলে তেলেঙ্গানায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৭৪,৫৪০ এবং এযাবৎ মৃত্যু হয়েছে ১,৪৭৭ জনের। স্বস্তি দিয়ে তেলেঙ্গানায় বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যা, তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সুস্থতার সংখ্যা ২,৬৫,৩৬৭ জন। মঙ্গলবার সকালে তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৬৮২ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ২,৬৫,৩৬৭ জন করোনা-রোগী। সোমবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৭,৬৯৬ জন। তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৬.৬৫ শতাংশ।

বনধের সমর্থনে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ

কেন্দ্রীয় কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে ডোমজুর স্টেশনের কাছে রেল অবরোধ করেন আন্দোলনকারীরা। কাঁদে লাঙল নিয়ে শুরু হয় অবরোধ। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আমত- হাওড়া শাখায় ব্যাহত হয় ট্রেন চলাচল। আটকে থাকে ডাউন আমতা-হাওড়া লোকাল। বাঁকুড়ার গোবিন্দনগর বাস স্ট্যান্ডে পরিবহণ শ্রমিকরা কৃষক আন্দোলনের পাশে থেকে বনধে সামিল হন। বন্ধ থাকে বাস চলাচল।

বনধ

● **প্রথম পাতার পর**

জন্য কংগ্রেস তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তাতে দারুণ সাড়া মিলেছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় বনধ দারুণভাবে পালিত হচ্ছে। শুধু দ্বিচক্রযান ছাড়া অন্য গাড়ি রাস্তায় তেমন দেখা যাচ্ছে না। তিনি জোর গলায় বলেন, কৃষকদের সর্বনাশের জন্য এই আইন আনা হয়েছে। তাই তাদের ডাকা বনধ-কে কংগ্রেস সমর্থন দিয়েছে। ফলে, ত্রিপুরায় বনধের দারুণ প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বিজেপি

● **প্রথম পাতার পর**

পড়েছে। ফলে, বনধ পালন করা অস্তিত্বের প্রশ্নে বিরোধীদের সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে, ত্রিপুরাবাসী এই অপসংস্কৃতি পছন্দ করেন না, তা আজ বুঝিয়ে দিয়েছেন।

তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় জনজীবন স্বাভাবিক রয়েছে। মানুষ অন্যান্য দিনের মতোই বাড়ি থেকে বের হয়েছেন। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজে গিয়েছেন। দোকানপাট, বাজার-হাট সবই খুলেছে। তিনি বলেন, বনধ সত্ত্বেও সর্বত্রই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে।

কৈলাসহরে

● **প্রথম পাতার পর**

কংগ্রেস কর্মীরা টায়ার জালিয়ে দেয় ছুটে অগ্নিনির্বাপক দপ্তর। পরবর্তী সময়ে সিপিআম কর্মীদের গ্রেপ্তার করে কৈলাসহর টাউন হলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কংগ্রেস কর্মীদের স্থানীয় আরকেআই স্কুলে নিয়ে যাওয়া হয় বন্ধ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এমনটা সাংবাদিকদের সিপিএম নেতা তথা বিধায়ক মবশ্বর আলী বলেন। প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি বীরজিত সিনহা বলেন। বিজেপি কৈলাসহর মন্ডল সভাপতি হেমেন্দ্র চন্দ্র দে বলেন।

মেহবুবা

পাচের পাতার পর

মেহবুবা লেখেন, 'অবৈধভাবে আটকে রাখা কেন্দ্রের প্রিয় পছন্দে পরিণত হয়েছে। বদগাম যেতে চেয়েছিলাম আমি, যেখানে কয়েকশো পরিবারকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, কিন্তু আমাকে পুনরায় আটকে দেওয়া হয়েছে।'

মুখ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর

কর্মসূচির বিস্তারিত উল্লেখ করে জানান, স্বচ্ছ আগরতলা, সুস্থ আগরতলা কর্মসূচি আজ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০২১ পর্যন্ত চলবে। তিনি জানান, দশ সপ্তাহের প্রতিটি সপ্তাহেই নির্দিষ্ট কর্মসূচি রয়েছে। সাফাই কর্মসূচির পাশাপাশি, পেইন্টিং, গান, শর্ট ফিল্ম, পোস্টারিং ইত্যাদি বিষয়ে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও আগরতলা শহরের ৫০টি ওয়ালে পেইন্টিং করা হবে, বিভিন্ন বাজার সাফাই অভিযান করা হবে, প্লাস্টিকের পরিবর্তে পরিবেশ বান্ধব সামগ্রী ব্যবহারে উৎসাহিত করা হবে।

সাফাই কর্মচারীদের টিকাকরণ, বীমা, সুরক্ষা সামগ্রী বিতরন করার কর্মসূচিও গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন পুর কমিশনার। দশ সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচিতে নাগরিকদের সার্বিক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই স্বচ্ছ আগরতলা সুস্থ আগরতলা গড়ে তোলা হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা রত্নজিৎ দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের অতিরিক্ত কমিশনার অক্ষয় লাব।

অনুষ্ঠানে স্বচ্ছ আগরতলা, সুস্থ আগরতলা নামক একটি বইয়ের মলাট উন্মোচন করেন মুখ্যমী ও অন্যান্য অতিথিগণ। এদিনের অনুষ্ঠানে আগরতলা পুরনিগম এলাকার স্বাস্থকর্মী ও সাফাই কর্মীদের মধ্যে থেকে শ্রেষ্ঠ পরিষেবা প্রদান করার জন্য সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে আগরতলা পুরনিগমের সিটিজেন গ্রীভেন্স রিড্রেসাল পোর্টাল ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন এর উদ্বোধন করেন মুখ্যমী। অনুষ্ঠানে স্বচ্ছতা বিষয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য আতিথিগণ এই প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন।

ডিজিট্যাল দুনিয়ার অন্যতম সহযাত্রী অ্যামওয়ে ইন্ডিয়া

আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর: দুনিয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে অ্যামওয়ে ইন্ডিয়াও এখন সম্পূর্ণ ডিজিট্যাল মঞ্চে পরিবর্তিত হতে যাচ্ছে। কেননা ভবিষ্যতের বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে ডিজিট্যাল হয়েই উঠবে বলে মনে করে অ্যামওয়েই তাই সার্বিক প্রেক্ষাপটকে পরিবর্তিত করে ডিজিট্যাল পদ্ধতি গড়ে তোলার জন্য অ্যামওয়ে ১৫০ কোটি টাকা ব্যয় করার উদ্যোগ নিয়েছে। যা মূলত স্বয়ংক্রিয় নির্মাণ, হোম ডেলিভারি এবং অন্যান্য ডিজিট্যাল সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাজে লাগানো হবে। যে বিনিয়োগের মাধ্যমে অ্যামওয়ে ডাইরেক্ট সেলার আর গ্রাহকদের আরও সহজ ও সাবলীল অভিজ্ঞতার মুখোমুখি এনে দেবে।

সম্পূর্ণরূপে ডিজিট্যাল দুনিয়ায় এই পদার্পণ উপলক্ষে অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার সি.ই.ও. অংশু বুধরাজা বলেন, "ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য দশ বছরের যে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে, তার অঙ্গ হিসেবে ইতোমধ্যেই ব্যবসাকে সুসংহতভাবে 'অফলাইন থেকে অনলাইন'-এ নিয়ে যাওয়া শুরু হয়েছে। এই অবস্থায় বিশ্বজুড়ে মহামারির পরিস্থিতি, ব্যবসাকে 'হাই-টাচ থেকে হাই-টেক'-এ নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করেছেউ অনলাইন শপিং এখন দ্রুত বর্ধমান প্রবণতা। তাছাড়া সরকারের 'ডিজিট্যাল ইন্ডিয়া' উদ্যোগের সঙ্গে সহযাত্রী হয়ে বিনিয়োগ করছে অ্যামওয়ে ইন্ডিয়াও।

এই উদ্যোগের প্রসঙ্গে সংস্থার ডিজিট্যাল কৌশল ও উদ্ভাবনা বিভাগের প্রধান প্রিয়া দার বলেন, "ডিরেক্ট সেলারদের জন্য অ্যামওয়ে ইতোমধ্যেই মোবাইল অ্যাপ-এর সূচনা করেছে। যা প্রথম এক মাসেই লক্ষাধিক মোবাইলে ডাউনলোড হয়ে গেছেউ ডিরেক্ট সেলার আর গ্রাহকদের সুবিধার জন্য তৈরি করা 'মাইরা' চ্যাটবট বিশেষ সাড়া ফেলে দিয়েছে। অ্যামওয়ের সঙ্গে আরও সহজে যুক্ত থাকার জন্যই এইসব উদ্যোগ।" এই ডিজিটাল উদ্যোগের সঙ্গে ডিরেক্ট সেলার আর গ্রাহকদের সাবলীল করে তুলতে ইতোমধ্যেই অ্যামওয়ের পক্ষ থেকে ছয় হাজারের বেশি অনলাইন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি করা হয়েছে, যেখানে নয় লক্ষেরও বেশি অংশগ্রহণকারী ছিলেন।

বড়জলায়

● **প্রথম পাতার পর**

এদিন সকালে বড়জলা এলাকায় একটি বাইকসহ তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। তার এক বন্ধু সুজন নিহতের বাবাকে কল করে জানায় যে বিপ্রদীপ দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নিহত কিশোরের বাবা মা হাসপাতালে ছুটে যান। গিয়ে দেখেন ছেলের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, হাসপাতালে নিয়ে আসার সময় বিপ্রদীপের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। হাসপাতালে পৌঁছার সাথে সাথেই বিপ্রদীপ মারা যায়। নিহতের বাবার আশঙ্কা বিপ্রদীপকে পরিকল্পিত ভাবে খুন করা হয়েছে। যদিও পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে, রাজ্যে পথ দুর্ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন আনন্দ নগর এলাকায় বাইকের ধাক্কায় এক মহিলা গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। বাইকের ধাক্কায় আহত মহিলার জিবি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। জানা যায় দ্রুতগামী বাইক মহিলাকে ধাক্কা দেয় বাইকের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে মহিলা গুরুতরভাবে আহত হন স্থানীয় লোকজন রা ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এগিয়ে যান এবং আহত মহিলাকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান। মহিলার পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে তিনি বাজারে গিয়েছিলেন। বাজার থেকে ফেরার পথেই তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন আমতলী থানা এ ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট মামলা গৃহীত হয়েছে। পুলিশ বাইক সহ দুজনকে আটক করেছে। বাইক চালককের দ্রুতগামী তার কারণ এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। এদিকে শান্তিরবাজার উদয়পুর সড়কে পথ দুর্ঘটনায় ছয়জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে অলছড়া এলাকায় সংবাদ সূত্রে জানা গেছে একটি গাড়ি শান্তির বাজার থেকে উদয়পুর এর দিকে আসছিল বিপরীতমুখী একটি গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে ৬ জন আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বিস্মিত

● **প্রথম পাতার পর**

নিতে পারে না। মাঠে জনগণের কাছে এই ধরনের পছন্দ অপছন্দ যাচাই করা পরিষদীয় গণতান্ত্রিক রীতির মত মনে হয়না। রাজস্বমন্ত্রী বিস্ময়ের সঙ্গে জানান, ২০১৮ সালের বিজেপি - আইপিএফটি'র জোট সরকার রাজ্যের ক্ষমতায় আসে। এই ২ বছর সময়ের মধ্যেই কি সরকারের জনপ্রিয়তা মাঠের মধ্যে জনমত যাচাই করে জানতে হবে। তাছাড়া তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সাংবাদিক সম্মেলনের আগে মন্ত্রিসভার বৈঠক করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় হল, বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে কোনও কিছুই উল্লেখ করেননি।

তিন নির্মাণ

● **প্রথম পাতার পর**

পারছে না কি বলবে। পিতা অপহরণের ঘটনা আজ সকালে নারায়ন দেবনাথ গিয়েছেন গঙ্গানগর থানায়। মায়ের আর্তনাদ চিৎকার সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের কাছে কাঁদতে কাঁদতে বলেন আমার ছেলেকে ফিরিয়ে এনে দাও। অসহায় পরিবার অপহরণের ঘটনায় ভেঙে পড়েছেন। নারায়ণ দেবনাথের দুই ছেলে এক ছেলে সুবল আরেকজন প্রদীপ। স্ত্রী কান্নায় কিছু বলতে পারছেন না। তবে রাজ্যে অপহরণের ঘটনা শুরু হতে চলছে এমন ইঙ্গিত লক্ষ করা গেল নারায়ণ দেবনাথের পরিবার এর মুখ থেকে। ছেলেকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য পরিবার আর্ত চিৎকার এলাকার পরিবেশ ক্রমশ ভারি করে দিয়েছে।

ভস্মীভূত

● **প্রথম পাতার পর**

তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে প্রশাসনের তরফ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের আপৎকালীন আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের পর ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে পর্যাপ্ত প্রদান করা হবে বলে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। ইচা বাজার রেল ক্রসিং সংলগ্ন এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনমনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় স্থানীয় জনগণ এবং ব্যবসায়ীরা দাবি জানিয়েছেন।

কাউন্সিলার

● **প্রথম পাতার পর**

যাচ্ছিলেন। এমন সময় পালিত হাতি ওয়ার্ড কাউন্সিলার রঞ্জন মালাকারকে সুর দিয়ে আঘাত করে।

এতে রঞ্জন মালাকার মাটিতে পড়ে যায়। পরে হাতিটি সুর এবং দাঁত দিয়ে রঞ্জনকে আঘাত করতে থাকে। এতে রঞ্জন গুরুতর আহত হয়। উপস্থিত জনতা তড়িঘড়ি আহত রঞ্জনকে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক আহত রঞ্জন মালাকারকে জিবি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মাহুতের উপর ক্ষিপ্ত হয়েছেন জনগণ।

অগ্নিপরীক্ষা

● **প্রথম পাতার পর**

জানিয়েছেন, ওইদিন সকলে মিলে তাঁদের পছন্দ কী বলে দিন। তিনি আবারও মনে করিয়ে দেন, ত্রিপুরা চাইলে চলে যাব। জনতার রায় পাটি হাইকমান্ডের কাছে জানিয়ে দেব, রাখব। যা সিদ্ধান্ত হবে মাথা পেতে নেব। তবুও জমির দালালি, মাফিয়ারাজ চলতে দেব না, জোর গলায় বলেন তিনি।

নদীতে

● **প্রথম পাতার পর**

পরিচয় জানার জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

ক্রীড়াঙ্গন

সাঙ্গাকারার চেয়ে 'ভালো টেকনিক'এমন ভক্তে মুগ্ধ বাবর আজম

কিছুদিন আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার ব্যাটিংয়ের একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। যা দেখে বেশ মুগ্ধ হয়েছিলেন শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান কুমার সাঙ্গাকারা। যার ব্যাটিংয়ের ভিডিও, সেই সামিয়া আফসারের বয়স মাত্র আট বছর। তবে এই বয়সেই 'তারকা ভক্তে'র সংখ্যা বেড়ে চলেছে পাকিস্তানের মেয়ের। শুধু সাঙ্গাকারাই নন, সামিয়ার ব্যাটিংয়ে এবার মুগ্ধ হয়েছেন বাবর আজমও।

সাদা বলের ক্রিকেটে পাকিস্তানের অধিনায়ক ও সময়ের অন্যতম প্রতিশ্রুতিশীল এই ব্যাটসম্যান বর্তমানে ইংল্যান্ড সফরে ব্যস্ত। কিন্তু পাকিস্তানের খুদে ক্রিকেটারের ব্যাটিংয়ের ভিডিও দেখে তাকে অনলাইনে কিছু টিপস দিয়েছেন।

কিছুদিন আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত সামিয়ার ব্যাটিংয়ের ভিডিও দেখে মুগ্ধ কুমার সাঙ্গাকারা টুইট করেছিলেন, 'এই ছোট্ট ক্রিকেটার কীভাবে এত দারুণ খেলে, তা বুঝতেই পারছি না! এই বয়সেই আমার চেয়ে ওর টেকনিক অনেক ভালো! ক্রিকেটে এত দারুণ প্রতিভা দেখতে এত ভালো লাগে!'

সেই সামিয়ার সঙ্গে এবার বাবরের কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। সামিয়া এমনিতেই বাবরের ভক্ত। ভিডিও কনফারেন্সে সামিয়ার কথা মন দিয়ে শুনেছেন বাবর। এরপর সামিয়ার ব্যাটিংয়ের বেশ কিছু টেকনিকের খুঁত ধরিয়ে দিয়েছেন। আরও ভালো খেলার কৌশল শিখিয়েছেন।

বাবরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সামিয়া বলেছে, 'আমি বাবর আজমের সবচেয়ে বড় ভক্ত। তাঁর মতো ব্যাটসম্যান হতে চাই। সুপারহিরোর মতো আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি। দলকে যে কোনো সমস্যা থেকে দূরে রাখছেন। তিনি ছেলেদের দলের জন্য যা করছেন, একদিন আমিও সেভাবে মেয়েদের দলে সেটা করতে চাই।'

সামিয়ার সঙ্গে কথা বলে ভীষণ খুশি বাবরও। এমন একজন সমর্থককে দেখে আরও ভালো খেলতে প্রেরণা পান বাবর, 'সমর্থক যে কোনো খেলায় একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাঁরা সব সময় আমাদের প্রেরণা জোগান। যখন দেখি বিশেষ কিছু মানুষ পেছন থেকে আমাদের সাফল্যের জন্য শুধুই প্রার্থনা করেন তখন ম্যাচ জেতানোর মতো খেলতে বেশি করে উৎসাহ আসে।'

সাত সমুদ্র তেরো নদী দূরে বসে সামিয়ার সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলেছেন বাবর। তবে দেশে ফেরার পর করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে দেখা করতে চান সামিয়ার সঙ্গে, 'সামিয়ার সঙ্গে কথা বলাটা খুব আনন্দের ছিল। ও একজন মহাতারকা। যেভাবে সে ব্যাট করে সেটা অসাধারণ। একজন ভালোমানের ব্যাটার হওয়ার সব সম্ভাবনা ওর মধ্যে আমি দেখেছি। করোনা পরিস্থিতি ভালো হলে ওর সঙ্গে আমি দেখা করব।'

কোহলিদের দুবাই পাঠাচ্ছে ভারতীয় বোর্ড

সেই যে নিউজিল্যান্ড সফরে খেলে এল, এরপর প্রায় চার মাস ভারতের ক্রিকেটারদের ঘরবন্দী করে রেখেছে করোনাভাইরাস। বিশ্বকে শঙ্কার চাদরে মুড়িয়ে রাখা ভাইরাসটাকে পাশ কাটিয়ে ক্রিকেট এরই মধ্যে মাঠে ফিরতে শুরু করেছে, দুদিন আগেই সাউদাম্পটনে শেষ হলো ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম টেস্ট। কিন্তু ভারত কবে মাঠে ফিরবে, তা এখনো নিশ্চিত নয়।

তবে ক্রিকেট মাঠে কোহলিদের পরের সিরিজ কোথায় কার বিপক্ষে হবে, তা এখনো নিশ্চিত না হলেও পরের গন্তব্য নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম নিউ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস লিখেছে, ছয় সপ্তাহের অনুশীলন ক্যাম্পে কোহলিদের দুবাই পাঠাবে ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিসিসিআই।

১১৫৮ কোটি টাকার খোঁজে রিয়াল

আর একটা জয়ব্যস, রিয়াল মাদ্রিদ আর এবারের লা লিগার শিরোপার মধ্যে এতটুকুই শুধু ব্যবধান। বৃহস্পতিবার নিজেদের মাঠে ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে জিতলেই এক ম্যাচ হাতে রেখে শিরোপার আনন্দ হবে রিয়ালের সঙ্গী।

চ্যাম্পিয়নস লিগেও এখনো ক্ষীণ হলেও আশা বেঁচে আছে। করোনাভাইরাস সব থামিয়ে দেওয়ার আগে শেষ ষোলোতে প্রথম লেগে নিজেদের মাঠে ম্যানচেস্টার সিটির কাছে ২-১ গোলে হেরেছিল জিনেদিন জিদানের দল। করোনা-বিরতি কাটিয়ে আগস্টে আবার চ্যাম্পিয়নস লিগ শুরু হচ্ছে। তা দলটা যখন রিয়াল মাদ্রিদ আর টুর্নামেন্টটা যখন চ্যাম্পিয়নস লিগরিয়ালের কোয়ার্টার ফাইনালের সম্ভাবনার শেষ দেখার দুঃসাহস কে করবে?

এই মৌসুমে এখনো দুই শিরোপার আনন্দের সম্ভাবনার মধ্যেই আগামী মৌসুম নিয়েই এখনই পরিকল্পনায় বসে যেতে হচ্ছে রিয়ালকে। তাতে দল নিয়ে তো চিন্তা আছেই, তার পাশাপাশি বেশি চিন্তা করতে হচ্ছে ক্লাবের আর্থিক অবস্থা নিয়েও। করোনা এসে যে সবারই আর্থিক অবস্থা সঙ্গিন করে দিয়ে গেছে! স্প্যানিশ দৈনিক মার্কা জানাচ্ছে, করোনার ক্ষতি সামলাতে এই গ্রীষ্মকালীন দলবদলে খেলোয়াড় বিক্রি করে ১২ কোটি ইউরো আনার পরিকল্পনা রিয়ালের। বাংলাদেশি মুদ্রায় অঙ্কটা দাঁড়ায় প্রায় ১১৫৮ কোটি টাকা!

"অপারেশন এক্সিট" বা "প্রস্থান প্রকল্প"ও নাম পেয়ে গেছে রিয়ালের এই পরিকল্পনা। তবে রিয়ালভক্তদের অত ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। যাঁদের বিক্রি করার পরিকল্পনা রিয়ালের, তাঁরা কেউই ক্লাবের নিয়মিত খেলোয়াড়দের তালিকায় নেই। কেউ হয়তো একাডেমি থেকে উঠে এসে মূল দলে সুযোগ করে নিতে পারছেন না, কেউ বা জিদানের কৌশলে উপেক্ষিত।এরই মধ্যে রিয়ালের একাডেমি থেকে দুবছর আগেই মূল দলে উঠে আসা ডিফেন্ডার হাভি সানচেজের বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেছে। এই মৌসুমে রিয়াল ভায়াদোলিদে ধারে খেলা ২৩ বছর বয়সী এই স্প্যানিশ ডিফেন্ডার আগামী মৌসুমে পাকাপাকিভাবে যোগ দেবেন ভায়াদোলিদে।

উঠতি তারকাদের মধ্যে রিয়ালভক্তদের মন খারাপ হতে পারে আশরাফ হাকিমির চলে যাওয়া দেখে। ১১ বছর রিয়ালের একাডেমিতে কাটানোর পর তিন বছর আগে মূল দলে অভিষেক হয় হাকিমির, ২০১৮ সাল থেকে ধারে খেলছিলেন জার্মানির ক্লাব বরুসিয়া ডর্টমুন্ডে। কী দারুণই না খেলেছেন! যতটা রক্ষণে, তার চেয়েও বেশি যেন আক্রমণে পারদর্শী ২১ বছর মরোক্কান রাইটব্যাক। ভাবা হচ্ছিল, এই মৌসুম শেষে রিয়ালে ফিরে দানি কারভাহালের সঙ্গে মূল দলে জায়গার জন্য লড়বেন হাকিমি। কিন্তু একদিকে কারভাহালের দুর্দান্ত ফর্ম, অন্যদিকে হাকিমির এখনই মূল দলে নিয়মিত হওয়ার ইচ্ছা থেকেই রিয়ালের তাঁকে বিক্রি করে দেওয়া। বেশ চড়া দামই এসেছে! ৪ কোটি ৫০ লাখ ইউরোতে হাকিমিকে কিনে নিয়েছে ইন্টার মিলান। আন্তোনিও কন্তের ৩-৫-২ ছকে রাইট উইংব্যাক হিসেবে হাকিমি আলো ছড়াবেন, এমন সম্ভাবনাই বেশি দেখেন বিশ্লেষকরা।

এ দুজনের সঙ্গে রিয়ালের "এক্সিট" লেখা গেট দিয়ে বের হয়ে যেতে পারেন মিডফিল্ডার দানি সেবায়োস ও ডিফেন্ডার হেসুস ভায়েহো। ২০১৫ সালে জারাগোজা থেকে আসা ভায়েহোকে অমিত সম্ভাবনাময়ই ভাবা হচ্ছিল, কিন্তু একের পর এক চোটের সঙ্গে লড়তে থাকা স্প্যানিশ ডিফেন্ডার রিয়ালের মূল দলে সেভাবে খেলতেই পারেননি। জারাগোজা, ফ্রাঙ্কফুর্ট, উলভারহ্যাম্পটনের পর এখন ধারে খেলছেন গ্রানাদায়। আর ২০১৭ সালে বেতিস থেকে আসা সেবায়োস ত্রুস-মদরিচ-ইসকোদের সঙ্গে লড়াইয়ে জিতে রিয়ালের মূল দলে তেমন জায়গা করে নিতে পারেননি। জিদানের কৌশলেও মানিয়ে নিতে পারেননি। এই মৌসুমে সেবায়োস ধারে খেলছেন আর্সেনালে। করোনা-বিরতির পর আর্সেনালের নতুন কোচ মিকেল আর্তেতার অধীনে তাঁর দারুণ ফর্ম দেখে আর্তেতার ইচ্ছা, সেবায়োসকে আর্সেনালেই রেখে দেবেন।

ভ্যালেন্সিয়া আর বেতিসও তাঁকে পেতে আগ্রহী। আড়াই কোটি ইউরো রিয়াল পেতে পারে তাঁর দলবদল থেকে। ২৩ বছর বয়সী উইঙ্গার হোর্হে দে ফ্রুতোস এই মুহূর্তে ধারে আছেন রায়ো ভায়েকানোতে।

তাঁকে বিক্রি করে ১ কোটি ইউরো পাওয়ার পরিকল্পনা রিয়ালের।এঁদের সঙ্গে আরও বড় দুটি নাম তো রিয়ালের "বিক্রির জন্য" তালিকায় আছেনইগ্যারেথ বেল ও হামেস রদ্রিগেজ।

বেলের সঙ্গে জিদানের যে বনছে না, সেটি তো কয়েক বছরের পুরোনো গুঞ্জন।

রদ্রিগেজের সঙ্গেও জিদানের সম্পর্কটা তেমন ভালো নয় বলেই শোনা যায়।

দুজনই একের পর এক ম্যাচ আপাতত কাটাচ্ছেন রিয়ালের বেঞ্চে।

গার্দিওলার বার্সেলোনা জিদানের রিয়াল এবং অপ্রতিরোধ্য আরও যারা

কোনো দলের রাজত্ব ছিল দেশের ফুটবলে, কোনো দল আবার দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে হয়ে উঠেছে মহাদেশীয় পর্যায়ের পরাশক্তি, জায়গা করে নিয়েছে ফুটবল ইতিহাসেও। ক্লাব ফুটবলের ইতিহাসে তেমন কিছু দলের গল্পতিরিশ বছরের আক্ষেপ ঘুচিয়েছে লিভারপুল, কয়েক সপ্তাহ আগে। গত বছর চ্যাম্পিয়নস লিগ, চলতি মৌসুমের শুরুতে উয়েফা সুপার কাপ ও ক্লাব বিশ্বকাপ জেতা দলটা সাফল্যের ষোলোকলা পূর্ণ করেছে ইংলিশ লিগ জেতার মাধ্যমে, যে শিরোপা অধরা ছিল তিন দশক ধরে। ইয়ুর্গেন ক্লপের দলটাকে দশকের সময়ের অন্যতম সেরা বলছেন অনেকেই। কারও কারও মতে, ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারলে এই লিভারপুল হতে পারে ইতিহাসের অন্যতম সেরাও। পারবে কি না, সেটা সময়ই বলবে। ইউরোপের ক্লাব ফুটবলে বিভিন্ন সময় ঘরোয়া কিংবা মহাদেশীয় পর্যায়ে রাজত্ব করা এমন কিছু দলের গল্প নিয়ে এই ধারাবাহিক। শেষ পর্বে থাকছে আরও ছয় ক্লাবের কীর্তির কথা- জুভেন্টাস ১৯৯৪-৯৮ উল্লেখযোগ্য তারকা: আলেসসান্দ্রো দেল পিয়েরো, আন্তোনিও কন্তে, জিনেদিন জিদান, দিদিয়ের দেশম, অ্যানহেলো পেরুজ্জিউল্লেখযোগ্য শিরোপা: ইতালিয়ান লিগ (৩), চ্যাম্পিয়নস লিগ (১), কোপা ইতালিয়া (১), উয়েফা সুপার কাপ (১), ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ (১)স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের মতো কিংবদন্তি চাইতেন তাঁর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড যেন এই জুভেন্টাসের মতো খেলে। ইউরোপের বাকী দলগুলোর ওপর ইতালিয়ান চ্যাম্পিয়নদের প্রভাব তখন এতটাই ছিল। ভাগ্য আরেকটু সহায় হলে হয়তো টানা তিনবার চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে উঠে তিনবারই শিরোপা জিততে পারতেন জিদান-দেল পিয়েরোরা। কিন্তু তাতে তাঁদের পরাক্রম কমেনি মোটেও। মার্সেলো লিপ্পির জাদুকরেরা নিজেদের নাম ঠিকই লিখে রেখেছেন ইতিহাসের পাতায়।

Agartala Municipal Corporation
P.W. Division No-IV
PNIeT-08/E.E/Div-IV/AMC/20-21 Date : 04/12/2020

Online single bid percentage rate e-tender are invited for the following works :-

Sl No	Name of the work ID	Estimated Cost	Earnest Money	Time Competion	Last Date Completion for document Downloading and bidding	Time and date of opening of bid	Document Downloading and biding at Application	Class of Bidder
1.	DNIe-T No. 12/DIV-IV AMC/20-21 DNIe-T ID-2020_SAMC_14384_1	Rs. 5,56,030/-	Rs. 5,560/-	45(forty five) days	24/11/2020 15.00 Hrs	24/11/2020 16.00 Hours (if possible)	https://tripuratender.gov.in	Enlisted Contractor
2.	DNIe-T No. 35/DIV-IV AMC/20-21 DNIe-T ID-2020_SAMC_14386_1	Rs. 2,40,397/-	Rs. 2,404/-	30 (thirty) days				
3.	DNIe-T No. 36/DIV-IV AMC/20-21 DNIe-T ID-2020_SAMC_143884_1	Rs. 1,44,722/-	Rs. 1,447/-	30 (thirty) days				
4.	DNIe-T No. 37/DIV-IV AMC/20-21 DNIe-T ID-2020_SAMC_14389_1	Rs. 2,88,620/-	Rs. 2,886/-	45 (forty five) days				
5.	DNIe-T No. 38/DIV-IV AMC/20-21 DNIe-T ID-2020_SAMC_14392_1	Rs. 8,65,898/-	Rs. 8,659/-	60 (sixty) days				

Other necessary details information can be seen in the Division Office of the Executive Engineer, P.W.Div-IV, AMC at city Centre 4th floor in the office hour.

N.B: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-procurement website, by the eligible bidders.

Executive Engineer
P.W.Divison No-IV
Agartala Municipal Corporation

TRIPURA HOUSING AND CONSTRUCTION BOARD
AGARTALA

NOTICE

LOTTERY FOR ALLOTMENT OF 06(SIX) NOS. MARKET STALLS {05 (FIVE) NOS. BIG STALL & 01(ONE) NO. SMALL STALL}

Lottery for Allotment of 06 (Six) nos. Market Stalls {05 (five) nos. big stall & 01 (one) no. small stall} at Shyamalima Apartment, New Capital Complex, Agartala will be held on 15th December, 2020, at 11.00 AM at the conference hall of Instituion of Engineers India, Agartala Centre Gurkhabasti, Agartala (Adjacent of Tripura Housing & Construction Board Office).

All dignified applicants are cordially requested to remain present the lottery process as per scheduled date & time.

(Er. M.G. Modak)
Administrative Officer
Tripura Housing & Construction Board

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-24/EE/RDADP020-21 Dt. 07/12/2020

The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender in PWD Form No. 7 in two bid system from the eligible bidders up to 3.00 P.M. of 21/12/2020 for the following works:

(1) "Corstru,tion of Additional Classroom at Narsingarh H. S. School, AMC, West Tripura under Samagra Shiksha Abhiyan programme during the year 2020-21/- ECV: 22,37,764.00.

(2) "Construction 6f Additional Classroom at Madhuban (K) H. S. School, Dukli, West Tripura under Samagra Shiksha Abhiyan programme during the year 2020-21". ECV: 22,37,764.00.

(3) "Construction of 50 seated Community Hall at Keprampara under Pashchim Noagaon GP of Old Agartala R D Block". ECV: 23,13,204.00.

(4) "Construction of Single Cell Box Culvert (3.00 m X 3.00 m) at Chichima Dam, Laltila under Noagaon GP of Old Agartala R D Block". ECV: 18,70,219.00.

(5) "Construction of Open Kishan Shed at Narsingarh Bazar under Bamutia R D Block, West Tripura District. ECV: 6,80,599.00.

(6) "Construction of Open Cultural Shed near Taltala Bazar under Bamutia R D Block, West Tripura District". ECV: 5,55,037.00

(7) "Construction of RCC Side Wall near Ramthakur Ashram, West Side of Matripally under AMC Ward-47". ECV: 5,10,736.00.

(8) "Construction of Cycle Stand at Matinagar H S School under Dukli R D Block, West Tripura". ECV: 1,20,841.00. Bid shall be uploaded in two-bid system - (i) Technical bid and (ii) Financial bid. Technical bids shall be opened first and after completion of technical evaluation, price/financial bids in respect of technically acceptable offers only shall be opened. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum/Memorandum will be available in the website only.

ICA/C-2366/2020-21

Executive Engineer RD
Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

The Cruet Executive Officer, Kailashahar MC, Kailashahar, Unakoti Tripura invites e-tender on behalf of Ohairpersbn , Kailashahar mC against press NIT 01/KLS/MC/E-TENDER/PNIT/2020-21 Dated- 05/12/2020

Name of work : Setting up Tertiary Waste Processing Center for Kailashahar M.c

DNIe-T NO: 01/KLS/MC/E-TENDERDNIT/2020-21

Estimated Cost: Rs. 149,35,855.00

Earnest Money: Rs. 298800.00

Time of Completion - 180 (One hundred Eighty) days Last Date of bidding for bids -Uptt, 3.00 PM ON 24/12/2020 For more details kindly visit: https://tripuratenders.aov.in

ICA/C-2360/2020-21

Chief Executiv officer
Kailashahar Municipal Council
Kailashahar, Unakoti, Tripura

Notice

With reference to the memorandum F. No. 3 (111)-RD (TRLM)/ 2020/ 5041-44 dated 24.11.2020, the Personal Interview of CAT-3 scheduled on 08.12.2020 is postponed due to some unavoidable circumstances. The same Personal Interview is rescheduled and to be held on 14.12.2020. The other terms & conditions of the said memorandum shall remain same.

ICA/D-1024/2020-21

Sd/-
CEO, TRLM

কালমা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। মুহুরীপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীন কালমা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৭ ডিসেম্বর এক বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিবিরে ১৬৩ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয় এবং বিনামূল্যে রক্ত পরীক্ষা করে রক্তে শর্করার পরিমাণ এবং মধুমেহ রোগ নির্ণয় করে বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়। পাশাপাশি কালমা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীনে কমিউনিটি হলে 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' এর উপর একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে দক্ষিণ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জগদীশ নমঃ, সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক, পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি সহ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিগণ 'বেটি বাঁচাও ও বেটি পড়াও'-কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে ২৬জন কন্যা সন্তানের (০-৬মাস) মায়েদের বিভিন্ন প্রকার উপহার সহ কন্যা সন্তানের যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্ব এবং প্রতিপালনের পরামর্শ দেওয়া হয়। সর্বশেষে ২৬জন কন্যা সন্তানের মাকে সনদপত্র প্রদান করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন মুহুরীপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ রাকেশ চৌধুরী। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

কুমারঘাট মহকুমায় স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। ঊনকোটি জেলার কাঞ্চনবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আওতাধীন মাধবপুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আজ স্বাস্থ্য শিবির ও স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য শিবিরে ১৪ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। শিবিরে রোগীদের প্রয়োজন অনুসারে বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা হয়। শিবিরে স্বাস্থ্য কর্মীরা পরিবার পরিকল্পনা এবং বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য বিস্তারিত আলোচনা করেন। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

চন্দ্রকুমার পাড়ায় স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। ধলাই জেলার গণ্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালের আওতাধীন ধলাঝাড়ি এডিসি ভিলেজের চন্দ্রকুমার পাড়ায় আজ স্বাস্থ্য শিবির ও স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে স্বাস্থকর্মীরা ম্যালেরিয়া, ডাইরিয়া, যক্ষা রোগ প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য আলোচনা করেন। স্বাস্থ্য শিবিরে ৩৫ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। শিবিরে রোগীদের প্রয়োজন অনুসারে বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করা হয়। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

ধানিছড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। ঊনকোটি জেলার ধানিছড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে উগলছড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে ৭ ডিসেম্বর স্বাস্থ্য শিবির ও স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য শিবিরে ২৪ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। শিবিরে রোগীদের প্রয়োজন অনুসারে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়। শিবিরে রোগীদের ব্লাড প্রেসার ও ব্লাড সুগার পরীক্ষা করা হয়।

মঙ্গলবার আগরতলায় স্বচ্ছ আগরতলা, সুস্থ আগরতলা অনুষ্ঠানমঞ্চে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি-নিজস্ব।

আগরতলায় গরীব অংশের মানুষের বাসস্থানের জন্য লাইট হাউস নির্মান করা হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। আজ আগরতলায় 'স্বচ্ছ আগরতলা, সুস্থ আগরতলা' শীর্ষক দশ সপ্তাহের একটি কর্মসূচির সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আগরতলা পুরনিগমের উদ্যোগে আগরতলা টাউন হলে এ উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমী নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে 'স্বচ্ছ ভারত মিশন' কর্মসূচির সূচনা করে স্বচ্ছ ভারত গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন দেশবাসীকে। প্রধানমীর এই স্বচ্ছতার ধারনা সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত পৌছে গেছে। জনগণের মধ্যে স্বচ্ছতা বিষয়ে সচেতনতা তৈরি হয়েছে। স্বচ্ছতা বজায় রাখার মানসিকতা মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সমাজের শেষ প্রান্তে থাকা ব্যক্তিদেরও যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন। প্রধানমী নরেন্দ্র মোদী তাদের সম্মানসূচক শব্দে ভূষিত করেছেন। ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের প্রধানমী দিব্যাঙ্গজন হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, দয়ানন্দ স্বরস্বতী প্রমুখ সমাজের অনেক সংস্কার করেছেন। বর্তমান প্রধানমী নরেন্দ্র মোদী সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন। তিনি 'তিন তালাক'প্রথা বিলোপ করে সংখ্যালঘু বোনেদের সামাজিক ন্যায় দিয়েছেন। মুখ্যমী বলেন, কোন কাজই ছোট নয়। সমাজকে সুন্দর করার ক্ষেত্রে সকলেরই সমান ভূমিকা রয়েছে। সমাজ গঠনে সাফাই কর্মচারী, শ্রমিক তারাও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগরতলায় গরীব অংশের মানুষের বাসস্থানের জন্য লাইট হাউস নির্মান করা হবে। ১০০০টি ফ্ল্যাট থাকবে এই লাইট হাউসে। এই লাইট হাউসের ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ৯ লক্ষ টাকা থেকে ১১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সাবসিডি থাকবে। বাকি টাকাও ব্যাঙ্ক থেকে কম সুদে ঋণ নিয়ে গরীব অংশের মানুষ এই ফ্ল্যাট ক্রয় করতে পারবেন। সাফাই কর্মচারীদের কাজ করার ক্ষেত্রে হ্যাণ্ড গ্লাভস, মাস্ক, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার করার জন্য আহ্বান জানান মুখ্যমী। আগামী দিনে 'নতুন ত্রিপুরা' গড়ে তোলার জন্য ত্রিপুরাবাসীর যে স্বপ তা কম সময়ের মধ্যেই সম্পর্ন হবে বলে আশাব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে আগরতলা পুর-নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা বলেন, পরিচ্ছন্ন শহর গড়ে তুলতে হলে নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। নিজের বাড়ি ঘরের আশপাশ, বাড়ির সামনের ড্রেইনগুলিও পরিস্কার রাখতে হবে। তিনি জানান, আগরতলা শহরকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার আগরতলা পুরনিগমকে এ বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা করছে বলে তিনি জানিয়েছেন। আগরতলা পুরনিগমের মেয়র জানান, বর্তমানে আগরতলা শহরে জল জমে থাকার সমস্যা আগের থেকে অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। আগরতলা শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে তিনি সব অংশের মানুষকে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও অর্থ দপ্তরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা বলেন সাফাই কর্মসূচিকে মানুষের জীবন শৈলীতে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে। তাহলেই পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা সম্ভব হবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখতে গিয়ে আগরতলা পুরনিগমের কমিশনার ডাঃ সিদ্ধার্থ শিব যশওয়াল দশ সপ্তাহ ব্যাপি

ছয়ের পাতায় দেখুন

দক্ষিণ জেলায় সাপ্তাহিক আয়রন ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্টারি গ্রহণ বিষয়ে বিশেষ পর্যালোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। দক্ষিণ জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে ৫ ডিসেম্বর সাপ্তাহিক আয়রন ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্টারি গ্রহণ বিষয়ে বিশেষ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যে আয়রন ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্টারি সম্পর্ণ বিনামূল্যে দেওয়ার জন্য রাজ্যসরকারের উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে স্কুলপড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের ও প্রসূতি মায়েদের রক্তাল্পতা নিবারণে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের উইফস কর্মসূচির সঠিক মূল্যায়ণ ও বাস্তবায়নের রূপরেখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন দক্ষিণ জেলার সিএমও ডাঃ জগদীশ নমঃ সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ। সভায় জেলার স্বাস্থ্যকর্মীদের এই কর্মসূচির সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করার জন্য বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচির জন্য উদ্যোগ নিতে বলা হয়। আশাকর্মীরা যাতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রসূতি মায়েদের আয়রন ঘাটতিজনিত রোগের প্রকোপ কিংবা রক্তাল্পতার বিষয়ে অবহিত থাকেন সে বিষয়ে তিনি গুরুত্ব দিতে এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের নজরদারি রাখার বিষয়েও আহ্বান জানান।

১৩-দিনে পড়ল কৃষকদের আন্দোলন বনধ সমর্থনে দেশজুড়ে প্রতিবাদ

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর (হি.স.): দেখতে দেখতে ১৩-দিন হয়ে গেল, ''বিতর্কিত'' কৃষি আইনের প্রতিবাদে এখনও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন কৃষকরা। প্রবল ঠাণ্ডার মধ্যে, খোলা আকাশের নীচে অন্নদাতাদের আন্দোলন দেশবাসীকে কাঁদিয়ে তুলছে। কৃষি আইনের বিরোধিতায় কৃষক সংগঠনের ডাকা ''ভারত বনধ''-এর সমর্থনে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ। কোথাও রেল অবরোধ করা হয়েছে, কোথাও আবার সড়ক আটকে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। যদিও, ভারতীয় কিশান ইউনিয়নের মুখপাত্র রাকেশ তিকাইত জানিয়েছেন, ''আমাদের প্রতিবাদ শান্তিপূর্ণ থাকবে। আমাদের ডাকা ভারত বনধের জন্য যদি কেউ আটকে পড়েন তাহলে তাঁদের জল ও ফল আমরাই দেবো।''

সকাল ৯.৩০ মিনিট পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ''ভারত বনধ'' :

পশ্চিমবঙ্গ : পশ্চিমবঙ্গের ভারত বনধের মিশ্র প্রভার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কৃষি আইনের প্রতিবাদে কৃষক সংগঠনের ডাকা ভারত বনধের সমর্থনে যাদবপুর স্টেশনে লোকাল ট্রেন আটকে রেল অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন বামেরা। শিয়ালদহ শাখার ডায়মন্ড হারবারে রেল অবরোধ। হোটর এবং বারুইপুরের মধ্যে রেললাইনে কলাপাতা বিছিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। কেন্দ্রীয় কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে ডোমজুর স্টেশনের কাছে রেল অবরোধ করেন আন্দোলনকারীরা। কাঁধে লাঙল নিয়ে অবরোধ করা হয়। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আমত-হাওড়া শাখাতেও ব্যাহত হয় ট্রেন চলাচল। আটকে থাকে ডাউন আমতা-হাওড়া লোকাল।

ওড়িশা : ভারত বনধের সমর্থনে মঙ্গলবার সকালে ওড়িশার রাজধানী ভুবনেশ্বরে, ভুবনেশ্বর রেল স্টেশনে রেল অবরোধ করেন কৃষক সংগঠনের কর্মীরা। তাঁদের সঙ্গেই ছিলেন বাম রাজনৈতিক দল এবং ট্রেড ইউনিয়নের কর্মী-সদস্যরা।

অন্ধ্রপ্রদেশ : দক্ষিণ ভারতের রাজ্যে অন্ধ্রপ্রদেশের বিজওয়াড়ায় ভারত বনধের সমর্থনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বাম রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা। বিজওয়াড়ার রাস্তায় হাজার হাজার বনধ সমর্থকদের প্রতিবাদের জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পরে রাস্তাঘাট। বিপর্যস্ত হয় যানবাহন চলাচল। বিজওয়াড়া ছাড়াও ভিজিয়ানাগারাম জেলার পার্বতীপুরমে রাস্তার উপর বসে প্রতিবাদ দেখান বামেরা।

মহারাষ্ট্র : ভারত বনধের কোনও প্রভাব পড়েনি মহারাষ্ট্রের পুণের এপিএমসি মার্কেটে। অন্যান্য দিনের মতোই মঙ্গলবার সকালেও বাজার ছিল খোলা। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, ''কৃষকদের আন্দোলনকে আমরা সমর্থন করছি।

কিন্তু, বাজার খোলার রাখার নেপথ্যে কারণ হল ভিন রাজ্য থেকে আসা কৃষিপণ্য যাতে মজুত করা যায়, নাহলে সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে যাবে। আগামীকাল সমস্ত কিছু বিক্রি করা হবে।''

বিহার : বিহারের রাজধানী পাটনায় সকাল থেকেই নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। এদিন সকালে পাটনার রাজপথে গাড়ির সংখ্যা কম ছিল।

মানিকনগরে গৃহবধূর আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। সোনামুড়া মহাকুমার কলম চওড়া থানা এলাকার মানিকনগরে এক গৃহবধূ আত্মহত্যা করেছে। আত্মঘাতী গৃহবধুটির নাম লক্ষ্মী দাস। স্বামীর নাম বিষ্ণু দাস। পেশায় কৃষক।অন্যান্য দিনের মতো মঙ্গলবার স্বামী বিষ্ণুদাস কৃষি জমিতে কাজ করতে চলে যান।কাজ শেষে বাড়িতে ফিরে এসে তিনি লক্ষ্য করেন তার স্ত্রী লক্ষ্মী দাস ফাঁসিতে ঝুলছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিৎকার করেন। চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন। খবর পাঠানো হয় থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে এসে ঝুলন্ত মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহটি পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে পারিবারিক কলহের জেরে ওই গৃহবধূর আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এ ব্যাপারে কাউকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই।

শিল্প কলার বিকাশে কলা উৎসব-২০২০

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর থেকে ত্রিপুরাকে দেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসাবে তুলে ধরতে শিক্ষাকেই মূলত হাতিয়ার করে রাজ্য সরকার এগিয়ে চলেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে সামগ্রিকভাবে গুণগত শিক্ষার প্রসার ঘটাতে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর।

এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, শুধুমাত্র পাঁথিগত শিক্ষার গুণগত বিকাশেই নয় পাশাপাশি শিল্পকলার বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যেও রাজ্য সরকার কাজ করে চলছে। শিল্প হচ্ছে মানব মনের বহিঃপ্রকাশ, যা আমাদের সৃজনশীল আবেগের একটি বাস্তবরূপ। সংগীত, নৃত্য, অংকন, কলা ইত্যাদি সবগুলোই আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক বাহক। শিল্পকলা শিক্ষারই একটি অন্যতম অঙ্গ। জীবনের সীমাবদ্ধতার বাইরে যাবার দরজা হল শিল্পকলা। পরিপূর্ণ মানুষ হতে গেলে শিল্পকলার চর্চা অত্যন্ত জরুরি। তাই তো বলা হয় শিল্পীরাও জনগণকে শিক্ষিত সচেতন করে আদর্শ সমাজ গঠন করতে পারেন।

ভারত সরকারের মানব

বিলোনিয়ায় তামাক বর্জন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। বিলোনিয়ায় মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার কমানোর লক্ষ্যে ৭ ডিসেম্বর কমিউনিটি হেলথ অফিসারদের নিয়ে প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ শিবিরে ২৪ জন অংশগ্রহণ করেন। শিবিরে তামাক জাতীয় দ্রব্য বর্জনের ক্ষেত্রে যুবসমাজকে বিভিন্ন উপায়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। শিবিরে বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জগদীশ নমঃ, ডাঃ অলোক দাস, তামাক নিয়ণ প্রকল্পের অরিজিৎ দাস, জীবন মজমদার প্রমুখ।

ত্রিপুরা ইণ্ডাস্ট্রিয়্যাল ইনভেস্টমেন্ট ইনসেনটিভস স্কীম, ২০১৭-এর সংশোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। রাজ্যের বিভিন্ন শিল্প সংস্থাগুলি ত্রিপুরা ইণ্ডাস্ট্রিয়্যাল ইনভেস্টমেন্ট ইনসেনটিভস স্কীম, ২০১৭-এর সংশোধনের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছিল। তাদের এই দাবি এবং প্রস্তাবকে বিবেচনা করে রাজ্য সরকার ত্রিপুরা ইণ্ডাস্ট্রিয়্যাল ইনভেস্টমেন্ট ইনসেনটিভস স্কীম, ২০১৭-এর নিম্নলিখিত সংশোধন করেছে :

- এখন প্রকল্পটির নাম হবে ''ত্রিপুরা ইণ্ডাস্ট্রিয়্যাল ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন ইনসেনটিভ (২য় সংশোধন) স্কীম, ২০১৭''।
- বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ থেকেই সংশোধিত প্রকল্প চালু হবে।

তাছাড়া, ক্লজ-৮ এর সাব ক্লজ ৮.৬-এর সংশোধন করে বলা হয়েছে-

১) কোন টেণ্ডার-এ উল্লিখিত পরিমাণ পণ্য সরবরাহের আংশিক পরিমাণ পণ্য সরবরাহ করার ক্ষমতা থাকলেও স্থানীয় উদ্যোগী/ সরবরাহকারীরা টেণ্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে, উল্লিখিত পরিমাণের ২৫ শতাংশ হতে হবে এই সরবরাহ ক্ষমতা।

২) এসব ক্ষেত্রে দরপত্রের প্রক্রিয়ায় স্থানীয় ছোট উদ্যোগীদের যোগ্যতা বিবেচনা করার সময় আর্থিক লেনদেন, প্রকল্প/ সরবরাহ, আর্থিক/ টেকনিক্যাল মূল্য উপযুক্তভাবে কমিয়ে আনা হবে।

৩) উল্লিখিত গুণমান ও অন্যান্য শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে স্থানীয় এম এস এম ই/ উদ্যোগীদের তাঁদের ক্ষমতা অনুযায়ী সরবরাহের অর্ডার দেওয়া যাবে যদি তাঁদের দেওয়া মূল্য প্রয়োজনীয় মানের হয় এবং সর্বনিম্ন হয় স্থানীয়দের মধ্যে। অথবা সাব ক্লজ-৮.৬ এর পর সাব ক্লজ-৮.৭, ৮.৮ এবং ৮.৯ অন্তর্ভক্ত হবে। ৮.৭ সাব ক্লজ-এ বলা হয়েছে-

১) যদি কোন দপ্তরের স্বাভাবিক দরপত্রের নিয়ম/ শর্ত অনুযায়ী যোগ্যতা না থাকার কারণে স্থানীয় উদ্যোগীরা এতে অংশগ্রহণ করতে না পারে তাহলে স্থানীয় উদ্যোগীদের মধ্য থেকে নতুন পণ্য/ পরিষেবা সরবরাহকারী খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তর পৃথক দরপত্র আহ্বান করবে। যদি স্বাভাবিক দরপত্রে উল্লিখিত মূল্যে বা তার চেয়ে কম মূল্যে পণ্য/ পরিষেবা দিতে স্থানীয় উদ্যোগী রাজি হয় তাহলে তাকে পরীক্ষামূলকভাবে সরবরাহের অর্ডার দেওয়া যেতে পারে।

২) স্থানীয় উদ্যোগীদের কাছ থেকে পণ্য নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রয়োজনীয় দ্রব্য চিহ্নিত করবে এবং অভিজ্ঞতা/ আর্থিক ক্ষমতা ইত্যাদির কারণে দর প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ অসমর্থ স্থানীয় উদ্যোগীদের জন্য মোট প্রয়োজনের ১০ শতাংশ পণ্য/ পরিষেবা সরবরাহের সংস্থান রাখবে।

৩) শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর স্থানীয় উদ্যোগীদের কাছে প্রাপ্ত পণ্য ও পরিষেবার এক তালিকা বানিয়ে সরকারী দপ্তর/ এজেন্সীগুলির কাছে দেবে।

৪) এই ১০ শতাংশ পণ্য/পরিষেবার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/এজেন্সী দরপত্র আহ্বান করবে।

৫) গুণমান বজায়, আর্থিক লেনদেন ইত্যাদির জন্য একটি উপযুক্ত ব্যবস্থা চালু করা হবে। এরকম পরীক্ষামূলক অর্ডার এর ক্ষেত্রে সমপরিমাণ ব্যাঙ্ক গ্যারান্টির বিনিময়ে ৬ মাসের সন্তোষজনক ফল পাওয়া গেলে ১০০ শতাংশ অর্থ প্রদান করা হবে। প্রাথমিক এই ৬ মাসের পর আবার ৯ মাসের জন্য এই ব্যবস্থা কার্যকর থাকবে। ৮.৮ সাব ক্লজে বলা হয়েছে সংগ্রহকারী কর্তপক্ষ প্রয়োজনে একই সরবরাহকারীর কাছ থেকে অতিরিক্ত পণ্য নিতে পারবে এবং সেক্ষেত্রে যদি স্বাভাবিক দরপত্রে কোন স্থানীয় সরবরাহকারী নির্বাচিত হয়ে থাকেন তাহলে অতিরিক্ত পরিমাণের পণ্য সংগ্রহের জন্য তাঁকেই অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে। তবে দরপত্রে অংশগ্রহণ করেনি এমন কোন স্থানীয় সরবরাহকারীকে অতিরিক্ত পণ্য সরবরাহের সুযোগ দেওয়া যাবে না। প্রক্রিয়ায় যদি সরবরাহকারী বা সংগ্রহকারীর কোন অভিযোগ থাকে তাহলে তার নিপত্তির জন্য তাঁর অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সচিবের কাছে আবেদন করতে পারেন এবং এই অভিযোগ ৩০ দিনের মধ্যেই নিপত্তি করতে হবে। ৮.৯ নং সাব ক্লজে একথা বলা হয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

পানিসাগর মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ এবং জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির যৌথ উদ্যোগে মঙ্গলবার উত্তর ত্রিপুরা পানিসাগর মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। পুলিশের গুলিতে আন্দোলনকারী নিহত হওয়ার ঘটনায় নিহত ব্যক্তির পরিবারকে পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্য প্রদান করতে হবে। ঘটনায় আহত দুজন বর্তমানে চিকিৎসাধীন।দাঁতের চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাজ্য সরকারকে গ্রহণ করার জন্য উভয় সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে। নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ এবং জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছেন পুলিশের গুলিতে নিহত ব্যক্তির মামলায় এখনো পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।অথচ বিশ্বজিত হত্যাকাণ্ডে জড়িত মালাকারকে আটক করেছে পুলিশ।অবিলম্বে পুলিশকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করার জন্য উভয় সংগঠনের তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।পুলিশ নিরপেক্ষভাবে কাজ না করলে উভয় সংগঠন বৃহত্তর আন্দোলনের পা বাড়াতে বাধ্য হবে বলে হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে।উল্লেখ্য রিয়াং শরণার্থী পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে গোটা উত্তর জেলা বিশেষ করে কাঞ্চনপুর এখনো উত্তপ্ত।নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ এবং জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি কোনভাবেই কাঞ্চনপুর শরণার্থীদের ফোন দেওয়া যাবে না বলে জানিয়েছে। এই ইস্যুতে তারা আন্দোলনে শামিল হয়েছে।

বনধের প্রভাব পড়েনি শান্তিরবাজারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৮ ডিসেম্বর।। কৃষক সংগঠনের ডাকা বন্ধের কোনোপ্রকার প্রভাব পড়েনি শান্তির বাজার মহকুমায়। আজ কৃষক সংগঠন কৃষি আইনের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবর্ষে বন্ধের ডাক দিয়েছেন। কৃষক সংগঠনের ডাকা এই বন্ধের কোনো প্রকার প্রভাব পরেনি শান্তির বাজারে। শান্তির বাজারে দোকানপাঠ ছিলো খোলা যান চলাচল ছিলো স্বাভাবিক। শান্তির বাজারের ব্যাবসায়ী কমিটির সিদান্তক্রমে আজ সাপ্তাহিক বন্ধ থাকারকারনে শান্তির বাজারের কিছু দোকানপাঠ ছিলো বন্ধ। এছাড়া সবকিছু ছিলো স্বাভাবিক। শান্তির বাজার মহকুমার বিভিন্ন অফিস ছিলো খোলা। আজকের এই বন্ধ সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান ৩৬ শান্তির বাজার বিজেপির মন্ডল সভাপতি শ্যামলাল দেবনাথ। মন্ডল সভাপতি জানান কৃষক সংগঠের ডাকা আজকের বন্ধ ভিত্তিহীন। কেন্দ্র সরকার কৃষকদের উন্নয়ন স্বার্থে নানান পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। এরমধ্যে কৃষকদের বছরে ৬ হাজার টাকা প্রদান, কৃষকদের উৎপাদিত ধান সরকারি মূল্যে ক্রয় করছেন। মন্ডল সভাপতি জানান রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকার প্রতিনিয়ত কৃকষকদের উন্নয়ন স্বার্থে কাজ করছে। এইকথা কৃষকরা জানেন। তাই কৃষি সংগঠনের নামে যে সকল লোকজন বন্ধের ডাক দিয়েছে এই বন্ধকে প্রত্যাখান করছে লোকজন।

সরকারি নির্দেশিকা মেনে ক্লাস চলছে বাইখোড়া দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৮ ডিসেম্বর।। সরকারি নির্দেশিকা মেনে ক্লাস চলছে বাইখোড়া দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয়ে। রাজ্যসরকারের নির্দেশ অনুসারে গতকাল থেকে বিদ্যালয়ে পঠন পাঠনের কাজ শুরু হয়েছে। আজ দ্বীতিয় দিনে বাইখোড়া দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয়ে প্রায় ৫০ শতাংশ ছাত্র ছাত্রীর উপস্থিতিতে চলছে পাঠদানের কাজ। আজকের এই শিক্ষা ব্যাবস্থা সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমের সামনে জানান বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শান্তি কুমার মুলসম। তিনি জানান সরকারি নির্দেশিকা মেনেই বিদ্যালয়ে পাঠদানের কাজ চলছে। প্রধানশিক্ষক জানান বিদ্যালয়ে আগত ছাত্র ছাত্রীদের থার্মাল স্কেনিংএর মাধ্যমে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করানোহয়। অপরদিকে শিক্ষার্থীদের সামাজিক দুরত্ব বজায়রেখে বসানাহয় বলে জানান। তাছারা বিদ্যালয়ে সকলেরজন্য হাত ধোয়ার ব্যাবস্থা রাখাহয়েছে বলে জানান প্রধান শিক্ষক। তিনি জানান এই বিদ্যালয়ে ক্লাস ১০ এ মোট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ৫৭ যারমধ্যে আজ ৩০ জন ছাত্র ছাত্রী উপস্থিত রয়েছে। অপরদিকে তিনি জানান ক্লাস ১২ এ মোট ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা ১৩০ জন। এরমধ্যে আজ বিদ্যালয়ে ৬২ জন ছাত্র ছাত্রী উপস্থিত ছিলো। সবমিলিয়ে আজ বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীর উপস্তিতির হার ৪৯ পয়েন্ট ১৯ পারসেন্ট।

আইপিএফটি বিশ্রামগঞ্জ ডিভিশনের সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ ডিসেম্বর।। আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে আইপিএফটির বিভিন্ন সাংগঠনিক কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। মঙ্গলবার আইপিএফটি বিশ্রামগঞ্জ ডিভিশন এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয় প্রমোদনগর কমিউনিটি হলে। উপস্থিত ছিলেন আইপিএফটি কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারি সাধারণ সম্পাদক তথা বিশ্রামগঞ্জ ডিভিশন সম্পাদক রামমোহন দেববর্মা, এমসিসি সদস্য শান্তি দেববর্মা, যুব আইপিএফটি কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারি সাধারণ সম্পাদক পৌষরাই দেববর্মা, সাংগঠনিক সম্পাদক সৌমেন্দ্র দেববর্মা, সহ-সভাপতি নিকেন্দ্র দেববর্মা, মহিলা শাখার বিশ্রামগঞ্জ ডিভিশন সভানেত্রী সন্ধারানী দেববর্মা, সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি মফিজ মিয়া, আরব আলী, সামল দেববর্মা, সহিদ মিয়া প্রমুখ। এদিনের সভায় এডিসি নির্বাচনকে লক্ষ্য করে আগামী ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর বিশ্রামগঞ্জ ডিভিশনের উদ্যোগে কর্মী সম্মেলন করার জন্য সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর জন্য গঠন করা হয়েছে ২১ জনের প্রস্তুতি কমিটিও। প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন পৌষরাই দেববর্মা, কোষাধক্ষ্য শান্তি দেববর্মা প্রমূখ। বিশ্রামগঞ্জ ডিভিশন সম্পাদক রামমোহন দেববর্মা বলেন আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কাজের উৎসাহ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এই কর্মী সম্মেলন। সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন আইপিএফটি কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ষীয়ান নেতৃবৃন্দ।

যাত্রাপুরে রাবার শিট চুরি করতে গিয়ে ধৃত চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর।। যাত্রাপুর থানা এলাকার মনাই পাথর এলাকায় রাবার শিট চুরির সময় এক নাবালককে হাতেনাতে ধরেন স্থানীয় জনগণ। তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে ওই এলাকার একটি রাবার গোডাউন থেকে এক নাবালক রাবার শিট চুরি করার চেষ্টা করছিল। তখন ঐ বিষয়টি স্থানীয় জনগণের নজরে আসে। স্থানীয় জনগণ তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। চুরির ঘটনায় নাবালক আটক হওয়ার ফলে স্থানীয় জনগণের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ তাকে আটক করে থানায় নিয়ে গেলেও তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়নি। নাবালক হওয়ায় তার বিরুদ্ধে কঠোর কোনো আইনেই ব্যবস্থা গ্রহন করা সম্ভব নয় বলে জানা গেছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।